পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩৪ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 34, Issue 1687, Saturday, July 04, 2026 FREE www.parichoy.com

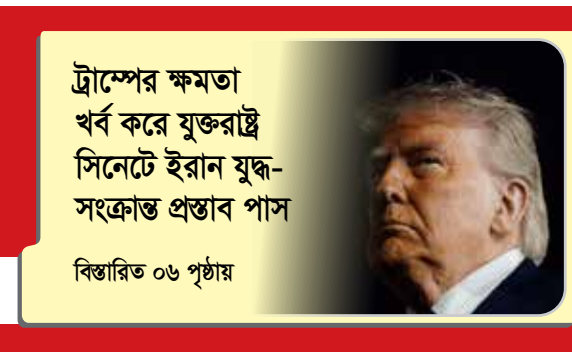

ট্রাম্পের ক্ষমতা খর্ব করে যুক্তরাষ্ট্র সিনেটে ইরান যুদ্ধ-সংক্রান্ত প্রস্তাব পাস

বিস্তারিত ০৬ পৃষ্ঠায়

আরো আছে...

- জাতিসংঘ সদর দপ্তরের বাইরে গায়ে আগুন, তিব্বতপন্থী আন্দোলনকর্মীর মৃত্যু - ৫ম পাতায়
- বাংলাদেশের সরকারি প্রতিষ্ঠান শক্তিশালী করতে বিশ্বব্যাংকের ২৫০ মিলিয়ন ডলারের প্রকল্প অনুমোদন- ৫ম পাতায়
- ট্রাম্পকে 'ফিফা শান্তি পুরস্কার' দেওয়া নিয়ে বিতর্ক, তদন্তের আহ্বান ইউরোপীয় নেতাদের - ৬ষ্ঠ পাতায়
- ট্রাম্পের ক্রিপ্টো উদ্যোগ ও ইরানের এক্সচেঞ্জ একই নেটওয়ার্কে যেভাবে -৭ম পাতায়
- কাতারের কাছ থেকে উপহার পাওয়া নতুন এয়ারফোর্স ওয়ানে ট্রাম্পের প্রথম সফর -৭ম পাতায়
- ২০২৩ সালের চেয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে বেশি পরিবার ঘুষ-দুর্নীতির শিকার: টিআইবি-৯ম পাতায়
- পাকিস্তানপন্থীদের মন্ত্রী-এমপি করেছে বিএনপি, ক্ষমা চাইব কেন: গোলাম পরওয়ার -৯ম পাতায়
- অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে দুর্নীতির অভিযোগ তদন্তে দুদকের অনুসন্ধান চান সালাহউদ্দিন -৯ম পাতায়

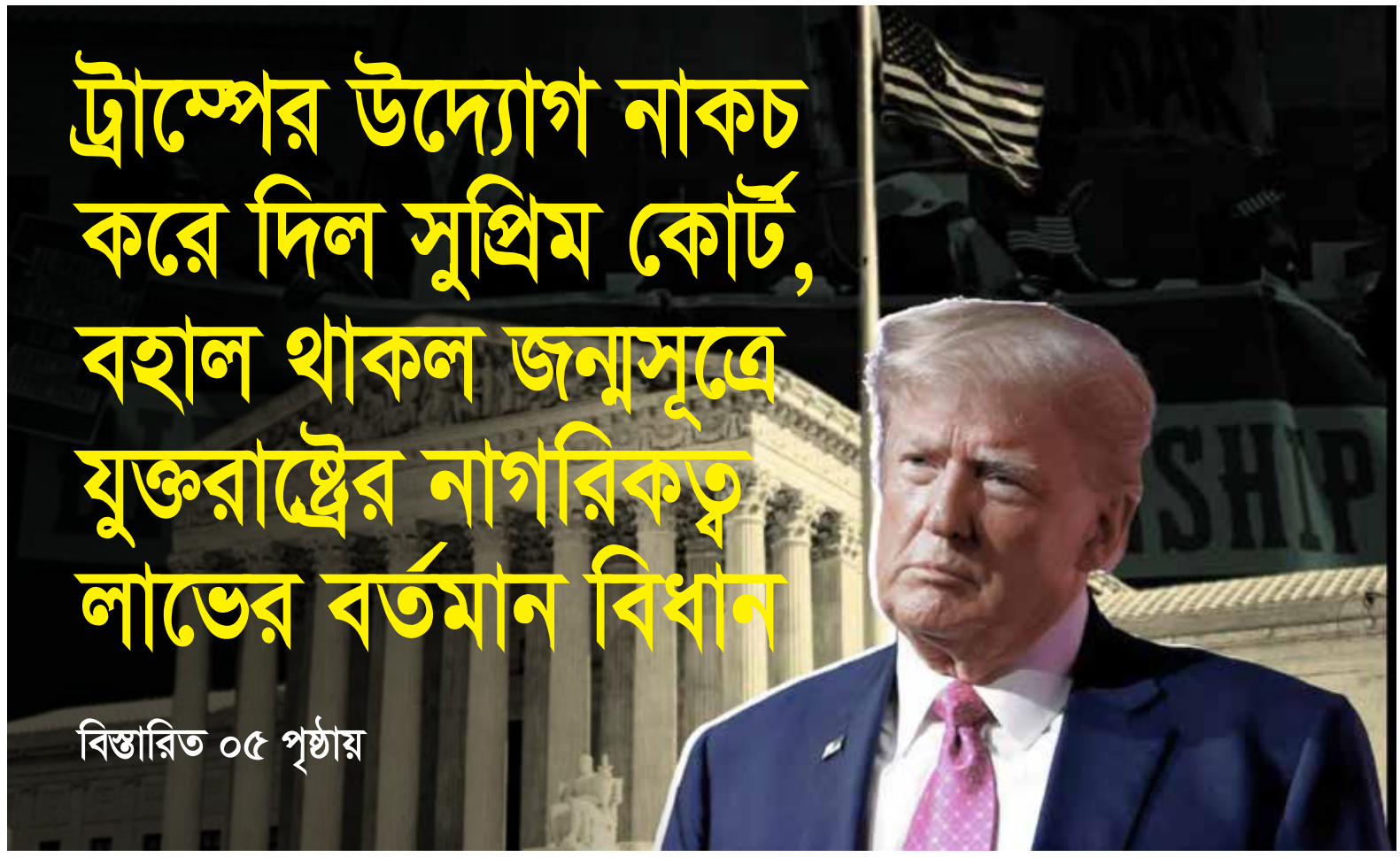

ট্রাম্পের উদ্যোগ নাকচ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট, বহাল থাকল জন্মসূত্রে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভের বর্তমান বিধান

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়

শান্তি আলোচনা চলাকালে ইরানি মধ্যস্থতাকারীদের গুপ্তহত্যার ষড়যন্ত্র করছিল ইসরায়েল

বিস্তারিত ০৭ পৃষ্ঠায়

আমরা PCA, HHA সার্ভিস দিয়ে থাকি
Aasha Home Care LHCSA
(718) 776-2717
(646) 744-5934

PEOPLE N TECH

A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005

EARN 100K TO 200K PER YEAR

- Selenium Automation Testing
- SQL Server Database Administration
- Business Analyst

PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.

Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu

Washington University of Science and Technology

Authorized Employment Agency by:
NYC Consumer and Worker Protection

Certified Training Institute by:
SCHEN
Proprietary School NYS Education Department Licensed Supervision

If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:

info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

GOLDEN AGE HOME CARE

সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্‌থ কেয়ার এজেন্সী

আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো

Please Contact

Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.

Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com

JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834

HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115

BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115

Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

কে কি বললেন

● আমাদের যা যা প্রয়োজন, ইরান তার প্রায় 'সবকিছুতেই' রাজি হয়েছে - **প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প**

● যুক্তরাষ্ট্রের "নাগরিকত্ব-সেকালেও যেমন, একালেও তেমনই-ছিল অধিকার ভোগ করার অধিকার; অর্থাৎ আমাদের রাজনৈতিক সমাজে অবাধে অংশগ্রহণের অধিকার। চতুর্দশ সংশোধনীর প্রণেতারা সেই প্রতিশ্রুতি 'এ দেশের প্রতিটি স্বাধীনভাবে জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তির' জন্য প্রসারিত করেছিলেন। আজও আমরা সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে চলেছি।"- সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি **জন রবার্টস**

● সংবিধান সাময়িক ভিসাধারী কিংবা অবৈধভাবে বসবাসকারীদের সন্তানদের নাগরিকত্ব দেয় না, বর্তমান সময়ের অবৈধ অভিবাসন পরিস্থিতি অতীতের বাস্তবতা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন- যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভের আধিকার পরিবর্তনে ট্রাম্প প্রশাসনের পক্ষে সরকারের পক্ষে আদালতে সলিসিটর জেনারেল **ডি. জন সাওয়ার**

● বিশ্বকাপ কেবল একটি টুর্নামেন্টই নয়; এটি এমন এক উপলক্ষ যা মনে করিয়ে দেয় যে খেলাধুলা কীভাবে মানুষ, সংস্কৃতি ও জনগোষ্ঠীকে একত্রিত করতে পারে - নিউ ইয়র্ক সিটির সাবেক ৩ বারের মেয়র বিলিওনার **মাইকেল ব্লুমবার্গ**

● যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মূল আদর্শ এবং দাসপ্রথার ইতিহাসকে কোনোভাবেই একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয় - যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাতাদের সাথে দাসপ্রথার সম্পর্কের বিষয়টি নতুন করে সামনে নিয়ে এনে সাবেক প্রেসিডেন্ট **বারাক ওবামা**

● যুক্তরাষ্ট্রে টিপিএসধারী (টেম্পরারি প্রটেকটেড স্ট্যাটাস) অভিবাসীদের স্থায়ী বৈধতা নিতে হবে, না হলে নিজ নিজ দেশে ফিরতে হবে- ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটি- (ডিএইচএস) প্রধান **মার্কওয়েন মুলিন**

● ডেমোক্রেটিক পার্টিকে 'ভেঙে ফেলবেন না'- নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়র মামদানিকে নিউ ইয়র্ক স্টেট এর এটর্নি জেনারেল **লেটিশিয়া জেমস**

ট্রাম্পের উদ্যোগ নাকচ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট, বহাল থাকল জন্মসূত্রে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভের বর্তমান বিধান

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে জন্মসূত্রে নাগরিকত্বের অধিকার সীমিত করতে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যে উদ্যোগ নিয়েছিলেন, সেটি খারিজ করে দিয়েছেন দেশটির সুপ্রিম কোর্ট। একই সঙ্গে সংবিধানের ব্যাখ্যা পরিবর্তনের প্রচেষ্টাও আদালত নাকচ করে দিয়েছে। আদালতের এ রায়কে ট্রাম্প প্রশাসনের কঠোর অভিবাসন নীতির জন্য বড় একটি ধাক্কা হিসেবে দেখা হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের ১৪তম সংশোধনীর নাগরিকত্ব ধারায় বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ বা নাগরিকত্ব গ্রহণকারী এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিচারিক কর্তৃত্বের আওতাভুক্ত সব ব্যক্তি যুক্তরাষ্ট্র ও তারা যে অঙ্গরাজ্যে বসবাস করেন, সেই অঙ্গরাজ্যের নাগরিক।

এই ধারা অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণকারী প্রায় প্রত্যেকেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে নাগরিকত্ব পান। তবে ট্রাম্প নিয়মটি অবৈধ বা অস্থায়ীভাবে বসবাসরত অভিবাসীদের সন্তানদের জন্য বন্ধ করার চেষ্টা করছেন।

এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টও এই ধারার ব্যাখ্যায় বলে এসেছে, যুক্তরাষ্ট্রের ভূখণ্ডে জন্ম নেওয়া সব শিশুই জন্মসূত্রে নাগরিক। ১৯৫২ সালে কংগ্রেসও একই নীতিকে আইনে অন্তর্ভুক্ত করে। তবে ট্রাম্প এক নির্বাহী আদেশে ১৪তম সংশোধনীর এই ব্যাখ্যা একতরফাভাবে পরিবর্তনের চেষ্টা করেন। *বাকি অংশ ৫৬ পৃষ্ঠায়*

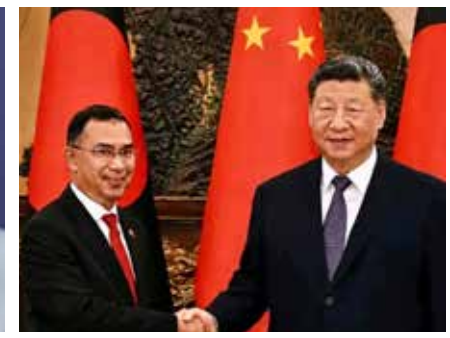

চীন-বাংলাদেশ সম্পর্কের অগ্রগতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে ভারত

পরিচয় ডেস্ক: চীন-বাংলাদেশ সম্পর্কের সব ধরনের অগ্রগতি ভারত নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে বলে জানিয়েছে দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

ঢাকার দ্য ডেইলি স্টারের কলকাতা সংবাদদাতা জানান, ৩ জুলাই শুক্রবার সাপ্তাহিক সংবাদ ব্রিফিংয়ে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, 'প্রতিবেশী অঞ্চলের সব ধরনের অগ্রগতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং প্রয়োজন অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হয়।'

সংবাদ ব্রিফিংয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে চীনের ক্রমবর্ধমান কৌশলগত সম্পৃক্ততা নিয়ে সাংবাদিকরা একাধিক প্রশ্ন করেন।

এসবের মধ্যে ছিল-চীনের তৈরি জে-১০সিই যুদ্ধবিমান কেনার সম্ভাবনা, প্রস্তাবিত বাংলাদেশ-মিয়ানমার-চীন অর্থনৈতিক *বাকি অংশ ৫৭ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাজ্যে আশ্রয় পেতে চাইলে দিতে হবে ১০ হাজার পাউন্ড, কঠোর হচ্ছে ব্রিটিশ অভিবাসন আইন

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাজ্যে আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য এবার চরম দুঃসংবাদ নিয়ে আসছে ব্রিটিশ সরকার। প্রস্তাবিত নতুন ও কঠোর অভিবাসন আইন অনুযায়ী, যুক্তরাজ্যে আশ্রয়প্রার্থী হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়া ব্যক্তিদের রাষ্ট্র পরিচালিত আবাসন ও থাকা-খাওয়ার খরচের অংশ হিসেবে প্রায় ১০ হাজার পাউন্ড পরিশোধ করতে হবে। এই বিপুল পরিমাণ অর্থ পরিশোধ না করলে তারা যুক্তরাজ্যে স্থায়ীভাবে বসবাসের (সেটেলমেন্ট) অনুমতির জন্য আবেদন করতে পারবেন না।

ব্রিটিশ পার্লামেন্টে এ-সংক্রান্ত নতুন 'ইমিগ্রেশন অ্যান্ড অ্যাসাইলাম বিল' উত্থাপনের কথা রয়েছে।

যুক্তরাজ্যের সরকারি কর্মকর্তারা নতুন এই আয়ভিত্তিক পরিশোধ ব্যবস্থাকে অনেকটা শিক্ষা ঋণ ব্যবস্থার সঙ্গে তুলনা করেছেন। তবে মানবাধিকার ও শরণার্থী সহায়তা সংস্থাগুলো এর তীব্র সমালোচনা করেছে। তাদের মতে, যুদ্ধ, নির্যাতন বা দুর্ভিক্ষ থেকে পালিয়ে আসা অসহায় মানুষদের ওপর এটি কার্যত এক ধরনের অতিরিক্ত কর বা বোঝা চাপানোর শামিল।

ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাবানা মাহমুদ এই পরিকল্পনার ঘোষণা *বাকি অংশ ৫৭ পৃষ্ঠায়*

জাতিসংঘ সদর দপ্তরের বাইরে গায়ে আগুন, তিব্বতপন্থী আন্দোলনকর্মীর মৃত্যু

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরের বাইরে গায়ে আগুন দেওয়ার পর এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। এএফপি জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার এ ঘটনা ঘটে। ওই ব্যক্তিকে চীনের তিব্বতপন্থী আন্দোলনের কর্মী হিসেবে শনাক্ত করেছেন কয়েকজন অধিকারকর্মী ও বিভিন্ন গণমাধ্যম, যদিও পুলিশ আনুষ্ঠানিকভাবে এ তথ্য নিশ্চিত করেনি। নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগ (এনওয়াইপিডি) জানিয়েছে, স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৬টা ৩২ মিনিটে তারা খবর পায় যে ফার্স্ট অ্যাভিনিউ ও ৪২তম স্ট্রিট এলাকায় এক ব্যক্তি নিজের গায়ে আগুন দিয়েছেন। পরে তাকে বেলভিউ হাসপাতালে মৃত ঘোষণা করা হয়। ঘটনার তদন্ত চলছে। তবে আত্মাহুতির কারণ *বাকি অংশ ৫ পৃষ্ঠায়*

২০২৫-২৬ অর্থবছরে

বাংলাদেশে এসেছে রেকর্ড ৩৫.৫ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স

পরিচয় ডেস্ক: বিদায়ী ২০২৫-২৬ অর্থবছরে দেশে রেকর্ড ৩৫ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স এসেছে। বুধবার বাংলাদেশ ব্যাংক *বাকি অংশ ৫৭ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশের সরকারি প্রতিষ্ঠান শক্তিশালী করতে বিশ্বব্যাংকের ২৫০ মিলিয়ন ডলারের প্রকল্প অনুমোদন

পরিচয় ডেস্ক: ডিজিটাল রূপান্তর, সুশাসন এবং স্বচ্ছতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করতে ২৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের একটি প্রকল্প অনুমোদন করেছে বিশ্বব্যাংক। বিশ্বব্যাংকের এক ফ্যাক্টশিট অনুযায়ী, স্ট্রেন্দেনিং ইনস্টিটিউশনস ফর ট্রান্সপারেন্সি *বাকি অংশ ৫৭ পৃষ্ঠায়*

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

ট্রাম্পের ক্ষমতা খর্ব করে যুক্তরাষ্ট্রে সিনেটে ইরান যুদ্ধ-সংক্রান্ত প্রস্তাব পাস

পরিচয় ডেস্ক: ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান বন্ধ করতে অথবা পরবর্তী যেকোনো পদক্ষেপ নেওয়ার আগে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যেন প্রতিনিধি পরিষদের (কংগ্রেস) অনুমোদন নিতে বাধ্য হন- সেই লক্ষ্যে নিজেদের যুদ্ধ ক্ষমতা (ওয়ার পাওয়ার্স) প্রয়োগের পক্ষে ভোট দিয়েছেন মার্কিন সিনেটররা।

ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের যুদ্ধ নিয়ন্ত্রণে আনতে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এটি ছিল দশম প্রচেষ্টা।

কেন এই ভোটাভুটি হলো?

গত ৩ জুন মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদে বা কংগ্রেসে ২১৫-২০৮ ভোটে একই ধরনের একটি প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছিল। এরপর গত মঙ্গলবার (যুক্তরাষ্ট্র সময়) সিনেটে ৫০-৪৮ ভোটে প্রস্তাবটি পাস হয়। যদিও মার্কিন পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ সিনেট ও নিম্নকক্ষ কংগ্রেস-দুটিতেই ট্রাম্পের রিপাবলিকান পার্টির সামান্য ব্যবধানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে।

ভোটাভুটির আগে সিনেট অধিবেশনে ডেমোক্র্যাট দলের শীর্ষ নেতা চাক শুমার প্রস্তাবটির পক্ষে অবস্থান নিয়ে ইরানের বিরুদ্ধে ট্রাম্পের সামরিক অভিযানের তীব্র সমালোচনা করেন।

চাক শুমার বলেন, বহু বছর ধরে ট্রাম্প ইরানের ওপর সর্বোচ্চ চাপ

প্রয়োগের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু তার এই ধ্বংসাত্মক যুদ্ধের মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত তিনি মার্কিন জনগণকে সর্বোচ্চ বিভ্রান্তি, সর্বোচ্চ বিশৃঙ্খলা ও সর্বোচ্চ ব্যয় উপহার দিয়েছেন।চ

তিনি আরও বলেন, বারবার সিনেটের সংখ্যাগরিষ্ঠ রিপাবলিকানরা মার্কিন জনগণের পাশে না দাঁড়িয়ে ট্রাম্প ও তার যুদ্ধের পক্ষ নিয়েছেন। ইরানের মাটিতে ট্রাম্পের এই ঐতিহাসিক ভুলের চড়া মূল্য দিতে হয়েছে মার্কিন জনগণকে। আমেরিকার ইতিহাসে এটি অন্যতম নিকৃষ্টতম বৈদেশিক নীতি হিসেবে লেখা থাকবে।চ

যুক্তরাষ্ট্রে ইরানের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ ব্যাপক অজনপ্রিয় হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। গত মঙ্গলবার বার্তাসংস্থা রয়টার্স ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইপসোসের যৌথভাবে প্রকাশিত এক জরিপে দেখা গেছে, মাত্র ২৪ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন এই যুদ্ধ তার ব্যয়ের তুলনায় সার্থক হয়েছে। এর আগে গত ২০ মে ইরান যুদ্ধের বিরুদ্ধে সিনেট তাদের প্রথম ওয়ার পাওয়ার্স রেজ্যুলেশন পাস করেছিল, তবে সেটি কেবল একটি কার্যপ্রণালীগত পদক্ষেপ (প্রসিডিউরাল মুভ) ছিল এবং পরবর্তীতে আর এগোয়নি। মার্কিন সংবিধান বিশেষজ্ঞ ও আইনজীবী ব্রুস ফেইন আল জাজিরাকে বলেন, "এই ভোটাভুটি অনুষ্ঠিত হয়েছে কারণ মার্কিন সংবিধান যুদ্ধ ঘোষণার একচ্ছত্র *বাকি অংশ ৬৪ পৃষ্ঠায়*

ইরানের পক্ষে যুদ্ধে জড়াতে প্রস্তুত ছিল তুরস্ক: ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: ইরানের পক্ষে তুরস্ক যেকোনো মুহূর্তে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে পারত বলে মন্তব্য করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ট্রাম্প বলেন, তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান ইরানের পক্ষে যুদ্ধে যোগ দেওয়ার অন্যতম সম্ভাব্য ব্যক্তি ছিলেন। সম্ভবত তিনি ইরানের পক্ষই নিতেন, কারণ তিনি ইসরায়েলকে মোটেও পছন্দ করেন না। ট্রাম্পের দাবি, *বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়*

ট্রাম্পকে 'ফিফা শান্তি পুরস্কার' দেওয়া নিয়ে বিতর্ক, তদন্তের আহ্বান ইউরোপীয় নেতাদের

পরিচয় ডেস্ক: ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থার সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো ২০২৫ সালের ৫ ডিসেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে যে 'ফিফা শান্তি পুরস্কার' প্রদান করেছিলেন, তা নিয়ে বিতর্ক এখনো অব্যাহত রয়েছে।

উত্তর আমেরিকায় অনুষ্ঠিত ২০২৬ সালের বিশ্বকাপের মাঝামাঝি সময়ে, সোমবার (২৯ জুন) ইউরোপীয় পার্লামেন্টের কয়েকজন সদস্য ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থার প্রধান এবং সংস্থাটির স্বাধীন নীতিশাস্ত্র কমিটির কাছে একটি চিঠি পাঠান।

এই উদ্যোগের নেতৃত্ব দেন আয়ারল্যান্ডের ব্যারি অ্যান্ড্রুজ, যিনি রিনিউ রাজনৈতিক জোটের সদস্য; নেদারল্যান্ডসের লারা ওলটার্স এবং ডেনমার্কের নিলস ফুগলসাং, যারা দুজনই সমাজতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক রাজনীতিক। ল্য মোঁদ পত্রিকার দেখা প্রায় ৫০ জন ইউরোপীয় পার্লামেন্ট সদস্যের স্বাক্ষরযুক্ত *বাকি অংশ ৫৪ পৃষ্ঠায়*

ট্রাম্পের ক্রিপ্টো উদ্যোগ ও ইরানের এক্সচেঞ্জ একই নেটওয়ার্কে যেভাবে

পরিচয় ডেস্ক: ইরানের বৃহত্তম ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের গ্রাহকদের যখন বিলিয়ন ডলার সরাতে হয়েছে, তখন তারা ক্রিপ্টো জগতের দুই প্রভাবশালী ব্যক্তির হাতে গড়া দুটি নেটওয়ার্কের আশ্রয় নিয়েছে।

সেই দুই ব্যক্তিই আবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রধান ক্রিপ্টো উদ্যোগেরও বড় সমর্থক।

রয়টার্সের বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, ২০২৩ সাল থেকে ইরানের নোবিটেক্স এক্সচেঞ্জ ট্রন ও বিএনবি চেইনের *বাকি অংশ ৫৪ পৃষ্ঠায়*

কলোরাডোতে ডেমোক্র্যাটদের প্রাইমারিতে দীর্ঘদিনের কংগ্রেস সদস্যকে হারালেন ফিলিস্তিনপন্থী কিরোস

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের কলোরাডো অঙ্গরাজ্যের ডেনভার এলাকার কংগ্রেসের একটি নির্বাচনী আসনে ডেমোক্রেটিক দলের প্রাথমিক বাছাই নির্বাচনে (প্রাইমারি) জয়ী হয়েছেন গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রী মেলাত কিরোস। মার্কিন কংগ্রেসের প্রতিনিধি পরিষদের ১৫ মেয়াদের প্রবীণ সদস্য ডায়ানা ডিগেটকে হারিয়ে মধ্যবর্তী নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক দল থেকে মনোনয়ন পেতে যাচ্ছেন ২৯ বছর বয়সী কিরোস। এটি মূলধারার ডেমোক্র্যাটদের বিরুদ্ধে বামপন্থীদের

সর্বশেষ জয়। মার্কিন গণমাধ্যমের পূর্বাভাস অনুযায়ী এমনটাই জানা গেছে।

গতকাল মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত এই নির্বাচনে ৭৮ শতাংশ ভোট গণনা শেষে একাধিক গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে কিরোসকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছে। সে সময় ডিগেটের চেয়ে প্রায় ৭ হাজার ভোটে এগিয়ে ছিলেন ২৯ বছর বয়সী কিরোস।

কিরোস শিশুবয়সে ইথিওপিয়া থেকে যুক্তরাষ্ট্রে এসেছিলেন। ইসরায়েলপন্থী ডেমোক্র্যাটদের *বাকি অংশ ৫২ পৃষ্ঠায়*

তেহরানকে সতর্ক করে দেয় যুক্তরাষ্ট্র!

শান্তি আলোচনা চলাকালে ইরানি মধ্যস্থতাকারীদের গুপ্তহত্যার ষড়যন্ত্র করছিল ইসরায়েল

যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে শান্তি আলোচনা চলাকালে তেহরানের শীর্ষ মধ্যস্থতাকারীদের হত্যার পরিকল্পনা করেছিল ইসরায়েল। ওয়াশিংটন ও তেহরানের মধ্যে যখন অত্যন্ত সংবেদনশীল আলোচনা চলছিল, তখন ইসরায়েল এই ছক কষেছিল বলে মনে করেন বর্তমান ও সাবেক মার্কিন কর্মকর্তারা।

যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের ভিন্ন অবস্থান

যুদ্ধ শুরুর পর থেকেই ইরানের শীর্ষ নেতাদের হত্যা করা ইসরায়েলের রণকৌশলের অংশ ছিল। তবে গত এপ্রিলে যুদ্ধবিরতি নিয়ে আলোচনা শুরু হওয়ার পর ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি এবং পার্লামেন্টের স্পিকার মোহাম্মদ বাঘের গালিবাফকে লক্ষ্যবস্তু করার ইসরায়েলি পরিকল্পনায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন কর্মকর্তাদের আশঙ্কা ছিল, ইসরায়েল এই দুই নেতাকে হত্যা করলে শান্তি আলোচনা ভেস্তে যাবে এবং নতুন করে যুদ্ধ শুরু হবে। এই আশঙ্কায় যুক্তরাষ্ট্র কয়েকটি আঞ্চলিক দেশের মাধ্যমে ইরানকে সতর্কবার্তা পাঠায়।

মার্কিন কর্মকর্তাদের মতে, যুদ্ধের শুরুর দিকে ইসরায়েল ইরানের কট্টরপন্থী সরকারকে উৎখাত করতে চেয়েছিল। তখন আরাগচি বা গালিবাফ ইসরায়েলের জন্য বৈধ লক্ষ্যবস্তু হতে পারতেন। তবে এপ্রিল থেকে আনুষ্ঠানিক আলোচনা শুরু হওয়ার পর পরিস্থিতি বদলে যায়।

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে ইসরায়েলি হামলায় ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনিসহ শীর্ষ কর্মকর্তারা নিহত হওয়ার পর এই যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। যুক্তরাষ্ট্র তখন ইরানের নৌ ও অন্যান্য বাহিনীকে লক্ষ্য করে হামলা চালালেও ইসরায়েলের অগ্রাধিকার ছিল শীর্ষ নেতৃত্বকে নির্মূল করা।

এরই অংশ হিসেবে ইসরায়েল ইরানের শীর্ষ নিরাপত্তা কর্মকর্তা আলী লারিজানি এবং সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী কামাল খারাজিকে হত্যা করে। অথচ বাস্তববাদী নেতা হিসেবে ট্রাম্প প্রশাসন তাদের সঙ্গেই আলোচনার আশা করেছিল। এই ঘটনাগুলো থেকে বোঝা যায়, যুদ্ধের শুরুতে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের লক্ষ্য এক থাকলেও দ্রুতই তা ভিন্ন পথে এগোতে শুরু করে। যুক্তরাষ্ট্র যেখানে শান্তি *বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়*

কাতারের কাছ থেকে উপহার পাওয়া নতুন এয়ারফোর্স ওয়ানে ট্রাম্পের প্রথম সফর

পরিচয় ডেস্ক: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কাতারের কাছ থেকে উপহার পাওয়া ৪০০ মিলিয়ন ডলার দামের বোয়িং ৭৪৭-৮০০ মডেলের উড়োজাহাজটিতে প্রথমবারের মতো ভ্রমণ করেছেন।

প্রায় দুই বছর মেরামত, নিরীক্ষা, হালনাগাদকরণ, যাচাই বাছাই ও অন্যান্য কাজের পর সম্প্রতি উড়োজাহাজটি *বাকি অংশ ৫২ পৃষ্ঠায়*

আমাদের যা যা প্রয়োজন, ইরান তার প্রায় ‘সবকিছুতেই’ রাজি হয়েছে: ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেছেন, তাদের যা যা প্রয়োজন, ইরান তার প্রায় সবকিছুতেই

রাজি হয়েছে। মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনবিসি-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প এ দাবি করেন। তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, ইরান যুদ্ধও কি তার এড়িয়ে চলার প্রতিশ্রুতি দেওয়া *বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়*

লস অ্যাঞ্জেলেসে ক্রিকেট স্টেডিয়াম কিনে ইতিহাস গড়লেন শাহরুখ খান

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসে নিজেদের প্রথম আন্তর্জাতিক মানের ক্রিকেট স্টেডিয়ামের উদ্বোধন করেছে শাহরুখ খানের নাইট রাইডার্স গ্রুপ। ক্যালিফোর্নিয়ার পোমোনায় নির্মিত ‘নাইট রাইডার্স ক্রিকেট গ্রাউন্ড’-এর উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে বিশ্ব ক্রিকেটে নতুন এক মাইলফলক গড়েছে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। আন্তর্জাতিক সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্বের প্রথম ক্রিকেট ফ্র্যাঞ্চাইজি হিসেবে নিজেদের উদ্যোগে একটি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম নির্মাণ ও পরিচালনার পথে হাঁটল তারা। নতুন এই ভেন্যুতে ০২ জুলাই বুধবার রাতে প্রথমবারের মতো মেজর লিগ ক্রিকেটের (এমএলসি) ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। উদ্বোধনী ম্যাচে লস অ্যাঞ্জেলেস নাইট রাইডার্স মুখোমুখি হয়েছিল ওয়াশিংটন ফ্রিডমের। নিজেদের নতুন মাঠে অভিষেকটা সুখকর হয়নি শাহরুখ খানের দলের। আট উইকেটের ব্যবধানে হেরে মাঠ ছাড়তে হয়েছে তাদের।

তবে পরাজয়ের আড়ালেও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল নতুন স্টেডিয়ামটি, যা যুক্তরাষ্ট্রে ক্রিকেটের বিকাশে বড় ভূমিকা রাখবে বলে মনে করা হচ্ছে। প্রায় ২ কোটি ১০ লাখ মার্কিন ডলার ব্যয়ে নির্মিত এই আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়ামটি *বাকি অংশ ৫৫ পৃষ্ঠায়*

২০২৫ সালে বিশ্বে কার্বন নির্গমন বৃদ্ধিতে শীর্ষে যুক্তরাষ্ট্র: প্রতিবেদন

পরিচয় ডেস্ক: গত বছর বিশ্বজুড়ে কার্বন নির্গমন বেড়েছে। এই বৃদ্ধির প্রায় এক-তৃতীয়াংশের জন্যই দায়ী যুক্তরাষ্ট্র। দেশটিতে গ্যাসের দাম বেড়ে গেছে। ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো বাধ্য হয়ে আবারও কয়লার দিকে ঝুঁকেছে। এনার্জি ইনস্টিটিউটের মঙ্গলবারের এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে। এনার্জি ইনস্টিটিউট প্রতিবেদনটি তৈরি করেছে। তাদের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করেছে এম্বার, কার্নি ইনস্টিটিউট ও কেপিএমজি। গত বছর যুক্তরাষ্ট্রে কয়লার ব্যবহার ১০ শতাংশ বেড়েছে। এটি পরিবেশবান্ধব জ্বালানির দিকে যাওয়ার

প্রবণতা ঠিক উল্টো প্রবণতা। পাশাপাশি এটি সার্বিক কার্বন নির্গমনও বাড়িয়েছে।

বিশ্বে জ্বালানি খাত থেকে কার্বন নির্গমন ১ দশমিক ১ শতাংশ বেড়েছে। নির্গমনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩৫ হাজার ৮০৬ মিলিয়ন মেট্রিক টনে। এই বৃদ্ধির এক-তৃতীয়াংশের বেশি ঘটিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। গত ১০ বছর ধরে উত্তর আমেরিকায় কার্বন নির্গমন শূন্য দশমিক ৭ শতাংশ হারে কমছিল। কিন্তু এবার সেই ধারা ভেঙে গেছে। বিশ্বজুড়ে জ্বালানির চাহিদা বেড়েই চলেছে। ২০২৪ সালের তুলনায় মোট জ্বালানি সরবরাহ ১ দশমিক ৭ শতাংশ বেড়েছে। এই বৃদ্ধিতে *বাকি অংশ ৫৪ পৃষ্ঠায়*

আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলা ও মহীশূরের ভূমিকা

মোস্তফা সারওয়ার

আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের কথা উঠলেই আমাদের কল্পনায় ভেসে ওঠে লেক্সিংটন ও কনকর্ডের ধুলোভরা পথ। ফিলাডেলফিয়ার সভাকক্ষের উত্তপ্ত বিতর্ক। আর স্বাধীনতার জন্য এক জাতির জেগে ওঠা। আমরা একে সাধারণত ব্রিটিশ অত্যাচারের বিরুদ্ধে এক স্থানীয় বিদ্রোহ হিসেবেই দেখি। অথচ ইতিহাসের গভীর স্রোতধারা বলছে ভিন্নতর কাহিনী। এই রাষ্ট্রের জন্মরেখা ভারতীয় উপমহাদেশের মাটিতেও টেনে রাখা ছিল। আধুনিক জাতীয় পরিচয় তখনও গড়ে ওঠেনি। দূরত্ব ছিল দুর্লঙ্ঘ্য। তাই আমেরিকার মাটিতে কোনো বাঙালি বা ভারতীয় যোদ্ধার উপস্থিতির প্রত্যক্ষ নথি নেই। কিন্তু অর্থনীতি, সামরিক কৌশল, আর সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতির অদৃশ্য সুতোয় ভারত ও আমেরিকা তখনই বাঁধা পড়ে গিয়েছিল।

বাংলার আগুন: দুর্নীতি, চা, আর বিপ্লবের জন্ম

পলাশীর যুদ্ধের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার সম্পদশালী ভূখণ্ড দখল করে নেয়। কিন্তু দুর্নীতি, লোভ, আর ১৭৭০ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে কোম্পানি প্রায় ধ্বংসের মুখে পড়ে। এই ডুবন্ত জাহাজকে বাঁচাতে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ১৭৭৩ সালের চা আইন পাস করে। যার ফলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আমেরিকায় শুল্কমুক্ত চা বাজারজাত করে মুনাফা লুটতে পারে। এটা ছিল স্থানীয় ব্যবসায়ীদের নিঃস্ব করার নিদারুন কৌশল। বৃটিশ বেনিয়া সাম্রাজ্যবাদিদের এই একচেটিয়া লোভই আমেরিকানদের ক্ষোভে আগুন ধরায়। জন্ম দেয় বোস্টন টি পার্টির। যেন বাংলার শোষণের ধোঁয়া উড়ে গিয়ে আমেরিকার আকাশে বিদ্রোহের মেঘ জমিয়ে তোলে।

যুদ্ধ শেষে এই বৈপরীত্য আরও স্পষ্ট হয়। ইয়র্কটাউনে ওয়াশিংটনের কাছে আত্মসমর্পণ করা জেনারেল কর্নওয়ালিসকে কয়েক বছরের মধ্যেই পাঠানো হয় বাংলায়। যেখানে তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসনের শেকড় আরও গভীরে পুঁতে দেন। পশ্চিমে পরাজিত সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ থেকে তিনি পূর্বে উঠতে থাকা সাম্রাজ্যের দিকে মুখ ফেরান।

দক্ষিণের বজ্রধ্বনি: হায়দর আলি ও টিপু সুলতান

১৭৭৮ সালে ফ্রান্স আমেরিকার মিত্র হয়ে যুদ্ধে নামতেই সংঘাতটি বিশ্বযুদ্ধে রূপ নেয়। ব্রিটিশ শক্তিকে ভাঙতে ফ্রান্স হাত বাড়ায় দক্ষিণ ভারতের মহীশূরের দিকে। হায়দর আলি ও তাঁর অগ্নিমেধা পুত্র টিপু সুলতানের দিকে।

ফরাসিদের সঙ্গে জোট বেঁধে তারা দ্বিতীয় মহীশূর যুদ্ধ শুরু করেন। পলিলুরের যুদ্ধে তাদের লোহার খাপে মোড়া রকেট আকাশে আগুনের রেখা এঁকে ব্রিটিশ বাহিনীকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। এই প্রতিরোধ ব্রিটেনকে বাধ্য করে তার নৌবাহিনীর এক-পঞ্চমাংশ, হাজারো সৈন্য, আর বিপুল অর্থ ভারতমুখী করতে। ফলে আমেরিকার যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাপতি জর্জ ওয়াশিংটনের বিরুদ্ধে তাদের শক্তি ভেঙে পড়ে।

আমেরিকার প্রতিষ্ঠাতাদের অনুপ্রেরণা

জন অ্যাডামস কংগ্রেসে চিঠি লিখে "বিখ্যাত হায়দর আলি"-র প্রশংসা করেন। চিঠিটি কংগ্রেসে পাঠও করা হয়।

প্যারিসে বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিনের কাছে ফরাসি কর্মকর্তারা আমেরিকানদের সঙ্গে হায়দর আলির সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের প্রস্তাব দেন। টিপু সুলতানও বৈশ্বিক বিপ্লবী আদর্শে মুগ্ধ ছিলেন। তিনি জ্যাকোবিন ক্লাবে যোগ দেন। সেরিঙ্গাপাটমে (বর্তমানের শ্রীরঙ্গপত্তন) 'স্বাধীনতার বৃক্ষ' রোপণ করেন।

আমেরিকান স্বাধীনতা যুদ্ধের শেষভাগে, মহীশূরের শাসক হায়দর আলি এবং তাঁর পুত্র টিপু সুলতান ছিলেন ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অন্যতম প্রধান ও শক্তিশালী শত্রু। দূরপ্রাচ্যে ব্রিটিশ বাহিনীকে ব্যস্ত রেখে তাঁরা পরোক্ষভাবে আমেরিকার স্বাধীনতাকামীদের সাহায্য করছিলেন। হায়দর আলির এই ব্রিটিশ-বিরোধী বীরত্বে অনুপ্রাণিত হয়ে আমেরিকার পেনসিলভানিয়ার রাজ্য নৌবাহিনী তাদের একটি যুদ্ধজাহাজের নাম তাঁর সম্মানে "হায়দর আলি" (ঐফবৎ অষষু) রাখে।

জাহাজটি ছিল *বাকি অংশ ৫৮ পৃষ্ঠায়*

আড়াই শতাব্দীর মহাকাব্য, যুক্তরাষ্ট্রের ২৫০তম স্বাধীনতা দিবস যেন শেকড় আর প্রযুক্তির অনন্য এক মেলবন্ধন

অমিত কুমার মন্ডল

৪ জুলাই, ২০২৬। আড়াই শতাব্দী আগে, ১৭৭৬ সালের এই দিনে ফিলাডেলফিয়ার এক রুদ্ধদ্বার কক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের মধ্য দিয়ে রোপন করা হয়েছিল নতুন স্বপ্নের বীজ। সেই বীজই আজ ২৫০ বছরের এক বিশাল মহীরুহ। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে এ অনন্য এক মাইলফলকু সেমিকুইনসেন্টেনিয়াল। দীর্ঘ এই পথচলায় ঘাম, রক্ত আর মুক্তির যে নিরলস সংগ্রাম মিশে আছে; তা স্মরণ করেই গোটা যুক্তরাষ্ট্র মিলেছে ইতিহাস, বিনোদন ও দেশপ্রেমের এক অপূর্ব মোহনায়। কংগ্রেস গঠিত 'আমেরিকা ২৫০' এবং হোয়াইট হাউস পরিচালিত 'ফ্রিডম ২৫০' এর যৌথ আয়োজনে এটি শুধুই একটি উৎসবের উপলক্ষ নয়, বরং জর্জ ওয়াশিংটনের আমল থেকে শুরু করে আজকের আধুনিক যুক্তরাষ্ট্রের এক জীবন্ত মহাকাব্য।

ইতিহাসের শেকড়কে ছুঁয়ে দেখতে স্বাধীনতার সূতিকাগার ফিলাডেলফিয়ায় চলছে ১৬ দিনব্যাপী 'ওয়াওয়া ওয়েলকাম আমেরিকা' উৎসব। আগামী প্রজন্মের কাছে আজকের এই উন্মাদনার গল্প পৌঁছে দিতে সেখানে সযত্নে রেখে দেওয়া হচ্ছে একটি বিশেষ টাইম ক্যাপসুল, যা আলোর মুখ দেখবে আরও ২৫০ বছর পর, ঠিক ২২৭৬ সালে। অন্যদিকে, বোস্টনে 'বোস্টন পপস আতশবাজি প্রদর্শনী' আর ঐতিহাসিক যুদ্ধগুলোর নিখুঁত পুনর্মঞ্চায়ন দর্শণার্থীদের ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সেই অগ্নিঝরা বিপ্লবী যুগে। তবে ইতিহাস কেবল বইয়ের পাতায় বা অভিনয়েই আটকে নেই; অত্যাধুনিক এআই প্রযুক্তির সাহায্যে জর্জ ওয়াশিংটনের জীবন্ত প্রতিকৃতি নিয়ে পুরো দেশ চষে বেড়াচ্ছে ৬টি ভ্রাম্যমাণ জাদুঘর বা 'ফ্রিডম ট্রাক'। অতীতের সঙ্গে ভবিষ্যতের এমন মেলবন্ধন সত্যিই অভাবনীয়।

এবারের উদ্যাপনে আকাশ, পানি আর মাটি; সবখানেই উৎসবের জাঁকজমক। নিউ ইয়র্ক হারবারে 'সেইল ফোর্থ ২৫০' কর্মসূচির অধীনে যুক্তরাষ্ট্রের ৩২টি বন্ধুপ্রতিম দেশের আধুনিক রণতরী ও ঐতিহাসিক পাল তোলা জাহাজের বিশাল বহর মার্কিন সামুদ্রিক ঐতিহ্যের জয়গান গাইছে। আর নিউ ইয়র্কের আকাশ আজ রাতের আঁধার ভুলতে বসবে! মেসি'স আতশবাজির ৫০তম বার্ষিকী আর দেশের ২৫০তম জন্মদিন মিলেমিশে একাকার। হাডসন ও ইস্ট রিভারের আকাশ আলোকিত করবে ৮৫ হাজারেরও *বাকি অংশ ৫৭ পৃষ্ঠায়*

"আপনি ফ্রান্সে গিয়ে বসবাস করতে পারেন, কিন্তু কখনোই ফরাসি হতে পারবেন না... অথচ পৃথিবীর যেকোনো প্রান্ত থেকে যে কেউ আমেরিকায় এসে বসবাস করতে পারে এবং আমেরিকান হয়ে উঠতে পারে... আমার বিশ্বাস, আমেরিকার মহান হওয়ার অন্যতম প্রধান উৎস হলো এটিই।" - **সাবেক প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যান**

অভিবাসীরাই গড়েছেন নিউইয়র্ক

যুক্তরাষ্ট্রের ২৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে ব্যতিক্রমী বার্তা মেয়র জোহরান মামদানির

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার ২৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে দেওয়া ভাষণে অভিবাসীদের অবদানের প্রশংসা করেছেন নিউইয়র্ক সিটির মেয়র জোহরান মামদানি। একই সঙ্গে তিনি এমন এক যুক্তরাষ্ট্রের কথা তুলে ধরেন, যেখানে বিভিন্ন দেশ থেকে আসা মানুষই দেশটির শক্তি ও পরিচয়ের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, তার এই বক্তব্য প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কঠোর অভিবাসন নীতির বিপরীতে একটি স্পষ্ট আদর্শিক বার্তা বহন করেছে।

শুক্রবার নিউইয়র্ক সিটি হলে ঐতিহাসিক এক ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়ে ভাষণ দেন মামদানি। এই ডেস্কটি একসময় যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটন ব্যবহার করেছিলেন। ভাষণের সময় তার পাশে ছিলেন সদ্য মার্কিন নাগরিকত্ব পাওয়া কয়েকজন অভিবাসী। মামদানি বলেন, নিউইয়র্কের ইতিহাস মূলত অভিবাসীদের ইতিহাস। তিনি স্মরণ করেন *বাকি অংশ ৫৭ পৃষ্ঠায়*

আমেরিকার ২৫০তম স্বাধীনতা দিবস

উদযাপনের মঞ্চে শুধুই 'ট্রাম্প শো'

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার ২৫০তম বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত কনসার্ট সিরিজ থেকে একের পর এক সঙ্গীতশিল্পী ও ব্যান্ড দল নাম প্রত্যাহার করে নিচ্ছেন। অনেকে আবার দাবি করেছেন, তারা এই অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার বিষয়ে কখনোই সম্মতি দেননি।

তবে এতে মোটেও দমে যাননি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, এদের কাউকেই তার প্রয়োজন নেই। নিজের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম

ট্রুথ সোশ্যালে ট্রাম্প লিখেছেন, "আমি এমন তথাকথিত 'শিল্পী'দের চাই না যারা অনেক বেশি টাকা নেয়, আবার খুশিও থাকে না। আমি কেবল সুখী, বুদ্ধিমান, সফল এবং কীভাবে জিততে হয় তা জানা মানুষের পরিবেষ্টিত হয়ে থাকতে চাই।" সংগীতশিল্পীদের এই বয়কটের মুখে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তার প্রতিনিধিদের নির্দেশ *বাকি অংশ ৫৮ পৃষ্ঠায়*

শুভ জন্মদিন
আমেরিকা
250 Years
4th of July
Happy Independence Day
Dulal Behedo
President
Dhaka Zilla Association, NewYork
সিনিয়র সহ সভাপতি পদপ্রার্থী
(কুনু- ফিরোজ পরিষদ)
বাংলাদেশ সোসাইটি নিউ ইয়র্ক
নির্বাচন ২০২৬

BLING Leather Products Ltd.

Ghonirampur, Taragonj, Rangpur

উত্তরবঙ্গে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ জুতা
প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান

Hasanuzzaman Hassan
Chairman & MD
BLING Leather Products Ltd

www.blingshoesltd.com

info@blingshoesltd.com

Factory:
Ghonirampur, Taragonj, Rangpur,
Bangladesh

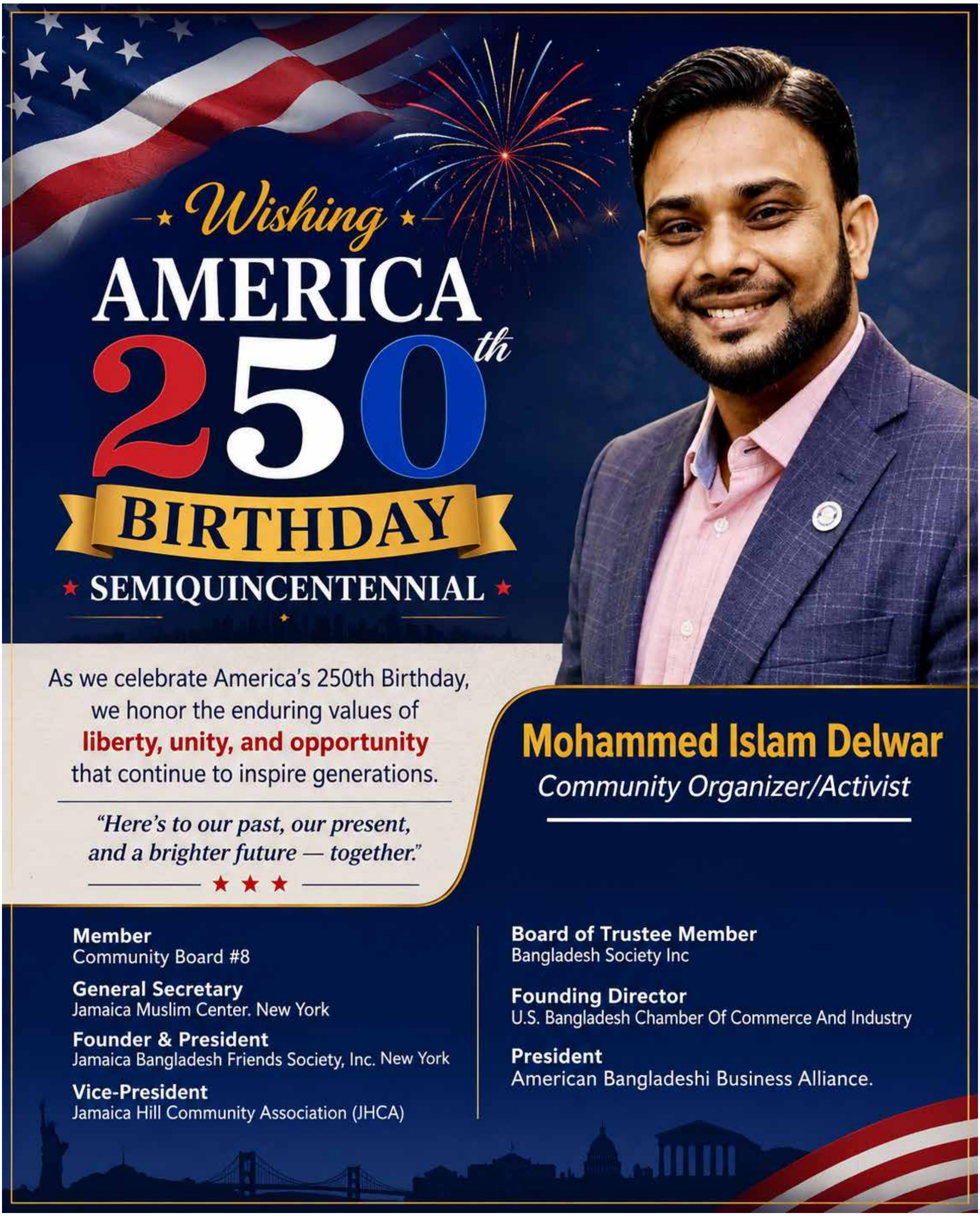
Wishing
AMERICA
250th
BIRTHDAY
SEMIQUINCENTENNIAL
As we celebrate America's 250th Birthday,
we honor the enduring values of
liberty, unity, and opportunity
that continue to inspire generations.
"Here's to our past, our present,
and a brighter future — together."
Mohammed Islam Delwar
Community Organizer/Activist
Member
Community Board #8
General Secretary
Jamaica Muslim Center. New York
Founder & President
Jamaica Bangladesh Friends Society, Inc. New York
Vice-President
Jamaica Hill Community Association (JHCA)
Board of Trustee Member
Bangladesh Society Inc
Founding Director
U.S. Bangladesh Chamber Of Commerce And Industry
President
American Bangladeshi Business Alliance.

250
Happy Birthday
AMERICA
1776 - 2026

GULSHAN PHARMACY
গুলশান ফার্মেসি
FREE DELIVERY
Hablamos Español • हम हिंदी बोलते हैं
Free Consultation | Free Delivery.
Free Blood Sugar and Pressure Check-up.
We fulfill prescriptions in a very short time.
Special discount for senior citizens.
We sell Halal vitamins.
We Accept Most Major Insurance Plans
MetroPlus healthfirst
WellCare
OTC network accepted
Sharmin Haq
Pharma. D.
Registered Pharmacist
ক্যালভিন মন্ডল
আমরা বাংলায় কথা বলি
73-21 Broadway, Jackson Height, NY11372
Tel: 718-672-5500, 347-448-6897, Fax: 718-672-5600
NEW WORKING HOURS
MOONDAY TO FRIDAY : 11:00AM - 7:00PM | SATURDAY : 11:00AM - 5:00PM
OTC network accepted
EmblemHealth
aetna
VISA
Cepacol
HALLS
Ricola
TYLENOL
Allegra

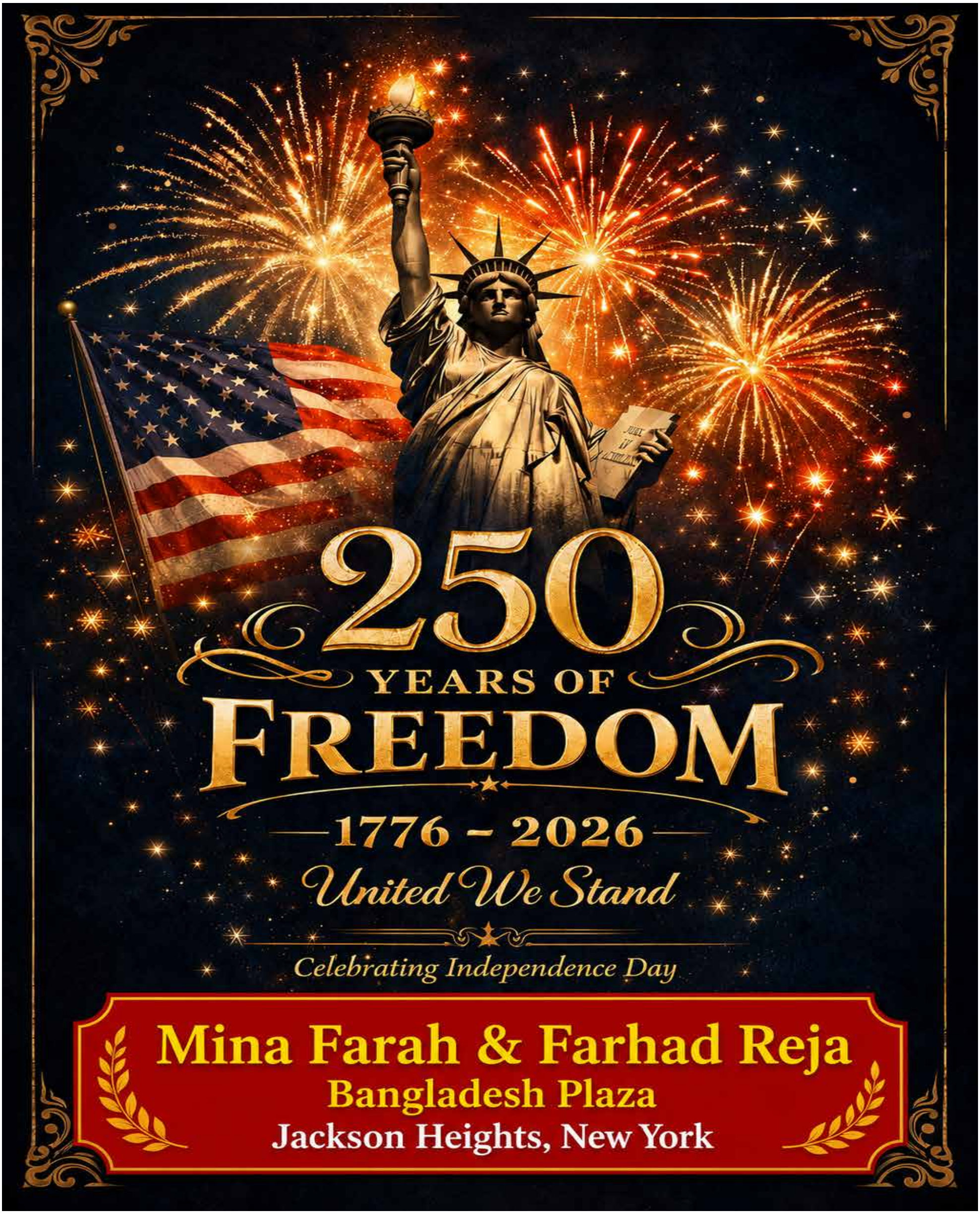
250
YEARS OF
FREEDOM
1776 – 2026
United We Stand
Celebrating Independence Day
Mina Farah & Farhad Reja
Bangladesh Plaza
Jackson Heights, New York

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
JALALABAD ASSOCIATION OF AMERICA, INC.
জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক
JALALABAD ASSOCIATION OF AMERICA, INC.
36-07 31st St, Astoria, NY 11106
4TH JULY
AMERICA
CELEBRATING
250
YEARS
OF INDEPENDENCE
1776 - 2026
মইনুল ইসলাম
সভাপতি
আতাউল গণি আসাদ
সাধারণ সম্পাদক
AMERICAN-BANGLADESHI
UNITY & PROGRESS
কার্যকরী কমিটি ২০২৪-২০২৭
শাহ মিজানুর রহমান
সহ-সভাপতি
(সিলেট)
মোঃ মনির উদ্দিন
সহ-সভাপতি
(সুনামগঞ্জ)
মিজানুর রহমান চৌধুরী
সহ-সভাপতি
(হবিগঞ্জ)
মোঃ এ খায়ের
সহ-সভাপতি
(মৌলভীবাজার)
হেলিম উদ্দিন
সহ-সাধারণ সম্পাদক
ময়নু জামান চৌধুরী
কোষাধ্যক্ষ
আব্দুর চৌধুরী (উজ্জল)
সাংগঠনিক সম্পাদক
মোঃ শাহিদুল ইসলাম
সাংস্কৃতিক সম্পাদক
মোঃ খলিলুর রহমান
প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক
নায়েম আহমেদ
দপ্তর সম্পাদক
কামরুল হোসেন
সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক
আব্দুর রহিম (কাদের)
ক্রীড়া সম্পাদক
আখন্দ সিরাজ উদ্দিন আহমেদ
আইন ও আন্তর্জাতিক সম্পাদক
তাসনিয়া চৌধুরী
মহিলা বিষয়ক সম্পাদক
জয়নাল উদ্দিন লায়ের
সমাজ কল্যাণ সম্পাদক
মোঃ বেলাল চৌধুরী
কার্যকরী সদস্য (সিলেট)
বদরুল উদ্দিন
কার্যকরী সদস্য (সিলেট)
মোঃ শাহীন কামালী
কার্যকরী সদস্য (সুনামগঞ্জ)
সৈয়দ এন মিয়া
কার্যকরী সদস্য (সুনামগঞ্জ)
জামাল হোসেন
কার্যকরী সদস্য (হবিগঞ্জ)
দেওয়ান মোতাজ্জির
কার্যকরী সদস্য (হবিগঞ্জ)
মোঃ মাসুক মিয়া
কার্যকরী সদস্য (মৌলভীবাজার)
মোঃ নাসির উদ্দিন
কার্যকরী সদস্য (মৌলভীবাজার)
প্রচারেঃ সর্বস্তরের জালালাবাদ বাসী

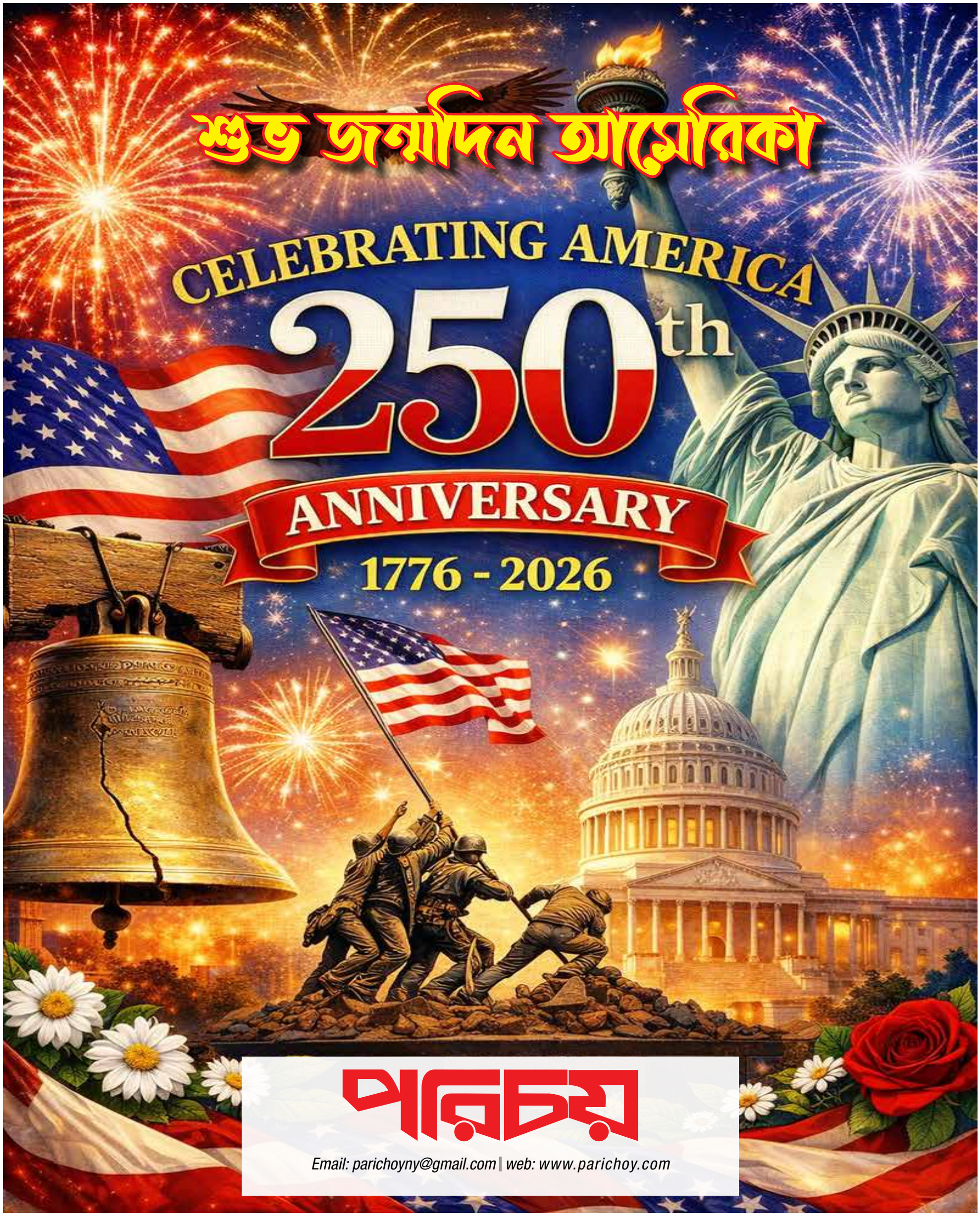
শুভ জন্মদিন আমেরিকা
CELEBRATING AMERICA
250th
ANNIVERSARY
1776 - 2026
পরিচয়
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

বাংলাদেশের ২৩ বিলিয়ন ডলারের টেক্সটাইলখাত কি ধসের মুখে?

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের রপ্তানি অর্থনীতির অন্যতম প্রধান স্তম্ভ- ২৩ বিলিয়ন ডলারের বস্ত্র বা টেক্সটাইল শিল্প এখন ধসের দ্বারপ্রান্তে। একের পর এক ধাক্কায় জর্জরিত এই খাতটি শেষপর্যন্ত ভারত ও চীনের মতো দেশগুলোর প্রতিযোগীদের হাতে চলে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন মিল মালিকরা। কয়েক বছর ধরে চলমান জ্বালানি সংকট, গ্যাসের আকাশচুম্বী দাম, উচ্চ সুদের হার, সুতা আমদানিতে অতিরিক্ত অপচয় হারের (ওয়েস্টেজ রেট) সুবিধা এবং নগদ প্রণোদনা মারাত্মকভাবে কমানোর ফলে-অনেক টেক্সটাইল মিল ইতোমধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে অথবা উৎপাদন সক্ষমতার চেয়ে অনেক নিচে চলছে। শিল্পখাতটির ব্যবসায়ী নেতারা বলছেন, চলতি মাসের প্রস্তাবিত জাতীয় বাজেটে ব্যাংক গ্যারান্টির বিপরীতে কাঁচামাল আমদানিতে স্থানীয় মূল্য সংযোজনের (ভ্যালু অ্যাডিশন) বাধ্যবাধকতা তুলে দিয়ে এই খাতকে আরেকটি বড় ধাক্কা দেওয়া হয়েছে। অনেক টেক্সটাইল মিল এখন বন্ধ হয়ে যাবে, ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস

অ্যাসোসিয়েশনের (বিটিএমএ) পরিচালক মোহাম্মদ খোরশেদ আলম। চলতি মাসে সরকারের একটি আদেশের কথা উল্লেখ করে তিনি এই মন্তব্য করেন, যেখানে আমদানিকৃত সুতা দিয়ে তৈরি পণ্যের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৩০ শতাংশ স্থানীয় মূল্য সংযোজনের নিয়মটি বাতিল করা হয়েছে। ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে চালু হওয়া এই নিয়মটি তৈরি পোশাক, চামড়া, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, ইস্পাত, প্লাস্টিক এবং হালকা প্রকৌশল খাতের রপ্তানিকারকদের জন্য প্রযোজ্য ছিল। এই নিয়মটি তুলে নেওয়াকে বিপুল জ্বালানি-নির্ভর এই খাতের জন্য সর্বশেষ বড় ধাক্কা হিসেবে দেখা হচ্ছে, যে খাতটি লাখ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে এবং বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম পোশাক রপ্তানিকারক হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থানকে ধরে রেখেছে।

বিটিএমএ-র সভাপতি শওকত আজিজ রাসেল বলেন, স্থানীয় মূল্য সংযোজনের নিয়মটি বাতিল করার ফলে বন্ডেড ওয়্যারহাউস সুবিধার অপব্যবহার আরও বেড়ে যেতে পারে, যা দেশীয় *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

ভারতের জন্য তালিকাচ্যুত মোংলা অর্থনৈতিক অঞ্চল এবার গড়ে তুলবে চীনা প্রতিষ্ঠান

পরিচয় ডেস্ক: ভারতের জন্য ইতঃপূর্বে নির্ধারিত মোংলার একটি অর্থনৈতিক অঞ্চলের জমি এবার চীনা রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের কাছে হস্তান্তর করেছে বাংলাদেশ। সেখানে একটি নতুন অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তুলতে চীনা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি সই হয়েছে। এর মাধ্যমে দেশের বিনিয়োগ কৌশলে একটি বড় ধরনের পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে, কারণ বাংলাদেশ এখন চীনের বড় ধরনের বিনিয়োগ আকর্ষণের দিকে মনোযোগ দিচ্ছে। গতকাল বৃহস্পতিবার (২৫ জুন) বেইজিংয়ে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) এবং চীনের রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান চায়না সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কনস্ট্রাকশন কর্পোরেশন (সিসিইসিসি)-এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) সই হয়েছে। যার আওতায়, বাগেরহাটের মোংলা বন্দরের সংলগ্ন ১১০ একর জমির ওপর চীন-বাংলাদেশ মোংলা বন্দর অর্থনৈতিক অঞ্চল্ল গড়ে তোলা হবে।

রাষ্ট্রীয় সফরে বর্তমানে চীনে অবস্থানরত প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এই সমঝোতা স্মারক সই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

অপ্রচলিত বাজারে কোথাও প্রবৃদ্ধি, কোথাও ধাক্কা বাংলাদেশের রপ্তানিতে

পরিচয় ডেস্ক: প্রচলিত পশ্চিমা বাজারের বাইরে রপ্তানি বহুমুখীকরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রচেষ্টা মিশ্র ফল দিচ্ছে। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, চীন ও মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি গন্তব্যে শক্তিশালী প্রবৃদ্ধি দেখা গেলেও ভারত, অস্ট্রেলিয়া, তুরস্ক ও রাশিয়ার মতো প্রধান অপ্রচলিত বাজারগুলোতে রপ্তানি কমেছে। *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণ ৭৮,২২৩ মিলিয়ন ডলার, বাড়ছে পরিশোধের চাপ: আমির খসরু

পরিচয় ডেস্ক: অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী জাতীয় সংসদে জানিয়েছেন, গত মার্চ মাসে বাংলাদেশের মোট বিদেশি ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৭৮২২৩.৪৪৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে। বিপুল এই ঋণের কারণে, আগামী বছরগুলোতে ঋণের আসল ও সুদ পরিশোধের দায় বাড়বে।

আজ বুধবার (২৪ জুন) জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্বে এই তথ্য জানিয়েছেন মন্ত্রী। স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই অধিবেশনে, জামালপুর-৩ আসনের সংসদ সদস্য মোস্তাফিজুর রহমান বাবুলের লিখিত প্রশ্নের জবাবে অর্থমন্ত্রী আরও জানান, মোট ঋণের মধ্যে ৬১.৯৭ শতাংশ কনসেশনাল বা সহজ শর্তের ঋণ, আর ৩৮.০৩ শতাংশ নন-কনসেশনাল বা *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৩০.৩২ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স বাংলাদেশে এসেছে: প্রবাসী কল্যাণমন্ত্রী

পরিচয় ডেস্ক: প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী জানিয়েছেন, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৩০.৩২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স দেশে এসেছে।

মঙ্গলবার (২৩ জুন) জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্বে, *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

ব্যাংক খাত শক্তিশালী করতে বাংলাদেশকে ৪৫০ মিলিয়ন ডলার দিচ্ছে বিশ্বব্যাংক

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের ব্যাংক খাতের ভিত শক্তিশালী করতে ৪৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থায়ন অনুমোদন করেছে বিশ্বব্যাংক। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি পুনরুদ্ধার এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির অন্যতম পূর্বশর্ত হিসেবে এই ঋণ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

গত ২৩ জুন ওয়াশিংটনে বিশ্বব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক পর্ষদ এই অর্থায়ন অনুমোদন করে। ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর সাপোর্ট প্রজেক্ট-২ *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*

‘যেকোনো মূল্যে’ তিস্তা ব্যারেজ মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে: বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী

পরিচয় ডেস্ক: দেশের উত্তরাঞ্চলের দীর্ঘদিনের পানির সংকট নিরসনে জাতীয় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যেকোনো মূল্যে তিস্তা ব্যারেজ মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ঘোষণা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।

সোমবার (২৯ জুন) জাতীয় সংসদে ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটের ওপর সাধারণ আলোচনায় অংশ নিয়ে তিনি এ ঘোষণা দেন। সংসদে প্রধানমন্ত্রী দেশের অর্থনীতি, কৃষি, শিক্ষা, জ্বালানি ও সৃজনশীল অর্থনীতি (ক্রিয়েটিভ ইকোনমি) খাতের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের সংসদ সদস্যসহ উত্তরাঞ্চলের মানুষের তিস্তা ও পানির সংকটের বিষয়টি সরকার অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করছে এবং এর স্থায়ী সমাধানে বদ্ধপরিকর।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, উত্তরাঞ্চলের জনগণের পানির অধিকার নিশ্চিত করতে সরকার পদ্মা ও তিস্তা-দুই নদীকেই বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। বর্ষার অতিরিক্ত পানি সংরক্ষণ করে শুষ্ক মৌসুমে কৃষকদের সেচ সুবিধা নিশ্চিত করতে সরকার পদ্মা ব্যারেজ নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে।

তিনি বলেন, জাতীয় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এই সরকার যেকোনো মূল্যে তিস্তা ব্যারেজ মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবে।

এছাড়া কৃষি ও সেচব্যবস্থার উন্নয়নে আগামী পাঁচ বছরে দেশজুড়ে ২০ হাজার কিলোমিটার খাল খনন ও পুনঃখননের পরিকল্পনার কথাও জানান প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, দেশের অনেক এলাকায় বর্ষাকালে জলাবদ্ধতা থাকলেও শুষ্ক মৌসুমে কৃষকরা সেচের পানি পান না। এ সমস্যা সমাধানে ইতোমধ্যে গত তিন মাসে প্রায় ৯০০ কিলোমিটার খাল খনন করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আরও জানান, সরকার গঠনের প্রথম সপ্তাহেই ১৩ লাখ কৃষকের ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষিঋণ সুদসহ মওকুফ করা হয়েছে। তিনি বলেন, কৃষকদের সরাসরি আর্থিক সহায়তা দিতে কৃষক কার্ড চালুর কাজ চলছে। এ কার্ডের মাধ্যমে প্রতি বছর কৃষকদের কাছে সরাসরি আড়াই হাজার টাকা পৌঁছে দেওয়া হবে। পাশাপাশি আরও ১০ ধরনের বিশেষ সুবিধা দেওয়া হবে। আগামী ২০২৬-২৭ অর্থবছরে প্রায় ৪৩ লাখ কৃষকের *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

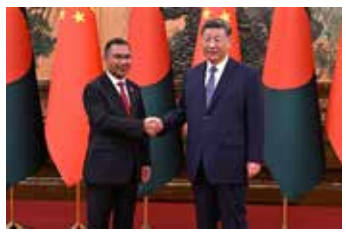

বাংলাদেশ, মিয়ানমার ও চীনের মধ্যে অর্থনৈতিক করিডোরের প্রস্তাব দিল বেইজিং

পরিচয় ডেস্ক: চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের বৈঠকে বাংলাদেশ থেকে মিয়ানমার হয়ে চীন পর্যন্ত একটি অর্থনৈতিক *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

২০২৩ সালের চেয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে বেশি পরিবার ঘুষ-দুর্নীতির শিকার: টিআইবি

পরিচয় ডেস্ক: ২০২৩ সালের আওয়ামী লীগ সরকারের আমলের তুলনায় অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে নাগরিক সেবা নিতে গিয়ে বেশি সংখ্যক বাংলাদেশি পরিবার দুর্নীতি ও ঘুষের মুখোমুখি হয়েছে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)-এর এক জরিপে এ তথ্য উঠে এসেছে। জরিপে দেখা গেছে, ২০২৫ সালে সেবা নিতে গিয়ে ৮১.৬ শতাংশ পরিবার দুর্নীতির শিকার হয়েছে, যা ২০২৩ সালে ছিল ৭০.৯ শতাংশ। এছাড়া, ঘুষ দিতে বাধ্য হওয়া পরিবারের হার ৫০.৮ শতাংশ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৩.৬ শতাংশে। ২০২৩ সালের মতোই ২০২৫ সালেও পাসপোর্ট এবং বিআরটিএ-সংক্রান্ত সেবাগুলো সবচেয়ে দুর্নীতিপ্রবণ খাত হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

তবে পরিবারপ্রতি পরিশোধিত ঘুষের গড় পরিমাণ ৯.৮ শতাংশ কমেছে। ২০২৩ সালে যেখানে পরিবারপ্রতি গড় ঘুষের পরিমাণ ছিল ৫,৬৮০ টাকা, তা ২০২৫ সালে কমে দাঁড়িয়েছে ৫,১২৪ টাকায়। সবচেয়ে বেশি গড় ঘুষ দেওয়া হয়েছে বিচারিক সেবা, ব্যাংকিং এবং ভূমি-সংক্রান্ত সেবার ক্ষেত্রে।

টিআইবির প্রাক্কলন অনুযায়ী, ২০২৪ সালের নভেম্বর থেকে ২০২৫ সালের অক্টোবর পর্যন্ত এক বছরে বিভিন্ন সেবা খাতে মোট ঘুষ লেনদেন হয়েছে ১২,৬৩৩ কোটি টাকা। এটি ২০২৩ সালের চেয়ে ১৫.৯ শতাংশ বেশি এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত জাতীয় বাজেটের ১.৫৮ শতাংশের সমতুল্য।

গতকাল ধানমন্ডি কার্যালয়ে ওসেবা খাতে দুর্নীতি: জাতীয় খানা জরিপ ২০২৫ শীর্ষক প্রতিবেদনের তথ্য উপস্থাপনকালে টিআইবি জানায়, আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর বৈষম্যহীন ও দুর্নীতিমুক্ত নতুন বাংলাদেশ নিয়ে মানুষের যে আকাঙ্ক্ষা *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশি পর্যটকদের অপেক্ষায় কলকাতার ব্যবসায়ীরা

পরিচয় ডেস্ক: কলকাতার নিউ মার্কেট, সদর স্ট্রিট, মির্জা গালিব স্ট্রিট ও মার্কুইস স্ট্রিটের ব্যস্ত বাণিজ্যকেন্দ্রগুলো বাংলাদেশি পর্যটকদের উপস্থিতিতে যে প্রাণচাঞ্চল্যে মুখর থাকত, তা প্রায় দুই বছর ধরে অনেকটাই কমে গিয়েছিল। চিকিৎসা, কেনাকাটা, শিক্ষা কিংবা ঘুরতে আসা *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

পাকিস্তানপন্থীদের মন্ত্রী-এমপি করেছে বিএনপি, ক্ষমা চাইব কেন: গোলাম পরওয়ার

পরিচয় ডেস্ক: একাত্তরে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার জন্য জামায়াতে ইসলামীর জাতির কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত-বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের এমন বক্তব্যের জবাবে পাল্টা প্রশ্ন তুলেছেন দলটির সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার।

তিনি বলেছেন, স্বাধীনতার পর বিএনপি ক্ষমতায় এসে পাকিস্তানের অখণ্ডতার পক্ষে অবস্থান নেওয়া অন্তত ১৪ থেকে ১৫ জন ব্যক্তিকে মন্ত্রী, এমপি, রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী করেছিল। তাই এ বিষয়ে জবাব বিএনপিকেই দিতে হবে।

গতকাল *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে দুর্নীতির অভিযোগ তদন্তে দুদকের অনুসন্ধান চান সালাহউদ্দিন

পরিচয় ডেস্ক: অন্তর্বর্তী সরকারের ১৮ মাসের শাসনামলে দুর্নীতির যেসব অভিযোগ উঠেছে, সেগুলোর সবকটির তদন্তে দুর্নীতি দমন কমিশনকে (দুদক) দায়িত্ব দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমেদ।

রোববার রাতে জাতীয় সংসদে ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

১৯৭১ সালের ভূমিকার জন্য ক্ষমা চাননি, এখনো সময় আছে ভাবার জামায়াতের উদ্দেশে মির্জা ফখরুল

পরিচয় ডেস্ক: ১৯৭১ সালে স্বাধীনতাবিরোধী ভূমিকার জন্য জামায়াতে ইসলামী ক্ষমা চায়নি এবং এখনো বিষয়টি নিয়ে নতুন করে ভাবার সময় আছে বলে মন্তব্য করেছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

রোববার জাতীয় সংসদে ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটের ওপর আলোচনায় অংশ নিয়ে তিনি এমন মন্তব্য করেন। বিরোধী দলের উদ্দেশে বিএনপি মহাসচিব বলেন, যারা ওই পাড়ে আছেন আমাদের বন্ধুরা তারা অনেকভাবে আমাদের ক্ষুব্ধ করার চেষ্টা করেছেন। *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

ফুটবল এক নিষ্ঠুর খেলা: পাঁচ মিনিটেই গুঁড়িয়ে গেল সেনেগালের স্বপ্ন

ফুটবলকে বলা হয় 'দ্য বিউটিফুল গেম'। কিন্তু এই খেলার মতো নির্মমতাও খুব কম খেলায় দেখা যায়। যে ফুটবল একদিকে স্বপ্ন দেখায়, লড়াইয়ের পুরস্কার দেয়, ঠিক সেই ফুটবলই কখনো কখনো সামান্য একটি ভুল কিংবা কয়েক মিনিটের দুর্বলতার জন্য সবকিছু কেড়ে নেয়। বুধবার রাতে সিয়াটলে সেই নির্মম বাস্তবতারই সবচেয়ে কষ্টের অভিজ্ঞতা হলো সেনেগালের।

ম্যাচের ৮৫ মিনিট পর্যন্ত মনে হচ্ছিল, ২০২৬ বিশ্বকাপের শেষ ষোলো নিশ্চিত করে ফেলেছে 'লায়ন্স অব তেরাঙ্গা'। গোছানো ফুটবল, দুর্দান্ত গতি আর অবিরাম চাপে পুরো ম্যাচজুড়েই বেলজিয়ামের ওপর আধিপত্য ছিল আফ্রিকার দলটির। হাবিব দিয়ারা ও ইসমাইলা সারের গোলে তারা এগিয়েও ছিল ২-০ ব্যবধানে। বেলজিয়ামকে তখন প্রায় বিদায়ের মুখেই মনে হচ্ছিল। কিন্তু ফুটবল যে শেষ বাঁশি বাজার আগ পর্যন্ত শেষ হয় না, সেটাই আবারও প্রমাণ হলো।

ম্যাচের ৮৫তম মিনিটে রোমেলু লুকাকুর গোল বেলজিয়ামকে নতুন করে আশা দেখায়। এরপর মাত্র তিন মিনিটের ব্যবধানে অধিনায়ক ইউরি টিলেমান্স সমতায় ফেরান দলকে। মুহূর্তেই বদলে যায় ম্যাচের গতি। এতক্ষণ আত্মবিশ্বাসী ও সংযত থাকা সেনেগাল হঠাৎ করেই ছন্দ হারিয়ে ফেলে, আর বেলজিয়াম ফিরে পায় বিশ্বাস।

অতিরিক্ত সময়ে অপেক্ষা করছিল আরও বড় নাটক।

দীর্ঘ ভিএআর পর্যালোচনার পর লামিন কামারা টিলেমান্সকে ফাউল করেছেন বলে পেনাল্টির সিদ্ধান্ত দেন রেফারি। সিদ্ধান্তটি ঘিরে শুরু হয় তীব্র বিতর্ক। সেনেগালের খেলোয়াড়রা ঘিরে ধরেন রেফারিকে, জোরালো প্রতিবাদও জানান। কিন্তু সিদ্ধান্ত বদলায়নি। স্পটকিক থেকে নিজের দ্বিতীয় গোল করে বেলজিয়ামকে নাটকীয় ৩-২ ব্যবধানের জয় *বাকি অংশ ৫৬ পৃষ্ঠায়*

আলজেরিয়াকে বিদায় করে শেষ ষোলোতে সুইজারল্যান্ড

পরিচয় ডেস্ক: ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে থাকে দু'দল। দ্বিতীয় মিনিটেই বাঁ দিক দিয়ে দুরন্ত গতিতে উঠে আলজেরিয়ার রক্ষণে চাপ তৈরি করেন জোহান মানজাম্বি। যদিও সেই আক্রমণ থেকে বড় সুযোগ তৈরি হয়নি। ছয় মিনিটে পাল্টা আক্রমণে আলজেরিয়াও গোলের কাছাকাছি পৌঁছে যায়। মাজা ডান দিকে রাফিক বেলঘালিকে বল বাড়িয়ে দেন। তার নিচু ক্রস বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ছেড়ে দেন রিয়াদ মাহরেজ।

ফ্রান্সকে থামাতে পারে কেবল আর্জেন্টিনা, বললেন নেভিল

পরিচয় ডেস্ক: ২০২৬ বিশ্বকাপের মঞ্চে ফ্রান্স যে অপ্রতিরোধ্য গতিতে ছুটছে, তাতে তাদের জয়রথ থামানোর সামর্থ্য খুব বেশি দলের নেই। পরিস্থিতি এখন যে পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে, তাতে ইংল্যান্ডের সাবেক ডিফেন্ডার গ্যারি নেভিল বিশ্বাস করেন, এবারের টুর্নামেন্টে ফরাসিদের থামানোর ক্ষমতা রয়েছে কেবল একটি দলেরই- বর্তমান চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা।

বিশ্বকাপের শুরু থেকেই দিদিয়ের দেশমের শিষ্যরা মাঠে দুর্দান্ত দাপট দেখিয়ে চলেছে এবং প্রতিটি ম্যাচেই তারা দারুণ ফুটবল উপহার দিচ্ছে। গত মঙ্গলবার রাতেও এর কোনো ব্যতিক্রম হয়নি। শেষ বত্রিশের নকআউট লড়াইয়ে তারা সুইডেনকে ৩-০ গোলে উড়িয়ে দিয়ে নিজেদের বিধ্বংসী ফর্মের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন রেখেছে।

নিউ জার্সিতে অনুষ্ঠিত ওই ম্যাচে ফরাসি আক্রমণের মূল কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন কিলিয়ান এমবাপে। এই তারকা ফরোয়ার্ড নিজের নামের পাশে আরও দুটি গোল যোগ *বাকি অংশ ৫৭ পৃষ্ঠায়*

বিশ্বকাপ ব্যর্থতার পর জার্মানির কোচের পদ ছাড়লেন নাগেলসমান

পরিচয় ডেস্ক: ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপে হতাশাজনক পারফরম্যান্সের পর জার্মানি জাতীয় ফুটবল দলের প্রধান কোচের দায়িত্ব ছেড়েছেন জুলিয়ান নাগেলসমান। বিশ্বকাপ অভিযান শেষ হওয়ার পরই তিনি সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ইতালির জনপ্রিয় ফুটবল সাংবাদিক ফ্যাব্রিজিও রোমানো।

বিশ্বকাপে শিরোপার স্বপ্ন নিয়ে মাঠে নেমেছিল জার্মানি। তবে প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। নকআউট পর্বে হতাশাজনক পারফরম্যান্সের মধ্য দিয়ে তাদের বিশ্বকাপ মিশন শেষ হয়। এরপর থেকেই নাগেলসমানের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত দলের ব্যর্থতার দায় নিজের কাঁধে নিয়েই দায়িত্ব ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেন ৩৯ বছর বয়সী এই কোচ।

এর আগে সেদিন ম্যাচ শেষে নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলতে গিয়ে নাগেলসমান স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি দায়িত্ব ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার মানুষ নন। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত যে এখন কর্তৃপক্ষের হাতে, তাও স্বীকার করেছেন তিনি। নাগেলসমান বলেন, *বাকি অংশ ৫৮ পৃষ্ঠায়*

জাপান বধের পর ব্রাজিল শিবিরে বড় দুঃসংবাদ

পরিচয় ডেস্ক: হিউস্টনের এনআরজি স্টেডিয়ামে জাপানকে ২-১ গোলে হারিয়ে বিশ্বকাপের শেষ ষোলোর টিকিট নিশ্চিত করার আনন্দটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না ব্রাজিল শিবিরে। নাটকীয় জয়ের রেশ কাটতে না কাটতেই সেলেসাওদের জন্য এল বড় দুঃসংবাদ। নকআউটের গুরুত্বপূর্ণ এই ম্যাচে চোট নিয়ে মাঠ ছাড়তে হয়েছে দলের দুই গুরুত্বপূর্ণ মিডফিল্ডার-লুকাস পাকুয়েতা এবং কাসেমিরোকে।

ম্যাচের প্রথমার্ধের বিরতির আগেই অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার লুকাস পাকুয়েতাকে অস্বস্তিবোধ করতে দেখা যায়। দ্বিতীয়ার্ধে মাঠে ফেরার সময় তাকে কিছুটা খোঁড়াতে দেখা গিয়েছিল। পরিস্থিতি বিবেচনায় ঝুঁকি না নিয়ে কোচ কার্লো আনচেলত্তি দ্রুতই তাকে মাঠ থেকে তুলে নেন এবং তার পরিবর্তে এড্রিককে মাঠে নামান। ম্যাচ শেষে ডাগআউটে বসে তার পায়ে আইসব্যাগ (বরফ) লাগাতে দেখা যায় এবং তাকে বেশ চিন্তিত দেখাচ্ছিল। এমনকি ম্যাচে *বাকি অংশ ৬৪ পৃষ্ঠায়*

তিন বিশ্বকাপ পর নকআউট ম্যাচ জিতে শেষ ষোলোতে স্পেন

পরিচয় ডেস্ক: ২০১০ সালে প্রথমবারের মতো বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর গত তিন বিশ্বকাপে আগেভাগেই বিদায় নিতে হয়েছিল স্পেনকে। এমনকি তিন আসরের কোনোটিতেই একটিও নকআউট ম্যাচ জিততে পারেনি দলটি। অবশেষে সেই ধারা ভেঙেছে ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়নদের। অস্ট্রিয়াকে ৩-০ গোলে হারিয়ে ১৬ বছর পর নকআউট পর্বে কোনো ম্যাচ জিতলো স্প্যানিশরা।

স্পেনের জয়ের নায়ক আবারও মিকেল ওয়ারজাবাল। সৌদি আরবের বিপক্ষে জোড়া গোল পাওয়া এই ফরোয়ার্ড আজও পেয়েছেন জোড়া গোল। এই নিয়ে চলতি আসরে চার গোল হলো এই রিয়াল সোসিয়েদাদ ফরোয়ার্ডের।

ম্যাচের শুরুটা স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে বল পায়ে রেখে শুরু করেছিল স্পেন। প্রথমার্ধের হাইড্রেশন বিরতির পর মূলত আক্রমণে ওঠা শুরু করে দলটি। ২৯ মিনিটে কর্নার থেকে আসা বল ঠিকভাবে ক্লিয়ার করতে না পারায় জালে জড়িয়েছিলেন মার্ক কুকুরেয়া। কিন্তু অস্ট্রিয়া গোলরক্ষক আলেকজান্ডার শ্লাগারের উপর ফাউলের অভিযোগে সেই গোল বাতিল করা হয়।

এর ৭ মিনিট পর কুকুরেয়ার অ্যাসিস্টেই স্পেনকে এগিয়ে নেন ওয়ারজাবাল। বক্সের বাঁ প্রান্ত থেকে কুকুরেয়া বল পাঠান একদমই অরক্ষিত অবস্থায় থাকা ওয়ারজাবালকে। সেটি জালে জড়াতে একদমই বেগ পেতে হয়নি তাকে। এই এক গোলে এগিয়ে থেকেই বিরতিতে যায় লা রোহারা। তবে বিরতির আগে লামিন ইয়ামাল সহজ সুযোগ মিস না করলে দ্বিতীয় গোলটা স্পেন তখনই পেতে পারত। অ্যালেক্স বায়েনার দারুণ ফ্রি-কিক বারে লেগে ফেরত এসে ডিফেন্ডারের পা ঘুরে ইয়ামালের কাছে আসে। তবে সেটিকে গোলে পরিণত করতে পারেননি বার্সেলোনা তারকা, সরাসরি মেরেছেন শ্লাগারের গায়ে। অবাক করা হলেও সত্য, এই ম্যাচের আগে বিশ্বকাপের নকআউট ম্যাচে স্পেন এগিয়ে থেকে বিরতিতে গিয়েছিল ২০০২ সালে রিপাবলিক অব আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচে! বিরতি থেকে ফিরে দারুণ একটি রেকর্ড হয়েছে স্প্যানিশ গোলরক্ষক উনাই সিমনের। কিংবদন্তি ইকার ক্যাসিয়াসকে ছাড়িয়ে সিমনই এখন বিশ্বকাপে টানা সবচেয়ে বেশি মিনিট গোল হজম না করা স্প্যানিশ গোলরক্ষক।

ম্যাচে স্পেন দ্বিতীয় গোলের দেখা পায় ৬৬ মিনিটে। বায়েনার ক্রস থেকে হেড করে স্পেনের হয়ে নিজের প্রথম গোল পেয়েছেন রাইটব্যাক পেদ্রো পোরো।

ঝড়-বৃষ্টি পেরিয়ে শেষ ষোলোয় মেক্সিকো

পরিচয় ডেস্ক: বজ্রঝড়ের কারণে ম্যাচ শুরু হতে দেরি হলেও মাঠে নেমে কোনো ঝড় তুলতে ভুল করেনি মেক্সিকো। দুর্দান্ত ফুটবল উপহার দিয়ে শেষ ষোলোতে জায়গা করে নিয়েছে বিশ্বকাপের অন্যতম সহ আয়োজকরা। টানা চার জয়ে টানা চারটি ক্লিনশিটও রেখেছে দলটি।

মেক্সিকো সিটির ঐতিহাসিক আজতেকা স্টেডিয়ামে ফিফা বিশ্বকাপের শেষ বত্রিশের ম্যাচে ইকুয়েডরকে ২-০ ব্যবধানে হারিয়েছে মেক্সিকো। দলের হয়ে গোল করেছেন জুলিয়ান

কুইনোনেস ও রাউল হিমেনেস।

বৈরী আবহাওয়ার কারণে ম্যাচটি এক ঘণ্টা দেরিতে শুরু হয়। তবে খেলা শুরু হতেই গ্যালারিভর্তি সমর্থকদের উচ্ছ্বাসে উজ্জীবিত মেক্সিকো শুরু থেকেই চেপে ধরে প্রতিপক্ষকে।

প্রথম ১০ মিনিটেই চারটি উল্লেখযোগ্য সুযোগ তৈরি করে হাভিয়ের আগুয়েরের দল। যদিও ইকুয়েডরের জন ইয়েবোয়া একবার পোস্টে বল মেরেছিলেন, পুরো প্রথমার্ধে স্বাগতিকদের গতি ও আক্রমণের সামনে কার্যত অসহায় ছিল তারা। ২৬তম মিনিটে জালের দেখা পায় মেক্সিকো। *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

ডিআর কঙ্গোর হৃদয় ভেঙে ইংল্যান্ডের জয়ের নায়ক কেইন

গ্রুপ পর্বে কলম্বিয়ার বিপক্ষে ম্যাচের পর ডিআর কঙ্গোর গোলরক্ষক লিওনেল এমপাসি বলেছিলেন, জীবনের সেরা ম্যাচটি খেলেছেন তিনি। আজ ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সেই ম্যাচকেও ছাড়িয়ে গেছেন তিনি। একের পর এক অতিমানবীয় গোল ঠেকিয়ে ডিআর কঙ্গোর ইতিহাসের সবচেয়ে স্মরণীয় জয়ের নায়ক হওয়ার মঞ্চ প্রস্তুত ছিল এমপাসির সামনে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এমপাসিকে ট্র্যাজিক হিরো বানিয়ে ম্যাচটা নিজের করে নিয়েছেন হ্যারি কেইন। তাঁর এগারো মিনিটের ঝড়ে ডিআর কঙ্গোকে ২-১ গোলে হারিয়ে শেষ ষোলোতে পৌঁছে গেছে ইংল্যান্ড।

অথচ ম্যাচের ৭৫ মিনিট পর্যন্ত মনে হচ্ছিল আরও একটি অঘটনের সাক্ষী হতে চলেছেন দর্শকেরা। একের পর এক আক্রমণ করেও কিছুতেই যখন এমপাসির দেয়াল ভাঙতে পারছিল না ইংল্যান্ড, তখনই ত্রাতা হিসেবে এসেছেন অধিনায়ক কেইন। ৭৫ ও ৮৬ মিনিটে দারুণ দুটি গোল করে ইংল্যান্ড সমর্থকদের স্বস্তি এনে দিয়েছেন ইংলিশ তারকা।

অথচ ম্যাচের প্রথমার্ধ ছিল ডিআর কঙ্গোর, আরও নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে এমপাসির। পুরো ম্যাচ কম করে হলেও পাঁচটি নিশ্চিত গোল ফিরিয়ে দিয়েছেন। এর মধ্যে জুড বেলিংহামের একার শটই ছিল তিনটি। এমপাসি অমন চীনের মহাপ্রাচীর হয়ে না দাঁড়ালে হ্যাটট্রিক নিয়েও মাঠ ছাড়তে পারেন এই রিয়াল মাদ্রিদ তারকা।

এর আগে ম্যাচের মাত্র ৭ মিনিটের মাথায় প্রতিআক্রমণ থেকে গোল হজম করে বসে ইংল্যান্ড। অধিনায়ক এমবেম্বা বল বাড়িয়েছিলেন ব্রায়ান সিপেঙ্গাকে। ডি বক্সের বাঁ দিক থেকে জোরালো শটে গ্যালারি স্তব্ধ করে দেন জাতীয় দলের হয়ে *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

হালান্ডের গোলে শেষ ষোলোতে নরওয়েকে পেলো ব্রাজিল

পরিচয় ডেস্ক: ব্রাজিল সমর্থকেরা এই ম্যাচের দিকে আগ্রহভরে তাকিয়ে ছিলেন শেষ ষোলোর প্রতিপক্ষ কে হয় সেটি জানতে। শেষ পর্যন্ত ২৮ বছর পর বিশ্বকাপে আসা নরওয়েই হয়েছে ব্রাজিলের প্রতিপক্ষ। দলের সবচেয়ে বড় তারকা আরলিং হালান্ডের শেষ দিকের গোলে আইভরি কোস্টকে ২-১ গোলে হারিয়ে নিজেদের ইতিহাসে তৃতীয়বারের মতো বিশ্বকাপের শেষ

ষোলোতে পৌঁছে গেছে নরওয়ে।

৮৫ মিনিট পর্যন্ত দুই দলই ১-১ সমতায় থাকলেও ৮৬ মিনিটে এই বিশ্বকাপে নিজের পঞ্চম গোল করে নরওয়ের মুখে হাসি এনেছেন হালান্ড। লিওনেল মেসির পর হালান্ড এখন চলতি বিশ্বকাপের পর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ গোলদাতা।

গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে এমবাপে-হালান্ড দ্বৈরথ দেখার অপেক্ষায় থাকা কোটি ফুটবলপ্রেমীর আশাভঙ্গ করে প্রায় পুরো একাদশকেই বিশ্রামে পাঠিয়েছিলেন নরওয়ে কোচ। উদ্দেশ্য ছিল নকআউট ম্যাচের আগে প্রথম একাদশের খেলোয়াড়দের সতেজ রাখা। স্টেল সোলবাকেনের সেই উদ্দেশ্য পূরণ হয়েছে আজ। নিজেদের সেরাটা না খেলতে পারলেও তা আইভরি কোস্টকে হারানোর জন্য *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

‘ভাইকিং রো’ কী এবং কেন বিশ্বকাপে এমন উদযাপন করছে নরওয়ে?

পরিচয় ডেস্ক: মূলত খ্রিস্টাব্দ ৮০০ থেকে ১০৫০ সালের মাঝামাঝি সময়ে ভাইকিংদের অন্যতম প্রধান আদিভূমি হিসেবে নরওয়ের যে গৌরবময় ইতিহাস ছিল, এই উদযাপন তারই একটি স্মারক। আধুনিক নরওয়ে রাষ্ট্র গঠনে সেই ভাইকিং যুগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

২০২৬ বিশ্বকাপে নরওয়ের দুর্দান্ত পারফরম্যান্স যদি আপনার চোখে পড়ে থাকে, তবে দলটির একটি বিশেষ উদযাপন নিশ্চয়ই *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

এই বিশ্বকাপ একটা ‘বিপর্যয়’, ‘আমাদের পাশে কেউ নেই’

ফিফার বিরুদ্ধে ইরানের অধিনায়কের অভিযোগ

পরিচয় ডেস্ক: বিশ্বকাপে ইরানের সঙ্গে বৈরী আচরণের অভিযোগ তুলে কড়া ভাষায় ফিফা ও সংস্থাটির প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফান্তিনোর সমালোচনা করেছেন ইরানের অধিনায়ক মেহেদি তারেমি।

গ্রুপ পর্বের তৃতীয় ম্যাচে ড্র করার পর রাউন্ড অভ ৩২-এ যাওয়ার টিকিট মিলবে কি না, তা জানতে এখন অন্যদের ফলাফলের দিকে তাকিয়ে থাকতে হচ্ছে ইরানকে। মাঠের এই হতাশার মাঝেই বিশ্বকাপের লজিস্টিক ব্যবস্থাপনাকে বিপর্যয় বলে আখ্যা দিয়েছেন তারেমি।

খেলা শেষ হওয়ার পর সিয়াটল থেকে বিমান ধরে তারেমিদের ফেরার কথা ছিল মেক্সিকোর তিহুয়ানা-তে। শুরুতে ঠিক ছিল, পুরো টুর্নামেন্ট চলাকালীন অ্যারিজোনার টাকসন শহরেই বেস ক্যাম্প করবে ইরান। কিন্তু ইরানের যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক আগ্রাসনের জেরে বাধ্য হয়েই মে মাসের শেষ দিকে *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

বিশ্বকাপের ৯৬ বছরের ইতিহাসে এমন রেকর্ড আছে শুধু এমবাপেরই

পরিচয় ডেস্ক: সেই ১৯৩০ সাল থেকে শুরু। এই ৯৬ বছরে কম রথী-মহারথীর পা পড়েনি ফুটবল বিশ্বকাপে। ক্যারিয়ার শেষে কিলিয়ান এমবাপে নিজেকে ফুটবল কিংবদন্তিদের তালিকায় কোথায় নিয়ে যাবেন তা সময়ই বলবে, তবে আজকের ম্যাচে এমন এক বিরল রেকর্ড তিনি করেছেন, যা পুরো বিশ্বকাপ ইতিহাসে এমবাপের আগে করে দেখাতে পারেননি আর কেউ।

অনেক খ্যাতনামা ফুটবলারের যেখানে পুরো ক্যারিয়ার মিলিয়েও বিশ্বকাপে ১০টি গোল নেই, সেখানে এমবাপে কেবল নক-আউট পর্বের ম্যাচগুলোতেই ১০ গোল করেছেন! বিশ্বকাপের ৯৬ বছরের ইতিহাসে এই রেকর্ড কেবল এমবাপেই করে দেখাতে পেরেছেন।

মাত্র তৃতীয় বিশ্বকাপে অংশ নেয়া এমবাপে এই রেকর্ড ছিনিয়ে নিয়েছেন দুই ব্রাজিলিয়ান লিওনিদাস ও রোনালদো নাজারিওর কাছ থেকে। নকআউটে ৮ গোল নিয়ে এতদিন এই রেকর্ডের মালিক ছিলেন তারা। প্রথম পুরুষ ফুটবলার হিসেবে এটিকে দুই অঙ্কের ঘরে তুলে দিলেন ফরাসি তারকা।

নিজের প্রথম বিশ্বকাপ ২০১৮ তে নকআউট পর্বে তিন গোল করেছিলেন এমবাপে। শেষ ষোলোতে আর্জেন্টিনাকে ৪-৩ গোলে হারানো ম্যাচ দুই গোল, আর ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে ফাইনালে পেলের পর দ্বিতীয় টিনেজার হিসেবে করেছিলেন এক গোল।

স্বপ্নের মতো কাটানো ২০২২ বিশ্বকাপের নকআউটে তিনি ছিলেন আরও দুর্দমনীয়। *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

‘ফ্রান্সের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার সামর্থ্যই ছিল না আমাদের’

পরিচয় ডেস্ক: ফ্রান্সের কাছে ৩-০ গোলে হেরে ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপের শেষ ৩২ থেকেই বিদায় নিয়েছে সুইডেন। ম্যাচ শেষে প্রতিপক্ষের শ্রেষ্ঠত্ব অকপটে স্বীকার করে নিয়েছেন সুইডিশ কোচ গ্রাহাম পটার। নিখুঁত খেললেও কিলিয়ান এমবাপেদের হারানো কঠিন ছিল বলেই মন্তব্য করেন তিনি।

মেটলাইফ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে এমবাপ্পের জোড়া গোল এবং ব্র্যাডলি বারকোলার এক গোলে সহজ জয় তুলে নেয় ফ্রান্স। পুরো ম্যাচেই ফরাসিদের আধিপত্য ছিল স্পষ্ট, বিশেষ করে মাইকেল অলিসের সৃজনশীল পাসে বারবার বিপাকে পড়ে সুইডেনের রক্ষণভাগ।

ম্যাচ শেষে পটার *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

মেসি আরও গোল করবে কিন্তু আমি ট্রফিটা চাই, বললেন এমবাপে

পরিচয় ডেস্ক: ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপে একের পর এক রেকর্ড গড়ে চলেছেন কিলিয়ান এমবাপে। বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ গোলদাতা হওয়ার দৌড়ে লিওনেল মেসির একেবারে পেছনে চলে এসেছেন ফরাসি তারকা। তবে ব্যক্তিগত অর্জনের চেয়ে তার কাছে অনেক বড় লক্ষ্য হলো ১৯ জুলাই নিউইয়র্কে বিশ্বকাপ ট্রফি উঁচিয়ে ধরা। শেষ ৩২-এর ম্যাচে সুইডেনকে ৩-০ গোলে হারানোর পথে জোড়া গোল করেন এমবাপে। এর ফলে বিশ্বকাপে তার মোট গোলসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৮, যা মেসির ১৯ গোলের রেকর্ড থেকে মাত্র এক গোল কম। একই সঙ্গে চলতি আসরে ছয় গোল নিয়ে গোলদাতার তালিকায়ও মেসির পাশে উঠে *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

এমবাপে জাদু চলছেই, ফেভারিটের মতো খেলেই শেষ ষোলোতে ফ্রান্স

পরিচয় ডেস্ক: এই বিশ্বকাপে যেন তিন গোলের কম দেয়া যাবে না, এমন প্রতিজ্ঞা নিয়ে এসেছে ফ্রান্স। গ্রুপ পর্বে তিন ম্যাচে ১০ গোলের পর রাউন্ড অব ৩২ এর ম্যাচেও সুইডেনের জালে তিন গোল দিয়েছে ফরাসিরা। ৩-০ গোলের কর্তৃত্বপূর্ণ এই জয়ে শেষ ষোলোতে প্যারাগুয়ের বিপক্ষে ম্যাচ নিশ্চিত হয়েছে দিদিয়ের দেশমের দলের। দাপুটে এই জয়ে ফ্রান্স আরও একবার বুঝিয়ে দিলো, কেন শুরু থেকেই এবারের বিশ্বকাপের অন্যতম শক্তিশালী দাবিদার হিসেবে মানা হচ্ছে তাদের। গত ম্যাচে গোল না পেলেও এই ম্যাচে আবারও জোড়া গোলের ধারায় ফিরেছেন কিলিয়ান এমবাপে। চলতি আসরে তৃতীয়বারের মতো ম্যাচে দুই গোল করেছেন এই ফরাসি সুপারস্টার। লিওনেল মেসির সাথে যৌথভাবে ৬ গোল এখন এমবাপের। তবে সাথে নরওয়ের সাথে দুটি অ্যাসিস্টও থাকায় গোল্ডেন বুটের লড়াইয়ে এখন এমবাপেই এগিয়ে। ৩-৪-১-২ ফর্মেশনে খেলতে থাকা সুইডেনকে শুরু থেকেই চাপে রাখার চেষ্টা করেছে ফ্রান্স। ২১ মিনিটেই তার ফল পেতে পারত দলটি। মাইকেল ওলিসের *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

মরক্কোর কাছে হারের দায় স্বীকার করে ডাচ কোচের পদত্যাগ

পরিচয় ডেস্ক: মরক্কোর কাছে নাটকীয় পেনাল্টি শুটআউটে হেরে বিশ্বকাপের রাউন্ড অব ৩২ থেকেই বিদায় নিয়েছে নেদারল্যান্ডস। এমন হারের দায় নিজের কাঁধে নিয়ে পদত্যাগ করেছেন দলটির কোচ রোনাল্ড কোম্যান।

ব্রিটিশ গণমাধ্যম গার্ডিয়ান জানিয়েছে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইনস্টাগ্রামে দেয়া এক বিবৃতিতে পদত্যাগের খবর জানিয়েছেন কোম্যান।

বিবৃতিতে কোম্যান লিখেছেন, ‘গত রাতেই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, নেদারল্যান্ডস জাতীয় দলের কোচ হিসেবে আমি আর থাকছি না। আমরা সবাই মিলে এই বিশ্বকাপে ইতিহাস গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলাম, কিন্তু আমরা পারিনি। এই স্বপ্নভঙ্গে আমার চেয়ে বেশি হতাশ আর কেউ নয়। কোচ হিসেবে দিনশেষে এই ব্যর্থতার দায়ভার আমার’।

৬৩ বছর বয়সী এই সাবেক ডাচ ডিফেন্ডার কোম্যান আরও ইঙ্গিত দিয়েছেন, অসুস্থ স্ত্রীকে পর্যাপ্ত সময় দিতে কোচিং জীবনের ইতিই টেনে ফেলতে পারেন তিনি, ‘গত কয়েক বছরে আমি অনুধাবন করতে পেরেছি, জীবনে ফুটবলের থেকেও গুরুত্বপূর্ণ আরও কিছু আছে। ফুটবলই আমার জীবন, কিন্তু মানুষের স্বাস্থ্য অমূল্য। যখন আপনার কোনো প্রিয়জন কঠিন কোনো লড়াই লড়ছে, তখন জীবনের প্রতি আপনার দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে যাবে। অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও আমার স্ত্রী আমাকে প্রতিনিয়ত আমাকে সমর্থন দিয়েছে, যেন কোচ হিসেবে আমি আমার কাজ শেষ করতে পারি। আমি তার প্রতি কৃতজ্ঞতা ভাষায় *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

বিশ্বকাপ জয়ে চার ফেবারিটের নাম জানালেন ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তি রোনাল্ডো

জাপানের বিপক্ষে ব্রাজিলের রাউন্ড অব ৩২'র ম্যাচের আগে ফরাসি সংবাদমাধ্যম লেকিপকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে রোনাল্ডো বলেন, বিশ্বকাপের এই পর্যায়ে এসে শক্তির বিচারে কয়েকটি দল অন্যদের তুলনায় এগিয়ে রয়েছে। তার মতে, ফ্রান্স, আর্জেন্টিনা ও স্পেন টুর্নামেন্টজুড়ে দারুণ ফুটবল খেলছে। আর জার্মানি (ইতোমধ্যে জার্মানি বিদায় নিয়েছে) এমন একটি দল, যারা বড় আসরে কখনোই অবহেলার সুযোগ দেয় না। এই চার দলই ব্রাজিলের শিরোপা জয়ের পথে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে বলে মনে করেন তিনি।

তবে প্রতিদ্বন্দ্বীদের শক্তির কথা বললেও নিজের দেশের সম্ভাবনা নিয়ে আশাবাদী রোনাল্ডো। তার বিশ্বাস, ব্রাজিলের ভাগ্য অনেকটাই নির্ভর করছে নেইমারের পারফরম্যান্সের ওপর। দীর্ঘ সময় ইনজুরিতে থাকার পর ৩৪ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ড বিশ্বকাপে ফিরেছেন। গ্রুপ পর্বের প্রথম দুই ম্যাচে খেলতে না পারলেও স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে বদলি হিসেবে মাঠে নেমে প্রায় তিন বছর পর জাতীয় দলের জার্সিতে ফিরেছেন তিনি।

রোনাল্ডোর মতে, বর্তমান ব্রাজিল দলে নেইমারের মতো ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেয়ার ক্ষমতা আর কোনো ফুটবলারের নেই। তিনি বলেন, নেইমার এখন পুরোপুরি ফিট এবং চিকিৎসকদের অনুমতিও পেয়েছেন। তাই নকআউট পর্বে নিজের সামর্থ্যের প্রমাণ দিয়ে সমালোচকদের জবাব দেয়ার সুযোগ তার সামনে রয়েছে।

নিজের ক্যারিয়ারের অভিজ্ঞতার কথাও স্মরণ করেছেন ব্রাজিলের দুইবারের বিশ্বকাপজয়ী এই কিংবদন্তি। ২০০২ বিশ্বকাপের আগে গুরুতর ইনজুরি কাটিয়ে ফিরে ব্রাজিলকে শিরোপা জেতানোর স্মৃতি টেনে তিনি বলেন, বড় চোটের পর আবার সর্বোচ্চ পর্যায়ে ফিরে আসা কতটা কঠিন, তা তিনি খুব ভালো করেই জানেন। সেই কারণেই নেইমারের প্রত্যাবর্তন তাকে রোমাঞ্চিত করছে। রোনাল্ডোর ভাষায়, নেইমারের আর কাউকে কিছু প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই। তবে নিজের সেরা ফুটবল খেলতে পারলে তিনি আবারও সবাইকে ভুল প্রমাণ করতে পারবেন।

যদিও এবারের বিশ্বকাপে ব্রাজিলের সবচেয়ে আলোচিত পারফর্মার ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। চার গোল করে তিনি গোল্ডেন বুটের লড়াইয়ে রয়েছেন এবং আক্রমণভাগে দলের সবচেয়ে ধারাবাহিক ফুটবলার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তবে রোনাল্ডো মনে করেন, ভিনিসিয়ুসের দুর্দান্ত ফর্মের সঙ্গে যদি নেইমারের অভিজ্ঞতা ও সৃজনশীলতা যোগ হয়, তাহলে ব্রাজিলের আক্রমণ আরও ভয়ংকর হয়ে উঠবে। বিশ্বকাপের নকআউট পর্বে প্রতিটি ম্যাচই এখন বাঁচা-মরার লড়াই। এমন সময়ে ব্রাজিলের সামনে যেমন কঠিন প্রতিপক্ষের চ্যালেঞ্জ রয়েছে, তেমনি রয়েছে ষষ্ঠ বিশ্বকাপ শিরোপা 'হেক্সা' জয়ের স্বপ্নও। আর সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে নেইমারের প্রত্যাবর্তনকে সবচেয়ে বড় ইতিবাচক দিক হিসেবেই দেখছেন ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তি রোনাল্ডো।

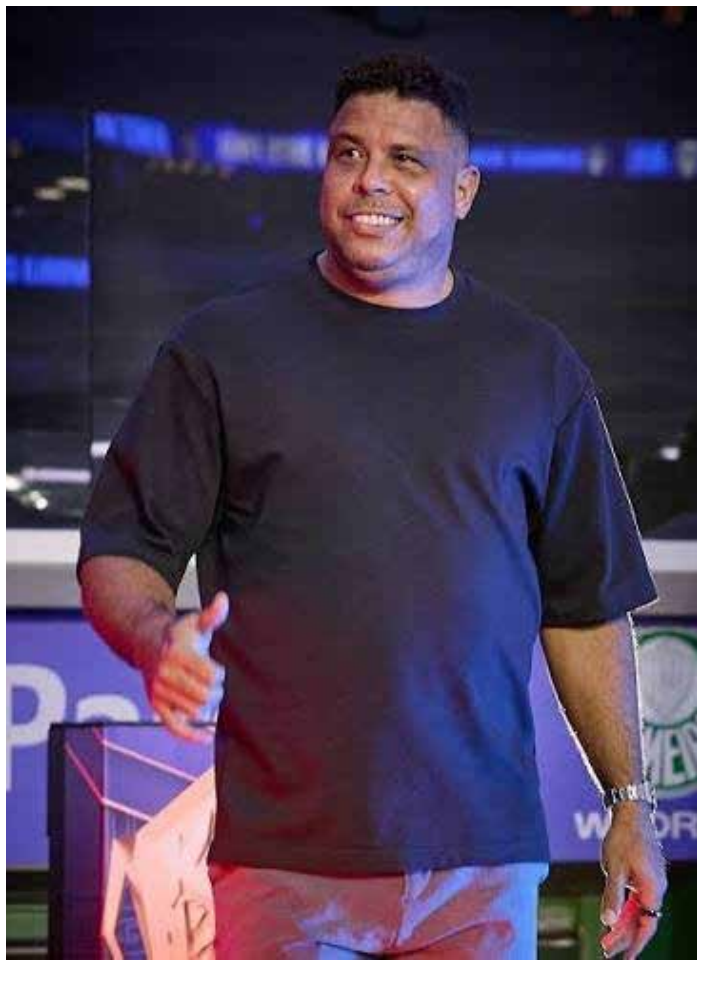

আর্জেন্টিনা ৩-২ কেপ ভার্দে

আত্মঘাতী গোলে কেপ ভার্দেকে হারিয়ে শেষ ষোলোতে আর্জেন্টিনা

পরিচয় ডেস্ক: রেফারি বাঁশি বাজাতেই যেনো হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো আর্জেন্টিনা দল! ১২০ মিনিটের লড়াই শেষে আর্জেন্টিনা ৩-২ গোলে হারিয়েছে কেপ ভার্দেকে। গ্রুপ পর্বে তিন ম্যাচ ড্র করে শেষ-৩২ এ জায়গা করে নেয় প্রথমবার বিশ্বকাপে খেলা কেপ ভার্দে। তাদের তিন ড্র যে চমক ছিল না সেটিই যেনো প্রমাণ করলো কেপ ভার্দে আর্জেন্টিনার বিপক্ষে ম্যাচটিতে। জয় না পেলেও বর্তমান চ্যাম্পিয়নদের ঘাম ঝড়িয়েছেন।

মায়ামিতে নির্ধারিত ৯০ মিনিটে ম্যাচে ছিল ১-১ সমতা। ২৯ মিনিটে লিওনেল মেসির গোলে এগিয়ে যায় আর্জেন্টিনা। চলতি বিশ্বকাপে যা তার সপ্তম গোল। তাতে বিশ্বকাপে মেসির গোল সংখ্যা হয় ২০টি। টুর্নামেন্টে টানা আট ম্যাচে গোলের কীর্তিও গড়েন তিনি। ৫৯ মিনিটে মাঠের ডান প্রান্ত দিয়ে আক্রমণে ওঠে কেপ ভার্দে। রায়ান মেন্দেসের পাস ধরে আড়াআড়ি শটে গোল করেন কেপ ভার্দে ফরোয়ার্ড দুয়ার্তে।

আর গোল না হলে খেলা গড়ায় অতিরিক্ত ৩০ মিনিটে। নাটকের তখনো বহু বাকি! অতিরিক্ত সময়ের দ্বিতীয় মিনিটে গোল করেন আর্জেন্টাইন ডিফেন্ডার লিসান্দ্রো মার্তিনেজ। তবে ১০৩ মিনিটে মাঠের বাঁ-প্রান্ত দিয়ে ডান পায়ের বাঁকানো শটে বল জালে পাঠিয়ে আবার কেপ ভার্দেকে সমতায় ফেরান সিডনি লোপেস কাবরাল। ১১১ মিনিটে মেসির কর্নারে রোমেরো হেড করেন গোলের জন্য। তার হেডে বল জালে জড়ানোর আগে কেপ ভার্দের ডিফেন্ডার দিনাই বোর্হেসের হাতে লাগে। অবশ্য বল আর রুখতে পারেননি কেপ ভার্দে গোলকিপার ভোজিনিয়া। শেষ পর্যন্ত ব্যবধান ধরে রেখে জয়ে শেষ ষোলোতে উঠেছে আর্জেন্টিনা।

অস্ট্রেলিয়াকে টাইব্রেকারে হারিয়ে শেষ ষোলোতে মিসর

জয়ের পর আনন্দে আত্মহারা মিসর ফুটবল দল

পরিচয় ডেস্ক: নির্ধারিত ৯০ মিনিটে ১-১ সমতা। অতিরিক্ত ৩০ মিনিটে গোল পেলো না কোনো দলই। ফলে খেলা গড়ালে টাইব্রেকারে। সেখানে অস্ট্রেলিয়াকে ৪-২ ব্যবধানে হারিয়ে শেষ ষোলোতে উঠলো মিসর।

টাইব্রেকারে অস্ট্রেলিয়া নেয় প্রথম শটটি। হ্যারি শুটার মিস করেন। মারেন বারের উপর দিয়ে। মাহমুদ সাবের গোল করলে এগিয়ে যায় মিসর। অবশ্য নিজেদের দ্বিতীয় শটে বল জালে জড়ান অস্ট্রেলিয়ার জ্যাকসন আরবিন। মিসরের রাবিয়া বল জালে পাঠিয়ে অ্যাডভানটেজ বজায় রাখেন। তৃতীয় শটটি সহজেই জালে পাঠান অস্ট্রেলিয়ার মাবিল। মিসরের হয়ে তৃতীয় শটটি নিতে আসেন মোহামেদ সালাহ। গোলকিপারকে ফাকি দিয়ে পানেনকার মতো করে শট নেন সালাহ।

কেপ ভার্দে স্কোয়াডের বাজারদর আলভারেজের অর্ধেককেপ ভার্দে স্কোয়াডের বাজারদর আলভারেজের অর্ধেক

অস্ট্রেলিয়ার চতুর্থ শটটি নিতে আসেন লুকাস হেরিংটন। মিসর গোলকিপার নিজের বাঁদিকে ঝাপিয়ে ঠেকান সেটি।

ইরান যে কারণে উপসাগরীয় অঞ্চলের অন্যতম ধনী দেশ হয়ে যেতে পারে

পরিচয় ডেস্ক: ইরানের ফুটবল দল চলতি বিশ্বকাপে অভাবনীয় রকমের ভালো খেলছে। ২১ জুন লস অ্যাঞ্জেলেসে তারা বিশ্ব র‍্যাংকিংয়ের ৯ নম্বরে থাকা বেলজিয়ামকে রুখে দিয়েছে। ম্যাচটি ড্র হওয়ায় তাদের সামনে এখন নকআউট পর্বে যাওয়ার সুযোগ হাতছানি দিচ্ছে। ওদিকে সুইজারল্যান্ডে ইরানি কূটনীতিকেরা আরও ভালো সময় পার করেছেন। চার দশকের মার্কিন নীতিকে উল্টে দিয়ে ২২ জুন যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি বিভাগ আগামী ৬০ দিনের জন্য ইরানি খনিজ তেল উৎপাদন, বিক্রি ও সরবরাহের অনুমতি দিয়েছে। এই পদক্ষেপ ইরান সরকারকে তাৎক্ষণিক স্বস্তি দিয়েছে। আর দীর্ঘমেয়াদে এই ছাড় ইরানকে আবারও ধনী বানিয়ে দিতে পারে।

১৯৭৯ সালে তেহরানে মার্কিন দূতাবাসে জিম্মি সংকটের জেরে ধরে ১৯৮০ সালে নিজেদের প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য ইরানের তেল কেনা নিষিদ্ধ করে আমেরিকা। ২০১০-এর দশকের শুরুতে এই অবরোধের পিঠে চাপেও সেকেন্ডারি বা পরোক্ষ নিষেধাজ্ঞা, যা অন্য ক্রেতাদেরও মার্কিন শাস্তির মুখে ফেলে দেয়। ২০১৫ সালে বারাক ওবামার পারমাণবিক চুক্তির আওতায় সেসব নিষেধাজ্ঞা স্থগিত করা হয়েছিল। তবে তিন বছর পর ডোনাল্ড ট্রাম্প সেই চুক্তি বাতিল করার পর কঠোর রূপে ফিরে আসে সেই নিষেধাজ্ঞা।

এবারের ছাড় অতীতের যেকোনো স্বস্তিকে অনেকদূর ছাড়িয়ে গেছে। দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধংদেহী পরিস্থিতি চলাকালীন ট্রাম্পের দেওয়া আগের একটি ছাড় কেবল ইতিমধ্যে জাহাজে বোঝাই হয়ে থাকা তেলের ওপর কার্যকর ছিল। ওবামা আমলে তৃতীয় দেশগুলোকে দেওয়া লাইসেন্সে শর্ত ছিল তেল কেনা ক্রমান্বয়ে কমাতে হবে। এর ধাক্কায় ২০১১ সালে দৈনিক ২৫ লাখ ব্যারেলের তেল রপ্তানি ২০১২ সালে নেমে আসে ১৫ লাখ ব্যারেলে। ওবামার পারমাণবিক চুক্তিও কেবল পরোক্ষ নিষেধাজ্ঞাগুলোই তুলেছিল।

কিন্তু ট্রাম্পের নতুন লাইসেন্স এই সব বাধা সরিয়ে দিয়েছে। মার্কিন শোধনাগারগুলো এখন সরাসরি পারস্যের *বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়*

রাশিয়াকে গোপনে সামরিক প্রশিক্ষণ দিচ্ছে চীন

পরিচয় ডেস্ক: গত বছর রুশ বাহিনীর জন্য চীনের গোপন সামরিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ব্যক্তিগতভাবে অনুমোদন করেছিলেন প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের প্রতিরক্ষামন্ত্রী।

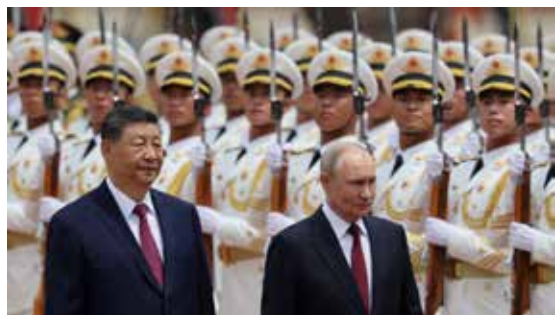

এতে অন্তত চারজন রুশ ও চীনা জেনারেল সরাসরি যুক্ত ছিলেন বলে বার্তাসংস্থা রয়টার্সকে জানিয়েছেন দুই ইউরোপীয় কর্মকর্তা।

কর্মকর্তাদের মতে, ইউক্রেন যুদ্ধসংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণে এত উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তাদের সম্পৃক্ততা রাশিয়া ও চীনের কাছে এ সহযোগিতার গুরুত্ব তুলে ধরে। বিষয়টি ইউরোপে উদ্বেগ তৈরি করেছে, যদিও বেইজিং এমন কোনো প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা অস্বীকার করেছে।

রয়টার্সের দেখা একটি গোপন রুশ নথিতে ২০২৫ সালের আগস্টে প্রতিরক্ষামন্ত্রী আন্দ্রেই বেলৌসভের জারি করা একটি অভ্যন্তরীণ নির্দেশনার উল্লেখ রয়েছে।

নথি অনুযায়ী, বেলৌসভের সিদ্ধান্তে রুশ সশস্ত্র বাহিনীর একটি প্রতিনিধিদল চীনের পিপলস লিবারেশন আর্মির (পিএলএ) বিভিন্ন স্থাপনায় প্রশিক্ষণে অংশ নিতে দেশটিতে সফর করে।

তেজস্ক্রিয়, রাসায়নিক ও জৈবিক যুদ্ধবিষয়ক প্রশিক্ষণ

নথিতে উল্লেখ করা হয়েছে, গত নভেম্বরে বেইজিংয়ের একটি সামরিক স্থাপনায় তেজস্ক্রিয়, রাসায়নিক ও জৈবিক সুরক্ষা বিষয়ে তিন সপ্তাহের একটি প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়।

ওই প্রতিবেদন এবং আরেকটি নথিতে দেখা যায়, রুশ সেনারা চীনা প্রশিক্ষকদের কাছ থেকে পাঠ নেন, একটি মডেল পারমাণবিক চুল্লি পরিদর্শন করেন এবং রাসায়নিক গোয়েন্দা কার্যক্রম, তেজস্ক্রিয়তা শনাক্তকরণ ও দূষণের মধ্যে বায়ু চলাচল ব্যবস্থা সুরক্ষিত রাখার কৌশল শেখেন। এক ইউরোপীয় কর্মকর্তা বলেন, তেজস্ক্রিয়, জৈবিক ও রাসায়নিক যুদ্ধবিষয়ক প্রশিক্ষণ *বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়*

স্পেনে তাপপ্রবাহে মৃত্যু হাজার ছাড়াল

পরিচয় ডেস্ক: ইউরোপজুড়ে বয়ে যাওয়া তীব্র তাপপ্রবাহে স্পেনে এক হাজারের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। একইসঙ্গে দেশটিতে চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসকে ইতিহাসের সবচেয়ে উষ্ণ সময় হিসেবে ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ।

এএফপির প্রতিবেদনে বুধবার এসব তথ্য জানানো হয়েছে।

দেশটির সরকারি কার্লোস তৃতীয় স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট জানায়, সাম্প্রতিক তাপপ্রবাহের সময় অন্তত ১ হাজার ২৮ জন মানুষের মৃত্যু হয়েছে, যাকে সরাসরি তাপজনিত বলে বিবেচনা করা হচ্ছে।

এই সংখ্যা ২০২৫ সালের জুন মাসের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি। গত বছর জুনে তাপজনিত মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ৪০৭, যাকে সে সময় পর্যন্ত স্পেনের ইতিহাসে সবচেয়ে উষ্ণ জুন হিসেবে রেকর্ড করা হয়েছিল বলে জানিয়েছিল জাতীয় আবহাওয়া সংস্থা এইএমইটি।

এইএমইটি এক্সে দেওয়া এক পোস্টে জানায়, ২০২৬ সালের প্রথম ছয় মাস স্পেনে রেকর্ড সংরক্ষণের ইতিহাসে সবচেয়ে উষ্ণ সময়। এ সময়ে গড় তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় ১ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি ছিল।

সংস্থাটি আরও জানায়, 'সবচেয়ে উষ্ণ সাত প্রথমার্ধের সবগুলোই গত ১০ বছরের মধ্যে ঘটেছে।'

এইএমইটির তথ্য অনুযায়ী, ২০২৬ সালের জুন মাস ছিল দেশটির ইতিহাসে দ্বিতীয় উষ্ণতম জুন। এ মাসে গড় তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে ৩ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি ছিল।

জলবায়ু পরিবর্তন ছাড়া এমন তাপপ্রবাহ 'প্রায় অসম্ভব' *বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়*

স্পেসএক্স কি মহাকাশে নতুন 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি'?

পরিচয় ডেস্ক: ১২ জুন রকেট নির্মাতা প্রতিষ্ঠান স্পেসএক্সের বহুল প্রতীক্ষিত শেয়ারবাজারে আত্মপ্রকাশের মাধ্যমে ইলন মাস্ক ইতিহাস গড়েছিলেন। ন্যাসডাক শেয়ারবাজারে কোম্পানিটির প্রাথমিক গণপ্রস্তাবের (আইপিও) শেয়ারপ্রতি মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছিল ১৩৫ ডলার এবং লেনদেন শুরু হওয়ার সময় তা ১৫০ ডলারে উন্মুক্ত হয়েছিল। এই আত্মপ্রকাশের ফলে রকেট ও কৃত্রিম উপগ্রহ নির্মাতা প্রতিষ্ঠানটির বাজারমূল্য ১ দশমিক ৭৭ ট্রিলিয়ন ডলারেরও বেশি হয়।

মাস্কের মালিকানায় স্পেসএক্সের প্রায় ৪২ শতাংশ শেয়ার থাকায় কোম্পানিটির তালিকাভুক্তি তার কাগুজে সম্পদের মূল্যকে তাৎক্ষণিকভাবে ১ ট্রিলিয়ন ডলারের সীমার ওপরে নিয়ে যায়। ১৬ জুনের মধ্যে বিনিয়োগকারীদের প্রবল আগ্রহে স্পেসএক্সের শেয়ারের মূল্য সর্বোচ্চ ২২৫ দশমিক ৬৪ ডলারে পৌঁছে যায়। ফলে মাস্কের মোট সম্পদের পরিমাণও সর্বোচ্চ ১ দশমিক ৩২ ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছে যায়।

তবে মাস্ক মঙ্গলবার (২৩ জুন) তার ট্রিলিয়নিয়ার মর্যাদা হারিয়েছেন। স্পেসএক্সের শেয়ারবাজারে অভিষেকের পর বিশ্বের প্রথম ব্যক্তি হিসেবে ট্রিলিয়ন ডলারের সম্পদের মালিক হওয়ার দুই সপ্তাহেরও কম সময় পর এই ঘটনা ঘটেছে বলে ব্লুমবার্গের প্রতিবেদনে জানা গেছে।

স্পেসএক্স এমন একটি দ্রুত-বর্ধনশীল প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান, যার স্থান বিশ্বের সবচেয়ে বড় ও শক্তিশালী কোম্পানিগুলোর পাশে হওয়া উচিত। কিন্তু ইতিহাস আরেকটি, কম আশাব্যঞ্জক গতিপথের ইঙ্গিত দেয়। কারণ স্পেসএক্সের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি মিল অ্যাপল বা এনভিডিয়ার নয়; বরং প্রায় ৩০০ বছর টিকে থাকা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির।

নিশ্চিতভাবেই স্পেসএক্স এখনই মানুষের ওপর কর আরোপ বা শাসন করতে যাচ্ছে না, যেমনটা পুরনো আমলের চার্টার্ড কোম্পানিগুলো করত। কারণ মহাকাশে (আমাদের জানা মতে) কোনো বাসিন্দা নেই। তবুও, আমরা এমন একটি প্রতিষ্ঠানকে দেখছি যারা যেকোনো সার্বভৌম রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের বাইরে গিয়ে কাজ করছে। এটি ইতিমধ্যে এমন বিশাল ক্ষমতা অর্জন করেছে যা পুনরুদ্ধারে সরকারগুলো এখন হিমশিম *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR ADULT DAYCARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
elderplan
Anthem
Hamaspik
RiverSpring Living
MetroPlus Health
S W H
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
FUHAD HUSSAIN
CCO
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CFO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
সর্বোচ্চ সেবার নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
A SISTER CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
SNG
SHAH NAWAZ GROUP
CONTACT US:
Off: 718-516-3424
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
86-11 101 Avenue,
Ozone Park, NY 11416

যুক্তরাষ্ট্রের একচ্ছত্র আধিপত্য মাত্র ৩৫ বছরেই কেন শেষ

মার্টিন উলফ

বিশ শতকে সর্বজয়ী ছিল যুক্তরাষ্ট্র। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর দেশটি শুধু প্রতিদ্বন্দ্বীহীন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তিই হয়ে ওঠেনি, বরং সাংবিধানিক সরকার ও মুক্তির গ্রহণযোগ্য মূল্যবোধও সঞ্চার করেছে। তবে তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।

কেনইবা যুক্তরাষ্ট্র এ রকম গ্রহণযোগ্য হয়েছিল, আর কীভাবে ব্যর্থ হলো, তা বুঝতে হলে অন্তত ১৯ শতকে ফিরে যেতে হবে।

এই শতকের মধ্যভাগে ইউরোপীয় শক্তিগুলো বিশেষ করে যুক্তরাজ্য বিশাল সাম্রাজ্য ও বাষ্পীয় শক্তির অধিকারী হয়ে দুনিয়া শাসন করত।

এরপর ১৯১৪ সাল পর্যন্ত দ্বিতীয় শিল্পবিপ্লবের কালে নেতৃত্বস্থানে উঠে এল যুক্তরাষ্ট্র-রসায়ন, বিদ্যুৎ, দূরালাপন, ওষুধ, জ্বালানি, বেতার ও উড়োজাহাজের ক্ষেত্রে অগ্রগতি ঘটিয়ে। ফলে বড় ধরনের পরিবর্তন সূচিত হলো, যা শুধু বিশ্বায়নেই থেমে থাকল না।

শক্তির ভারসাম্যেও পরিবর্তন আসা শুরু হলো। ইউরোপের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটল সাম্রাজ্যবাদী জার্মানির উত্থানে।

অন্যদিকে এশিয়ায় উত্থান ঘটল জাপানের। তবে সবকিছুকে ছাপিয়ে গিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রের উত্থান, যখন সে ১৯১৪ সালে বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হলো।

ইউরোপে আধিপত্য বিস্তারের জন্য উদীয়মান শক্তি জার্মানির সঙ্গে তিন শক্তি যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স ও সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়ার যে লড়াই শুরু হয়েছিল, সেটা মূল বিষয় ছিল না, যেমনটা তারা ভেবেছিল। মূল বিষয়টা ছিল যুক্তরাষ্ট্র কখন প্রধান শক্তিতে পরিণত হবে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যুক্তরাষ্ট্র হয়ে উঠল ইউরোপের প্রভু। দুর্ভাগ্যজনকভাবে দেশটি শান্তিপ্রক্রিয়াকে সমর্থন দিয়ে সেখান থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলে শান্তিই অপ্রয়োগযোগ্য হয়ে গেল।

নিজেকে প্রত্যাহারের পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ সংকট, ১৯২০ শতকের মূল্যস্ফীতি ও বেকারত্ব সহযোগে মহামন্দা ধাবিত করল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে।

তবে এ সময়টা ভিন্ন। ১৯ শতকের আদর্শিক সংঘাত ও রুশ সাম্রাজ্যের ধ্বংসের ফল হিসেবে আবির্ভূত হওয়া সোভিয়েত কমিউনিজমের সঙ্গে প্রতিযোগিতার প্রেরণায় যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপে সম্পৃক্ত থেকে গেল।

ফলে শুরু হলো ঠান্ডা যুদ্ধ। এই বিরোধে ইউরোপ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেল: পশ্চিমাংশ যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীল হয়ে উঠল, ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো হারিয়ে গেল এবং একটি সমাজে গণতান্ত্রিক (সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক) ঐক্যের উত্থান ঘটল।

অবাধ মুক্তবাজার হারিয়ে গেল, নিয়ন্ত্রিত পুঁজিবাদ জায়গা করে নিল। ১৯৮০-এর দশকের 'নয়া উদারতাবাদের' বিপ্লব ঘটার পরও ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা অনেকটাই নিয়ন্ত্রিত রয়ে গেল, কিছুটা পরিবর্তিত রূপে।

১৯৮৯ থেকে ১৯৯১ সালের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও এর সাম্রাজ্য ধসে পড়লে ফ্যাসিবাদ ও সমাজতন্ত্রের মতো একচ্ছত্রবাদী আদর্শসমূহ এবং জার্মানি, জাপান, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য, সোভিয়েত ইউনিয়নসহ সব ভূরাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীর ওপর নিজেদের জয়ধ্বনি ঘোষণা করল যুক্তরাষ্ট্র।

এক মেরুর বিশ্ব সূচিত হলো। তবে ইতিহাস তখন হেসেছিল। এই জয়ধ্বনির মাত্র ৩৫ বছরের মধ্যে স্থিতিশীলতার জন্য আধিপত্যকারী হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা উধাও হয়ে গেল, যেমনটা হয়েছিল যুক্তরাজ্যের ক্ষেত্রে ১৯০০ সালের মধ্যে।

অর্থনীতি, প্রযুক্তি ও রাজনীতির একই সঙ্গে পরিবর্তন নিয়ম-শৃঙ্খলাকে বিশৃঙ্খলায় এবং বিজয়কে পরাজয়ে রূপান্তর শুরু করল। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তিনটি বিষয় হলো: চীনের উত্থান, ডিজিটাল বিপ্লব ও দক্ষিণপন্থী জনতুষ্টিবাদের জয়জয়কার।

১৯৭০-এর দশকেই চীন রাশিয়ার সঙ্গে তার সখ্য সীমিত করে ফেলে। এর অল্প কিছুদিন পরেই দেং জিয়াওপিং 'সংস্কার ও খুলে দেওয়া' নীতি বেছে নেন।

আরেকটি পরাশক্তির উত্থান ঘটে। এক শতাব্দী পর প্রথমবারের মতো যুক্তরাষ্ট্র একটি সমকক্ষীয় প্রতিযোগীর মুখোমুখি হয়। উনিশ শতক ও বিশ শতকের প্রথমভাগের মতো এবারও একটি উদারপন্থী *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্র-ইরান সমঝোতা যেন এক মরীচিকার গল্প

আদোলফো ফ্রাঙ্কো

যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে, সেটি কোনো শান্তিচুক্তি নয়। এমনকি শান্তিচুক্তির একটি বিশ্বাসযোগ্য কাঠামো বলেও একে ধরা যায় না। সমালোচকদের এক উচ্চকণ্ঠ অংশ দ্রুত এটিকে অপমানজনক বলে আখ্যা দিতে চেয়েছে। তাঁদের মতে, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে আলোচনায় বসতে বাধ্য করা হয়েছে এবং তিনি এমন একটি দুর্বল চুক্তি করেছেন, যেখানে ইরান কৌশলে তাঁকে হারিয়ে দিয়েছে।

অনেকেই যেভাবে বিষয়টা দেখছেন, সেটা আসলে পুরো সত্য নয়। এই সমঝোতা অনেকটা মরীচিকার মতো। মনে রাখা দরকার, ট্রাম্প প্রশাসন না বুঝেশুনে এই আলোচনায় যায়নি। তারা ভালো করেই জানত, ইরানের সরকার কী চায়, কীভাবে কাজ করে, আর তাদের সঙ্গে করা চুক্তির মূল্য কতটুকু। আলোচনায় থাকা কারোই এমন ধারণা ছিল না যে ইরান এমন প্রতিশ্রুতি মানবে, যা তাদের মূল লক্ষ্যকে আটকে দেয়।

তাই এই সমঝোতা কোনো স্থায়ী শান্তি আনার চেষ্টা নয়। এটা আসলে দুই পক্ষেরই বোঝাপড়া করে নেওয়া একটা বিরতি। এটি কিছুটা সময় নেওয়ার কৌশল। এখানে বিশ্বাসের জায়গা নেই, বরং দুপক্ষই নিজেদের দরকারে একটু সময় নিচ্ছে।

ইরানের অতীত আচরণের দিকে তাকালেই এ বিষয়টি বোঝা যাবে। এটি কোনো রাজনৈতিক বিতর্কের বিষয় নয়; বরং নথিভুক্ত ইতিহাস। ইরান বহুবার চুক্তি করেছে, প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, কিন্তু যখনই সেই প্রতিশ্রুতি তাদের উদ্দেশ্যের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখনই তা ভঙ্গ করেছে। এই ধারাবাহিকতা এতটাই স্পষ্ট যে এটি যেন একধরনের নীতিতে পরিণত হয়েছে। চাপের মুখে ইরান আলোচনা করে, চাপ কমাতে প্রয়োজনীয় চুক্তি করে এবং বিপদ কেটে গেলে আবার আগের পথে ফিরে যায়।

২০১৫ সালের তথাকথিত ঐতিহাসিক পারমাণবিক চুক্তি এ প্রবণতার সবচেয়ে বড় উদাহরণ। আন্তর্জাতিক কূটনীতির সাফল্য হিসেবে একে তুলে ধরা হলেও বাস্তবে এটি ছিল ইরানের জন্য একপ্রকার স্বস্তির বিরতি। এই সময়কে তারা নিজেদের সম্পদ সুসংহত করতে, মিত্রগোষ্ঠীকে শক্তিশালী করতে এবং কৌশলগত কর্মসূচি এগিয়ে নিতে ব্যবহার করেছে। এই চুক্তি ইরানের আচরণ বদলায়নি; বরং তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাশ ও সম্পদ জুগিয়েছে।

এই অভিজ্ঞতা থেকেই ট্রাম্প প্রশাসনের 'সর্বোচ্চ চাপ প্রয়োগ' নীতি এসেছে। তাদের ধারণা, এমন একটি শাসনব্যবস্থাকে কূটনৈতিক সুযোগ দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়; বরং এমন চাপ প্রয়োগ করতে হবে, যাতে তাদের কাছে বিকল্প পথ না থাকে।

নতুন এ সমঝোতা ইরানের পরিবর্তনের কোনো ইঙ্গিত দেয় না। তাদের লক্ষ্য আগের মতোই-টিকে থাকা এবং বিস্তার ঘটানো। পরিস্থিতি অনুযায়ী তারা কৌশল বদলায়। চাপ বাড়লে আলোচনা করে, চাপ কমলে আবার এগিয়ে যায়। তাদের আলোচকেরা প্রয়োজনীয় আশ্বাস দিতে প্রস্তুত-তা রক্ষা করার কোনো ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক। এটি কূটনৈতিক ব্যর্থতা নয়; বরং এ ধরনের শাসনব্যবস্থার সঙ্গে আলোচনার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য।

ইরানের পরমাণু কর্মসূচির ক্ষেত্রেই বিষয়টি সবচেয়ে স্পষ্ট। পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার রোধ চুক্তির সদস্য হিসেবে তারা আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার সঙ্গে স্বচ্ছ সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বারবার। কিন্তু বাস্তবে তারা পরিদর্শনে বাধা দিয়েছে, গোপন স্থাপনা তৈরি করেছে, প্রমাণ নষ্ট করেছে এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে বিভ্রান্ত করেছে। এটি বিচ্ছিন্ন লঙ্ঘন নয়; বরং ধারাবাহিক প্রতারণা, যার লক্ষ্য একটিই-পারমাণবিক অস্ত্র অর্জন। যে দেশ কেবল শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে পরমাণু শক্তি ব্যবহার করতে চায়, তার জন্য ব্যয়বহুল অভ্যন্তরীণ ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ কর্মসূচির প্রয়োজন পড়ে না। এই জ্বালানি অনেক কম খরচে এবং আন্তর্জাতিক উত্তেজনা সৃষ্টি না করেই সহজেই অন্য দেশ থেকে কেনা যায়। তবু ইরান এই ব্যয়বহুল ও ঝুঁকিপূর্ণ পথ বেছে নিয়েছে। কারণ, তাদের কাছে সমৃদ্ধকরণ কোনো মাধ্যম নয়; সেটিই মূল লক্ষ্য। তাদের শাসকগোষ্ঠী পারমাণবিক অস্ত্র অর্জনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং এই লক্ষ্য সময়, ব্যক্তি বা পরিস্থিতির পরিবর্তনে বদলায়নি। ইরানের এই লক্ষ্য আলোচনার মাধ্যমে বদলানো যাবে-এমন আশা বাস্তবসম্মত নয়। কারণ, ইরানের শাসকদের সিদ্ধান্ত *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

LAW OFFICES

Toll Free: 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256

(To schedule appointment only)

Moin & Michael

এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস

বিনামূল্যে পরামর্শ

প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন

- গাড়ী এক্সিডেন্ট
- কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- ট্রিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
- লেড পয়জনিং
- **IMMIGRATION**

(Consultation fee applies)

ক্লায়েন্টেদের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি

Attorney
Michigan Only.

Attorney
Michigan Only.

Attorney
New Jersey Only

Attorney, Buffalo
New York Only

Attorney
Connecticut Only

Attorney
Pennsylvania Only

WWW.MOINLAW.COM

Prior Result Does Not Guarantee future outcome of any cases
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and Michigan State Supreme Court only.
Michael Taub is admitted in New York State Only.

গাজায় ইসরায়েলি নিষ্ঠুরতা ও ভারতের নীরবতা

সোনিয়া গান্ধী

২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড নিয়ে গঠিত জাতিসংঘের স্বাধীন আন্তর্জাতিক তদন্ত কমিশন জানিয়েছিল, গাজায় ফিলিস্তিনিদের ওপর গণহত্যা চালাচ্ছে ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ। ২০২৬ সালের জুনে এসে সেই একই কমিশন-যার প্রধান এখন ভারতের বিশিষ্ট সাবেক বিচারপতি এস মুরলীধর-আবারও জোরালোভাবে বলেছে যে গাজার শিশুদের টার্গেট করার মাধ্যমে ফিলিস্তিনিদের অস্তিত্ব পুরোপুরি মিটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে ইসরায়েল।

৯৪ পৃষ্ঠার এই প্রতিবেদনটি পড়া সত্যিই এক ভয়াবহ অভিজ্ঞতা। ইসরায়েল গাজায় যে চরম ধ্বংসযজ্ঞ ও পরিকল্পিত গণহত্যা চালাচ্ছে, তার রোমহর্ষ বিবরণ রয়েছে এতে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, অন্তত ২০ হাজার শিশু নিহত এবং আরও ৪৪ হাজার শিশু আহত হয়েছে, যাদের অনেকেই চিরতরে পঙ্গু হয়ে গেছে। শিশুদের ওপর এই হামলা কোনো দুর্ঘটনাবশত ঘটনা নয়, এটি একটি পরিকল্পিত কৌশল। হতাহত ব্যক্তিদের শতকরা ২৭ ভাগই শিশু। নিহত অনেক ছেলের মাথায় ও ঘাড়ে গুলির ক্ষত পাওয়া গেছে।

গাজার ৯৭ শতাংশ স্কুল ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। শিশু হাসপাতালসহ স্বাস্থ্য অবকাঠামো গুঁড়িয়ে দেওয়ায় গর্ভপাত এবং সন্তান প্রসবজনিত জটিলতা ৩০০ শতাংশ বেড়েছে।

হামাস কর্তৃক ইসরায়েলের ওপর চালানো হামলার পর আড়াই বছর পেরিয়ে গেছে। এই সময়ে এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের পাল্টা জবাব ছিল চরম নিষ্ঠুর ও বর্বরতায় ভরা। প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু থেকে শুরু করে তাঁর মন্ত্রিসভার শীর্ষ সদস্যরা গাজাকে 'সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ' ও 'পুরোপুরি ধ্বংস' করার ডাক দেন। তাঁরা ফিলিস্তিনিদের 'পশু' হিসেবে আখ্যা দিয়ে বলেন যে তাদের 'বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নেই'। এমনকি গাজা থেকে 'লাখ লাখ মানুষের পালিয়ে যাওয়াকেই' তাঁরা নিজেদের সাফল্য হিসেবে দেখছেন।

এমন স্পষ্ট গণহত্যামূলক অভিপ্রায় থাকা সত্ত্বেও, ওয়াশিংটনে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনের অকুণ্ঠ সমর্থন ইসরায়েলকে এই নিষ্ঠুর অভিযান চালিয়ে যেতে সাহায্য করছে। তবে বিশ্বের বাকি দেশগুলোর বিবেক এবার জেগে উঠেছে।

আমেরিকার ভেটো ও বাধার কারণে জাতিসংঘ কোনো কঠোর পদক্ষেপ নিতে না পারলেও, এর সংস্থাগুলো ইসরায়েলের যুদ্ধাপরাধের নথিপত্র তৈরিতে চমৎকার ভূমিকা পালন করেছে। পশ্চিমা ব্লকের সঙ্গে ঐতিহাসিকভাবে যুক্ত শীর্ষ দেশগুলো-যেমন ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়া-ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে, অথচ কয়েক দশক ধরে তারা ফিলিস্তিন ইস্যুতে উদাসীন ছিল।

দক্ষিণ আফ্রিকা, যার সঙ্গে উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভারতের দীর্ঘদিনের সংহতির ইতিহাস রয়েছে, তারা ১৯৪৮ সালের গণহত্যা কনভেনশন লঙ্ঘনের দায়ে ইসরায়েলকে আন্তর্জাতিক আদালতে দাঁড় করিয়েছে। ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশ ইসরায়েলে অস্ত্র বিক্রি সীমিত করেছে এবং লাতিন আমেরিকার বেশ কয়েকটি দেশ সম্পর্ক ছিন্ন বা সীমিত করেছে।

আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি) এমনকি ইসরায়েলি রাজনৈতিক নেতৃত্বের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানাও জারি করেছেন। ভারতের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এমন বহু দেশ গাজায় ইসরায়েলের এই কর্মকাণ্ডকে 'গণহত্যা' বলে স্বীকৃতি দিয়েছে।

ইসরায়েলের বিরুদ্ধে বিশ্বজুড়ে ক্রমবর্ধমান জনরোষ এবং গাজায় চালানো এই বর্বরতার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ঐক্যবদ্ধ অবস্থানের মাঝেও ভারত কেবলই নীরব। বিচারপতি মুরলীধরের এই প্রতিবেদন, যা বিশ্বজুড়ে গাজা গণহত্যার বিরুদ্ধে নতুন করে আলোচনা ও আন্দোলনের জন্ম দিয়েছে, তা নিয়ে নরেন্দ্র মোদি সরকার সম্পূর্ণ নিশ্চুপ। অবশ্য এটি মোটেও অবাক হওয়ার মতো বিষয় নয়। মনে রাখা দরকার, ২০২০ সালের দিল্লি দাঙ্গার আগে বিজেপির নেতাদের উসকানিমূলক বক্তব্যের বিরুদ্ধে দিল্লি পুলিশ কোনো ব্যবস্থা না নেওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন বিচারপতি মুরলীধর। এর পরপরই তাঁকে দিল্লি হাইকোর্ট থেকে বদলি করা *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

সমাজে ধর্মীয় বিতর্কের রূপান্তর ও মীমাংসা-অমীমাংসার সীমানা

রাফসান গালিব

সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন ইস্যুতে ধর্মীয় বিধিনিষেধ ও সাংস্কৃতিক বাসনার মধ্যে পুরোনো কিছু বিতর্ক নতুন করে হাজির হয়েছে।

ইস্যুগুলো হচ্ছে: নেমেসিস ব্যান্ডের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে তাদের একসময়কার জনপ্রিয় গিটারিস্ট মাহের খানের অংশগ্রহণ, যিনি কিনা ধর্মীয় কারণে ব্যক্তিগতভাবে ব্যান্ড থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন; নাজিয়া সামান্থা নামের এক তরুণী হিজাব পরা অবস্থায় ড্রাম বাজানো এবং এ নিয়ে সমালোচনা ও তাঁর বাবার ক্ষমা চাওয়া, একটি ইসলামি ছাত্রসংগঠনের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতির অল্পবয়সী মেয়ের ইসলামি সংগীত শেখার সময় সংগীতশিক্ষকের সামনে হারমোনিয়ামসহ ছবি প্রকাশ নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় তীব্র আক্রমণ, হালালা সেন্টার নামে একটি অনলাইন প্ল্যাটফর্মের 'শরিয়তসম্মতভাবে' হিল্লা বিয়েকে সামনে নিয়ে আসা; যে হিল্লা বিয়ে ধর্মীয়ভাবে নিন্দনীয় ও দেশীয় আইনে অপরাধের কাজ।

ধর্মীয়গতভাবে সংগীত বা বাদ্যযন্ত্র বাজানো, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, হিল্লা বিয়ে বৈধ নাকি অবৈধ (হালাল নাকি হারাম)-এসব বিষয় নিয়ে তর্কবিতর্ক কিন্তু নতুন নয়। যুগ যুগ ধরে তর্কবিতর্কের পর এমন অনেক বিষয় আধুনিকতা, প্রযুক্তির উৎকর্ষ, বৈশ্বিক প্রভাব, সামাজিক বাস্তবতা ও অর্থনৈতিক উপযোগিতার একেক পর্যায়ে মানুষের জীবনচর্চায় স্বাভাবিক হয়ে আসে, আবার নতুনভাবেও হাজির হয়। মানুষের ধর্মীয় নৈতিকতার আদর্শ এবং সময় ও বাস্তব জীবনের উপযোগিতার মধ্যকার চিরন্তন দ্বন্দ্বের ফলে এসব বিতর্ক নানাভাবে চাঙা হয়।

গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, ইস্যুগুলো ভিন্ন ভিন্ন হলেও তর্কবিতর্কের ধরন ও উপস্থাপন থাকে একই। সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে একটা ইস্যু সমাজে স্বাভাবিকীকরণ বা আত্মস্থ হয়ে গেলেও অন্য ইস্যুকে ঘিরে আবার সেই তর্কবিতর্ক ফিরে আসে। এর পেছনে কাজ করে ধর্মীয় মতপার্থক্য, ঐতিহাসিক বাস্তবতা, স্থানীয় ও সম্প্রদায়গত চিন্তাচর্চার ধরন এবং সাংস্কৃতিক বোঝাপড়া ইত্যাদি কারণ।

ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রশ্ন

ইসলাম একটি বৈশ্বিক ধর্ম হলেও এর বিকাশ ঘটেছে আরব অঞ্চলে। ফলে এ ধর্মের সঙ্গে আরবের সংস্কৃতির গভীর সম্পৃক্ততা, যোগাযোগ ও প্রভাব আছে। তবে ইসলাম যখন আরবের বাইরে ছড়িয়ে যেতে লাগল, তখন বিভিন্ন স্থানীয় সংস্কৃতির সঙ্গে নানা প্রশ্ন তৈরি হতে থাকে। সমাজবিদ ও নৃতাত্ত্বিকেরা বলছেন, এ ক্ষেত্রে ইসলাম তিনটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গেছে- সাংস্কৃতিক উপাদান গ্রহণ (অ্যাকালচারেশন), সংশোধন (রিফর্ম) এবং বর্জন (রিজেকশন)।

রিচার্ড ইটন তাঁর বিখ্যাত 'দ্য রাইজ অব ইসলাম অ্যান্ড বেঙ্গল ফ্রন্টিয়ার' বইয়ে দেখিয়েছেন, বাংলায় ইসলাম যখন স্থানীয় সংস্কৃতির মুখোমুখি হয়েছিল, তখন তা তিনটি ধাপে কাজ করেছে। (ইনক্লুশন বা অন্তর্ভুক্তিকরণ): স্থানীয় সংস্কৃতির উপাদানকে ইসলাম নিজের ভেতরে জায়গা দিয়েছে। আইডেন্টিফিকেশন (চিহ্নিতকরণ/সমন্বয়): ইসলামি চরিত্রগুলোকে স্থানীয় সংস্কৃতির রূপকের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে (যেমন: আল্লাহকে 'নিরঞ্জন' বা নবীকে 'মহাপুরুষ' বলা)। ডিসপ্লেসমেন্ট (প্রতিস্থাপন/স্থানপূরণ/সংস্কার বা বর্জন): পরবর্তী সময়ে যখন মানুষ ইসলামের নানা সংস্কার আন্দোলনের সংস্পর্শে এসেছে, তখন তারা স্থানীয় সংস্কার বা অ-ইসলামি প্রথাগুলো বর্জন করেছে।

খেয়াল করলে দেখা যাবে, এই ধাপগুলো আসলে একটি চলমান প্রক্রিয়া। কারণ, ধর্মের সঙ্গে সংস্কৃতির বাহাস চিরন্তন। সময়ের পরিক্রমায় ইসলামের বিভিন্ন গোষ্ঠীগত বোঝাপড়া এখানে নানা মতাদর্শ, পাঠ ও চর্চা তৈরি করে; যা ঐতিহ্য আকারে একেকটা গোষ্ঠীর ধর্মীয় ভিত্তিও তৈরি করে দেয়। যেখানে ইসলামের একটি গোষ্ঠীর কাছে সংস্কৃতির একটি শৈল্পিক প্রকাশ তথা সংগীত হারাম হিসেবেই বিবেচিত হয়, আবার আরেকটি গোষ্ঠী যেমন তরিকতি ধারায় এটি ধর্মীয় ঐতিহ্যেরই অংশ। সাধারণ মুসলিম সমাজের বিশাল অংশের কাছে সংগীত ও বাদ্যবাজনা স্বাভাবিক একটি সাংস্কৃতিক আচরণ বা বিনোদনের মাধ্যম। শ্লীলতা-অশ্লীলতা এবং নীতিনৈতিকতার মানদণ্ডে সংগীতের গ্রহণ-বর্জনের বিষয়টিও আবার সেখানে যুক্ত থাকে।

বাদ্যযন্ত্রের উদ্ভাবন ও সংগীতের বিকাশ এবং এর *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

মর্টগেজ

এর মাধ্যমে বাড়ি কিনুন

স্বল্প আয়?
কোনো সমস্যা নেই

SMG FUNDING

ডিরেক্ট লেন্ডার

কোনো আয় দেখানোর প্রয়োজন নেই,
ব্যাংক স্টেটমেন্টও লাগবে না

এক বছর ট্যাক্স ফাইল (৯০৯৯) এবং মাত্র ৫%
ডাউন পেমেন্ট দিয়ে বাড়ি কিনতে পারবেন

ট্যাক্সি ক্যাব ও ব্যবসার মালিকদের
জন্য রয়েছে বিশেষ প্রোগ্রাম

হোমকেয়ারে যারা কাজ করেন
তাদের জন্যও থাকছে বিশেষ সুবিধা

যাদের ওয়ার্ক পারমিট আছে,
তারাও বাড়ি কিনতে পারবেন

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.

139-27 QUEENS BLVD, SUITE2,
JAMAICA, NY 11435

AKIB HUSSAIN
BRANCH MANAGER
(646) 920-4799

Empire Care Agency

LHCSA Licensed Home Health Care

PCA / HHA SERVICE

WHY CHOOSE US?
We Pay The Highest Rate
Our Experienced Nurse Will Advocate for your more Hours

হোম কেয়ার সেবা দিয়ে
অর্থ উপার্জন করুন

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট দিয়ে থাকি

OUR SERVICES
- Skilled Nursing
- Home Health Aides
- Medicaiton Remindrs
- Meal Preparation
- Personal Care
- Light Housekeeping

$23 Per Hour Giver to **PCA & HHA** Care Giver

NURUL AZIM
CEO
516-451-3748

WE SPEAK BANGLA, HINDI, URDU, PUNJABI, SPANISH

119-40 Metropolitan Ave
Suite 101C, Kew Gardens
NY 11415

516-900-7860
Fax: 212-381-0649
Empirehcam@gmail.com

জ্বরের পর দুর্বলতা কাটাতে যা খাবেন

পরিচয় ডেস্ক: জ্বর সেরে উঠতে যেমন সময় লাগে, তেমনি সময় লাগে জ্বর সেরে যাওয়ার পর দুর্বলতা কাটাতে। দুর্বলতা কমানোর জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত বিশ্রাম ও পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ।

জ্বরে আক্রান্ত হলে রোগীর শরীর অনেক দুর্বল হয়ে পড়ে। জ্বর সেরে উঠতে যেমন সময় লাগে, তেমনি সময় লাগে জ্বর সেরে যাওয়ার পর দুর্বলতা কাটাতে। দুর্বলতা কমানোর জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত বিশ্রাম ও পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ।

জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তিদের প্রোটিন ও আয়রনসমৃদ্ধ খাবার প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় রাখতে হবে। বিভিন্ন ধরনের ডাল, মটরশুঁটি, ছোলা, সয়ামিট, মাশরুম, বাদাম, তিসি, চিয়াসিড এসব খাবারে ভালো পরিমাণে প্রোটিন থাকে। মাংস দিয়ে স্যুপ করে খেলে এটি শরীরের দুর্বলতা কমায়।

ফলের মাঝে মৌসুমি নানা রকমের তাজা ফল, কমলা, মাল্টা, আপেল, পেয়ারা, আমড়া, পাকা পেঁপে, আম, আনারস, আঙুর, ডালিম, আনার লেবু জাতীয় ফল, ডাবের পানি নিয়মিত খেতে হবে। সবজির মাঝে কচুশাক, পালংশাক, মিষ্টিকুমড়া, আলু, গাজর এগুলো শারীরিক দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে ও রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করবে ।

শরীরে পানির পরিমাণ ঠিক রাখতে ডাবের পানি ও বিভিন্ন ধরনের ফলের রস খেতে হবে। এ ছাড়া নরম সেদ্ধ জাউ ভাত, খিচুড়ি, বিভিন্ন ধরনের সবজি স্যুপ খেতে দিতে হবে রোগীকে।

এ সময় আদা দিয়ে চা পান করলেও উপকার পাবেন। আদা শরীর থেকে জীবাণু দূর করে শরীরকে টক্সিন মুক্ত করে।

সঙ্গে সঙ্গে রোগীকে পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিতে, যা রোগীকে দ্রুত সুস্থ হতে সহায়তা করবে।- পুষ্টিবিদ মিশু দাস

লিচু খেলে যেসব উপকার পাবেন

পরিচয় ডেস্ক: গ্রীষ্মকালীন একটি রসালো ফল লিচু, যা সবারই খুব পছন্দের। মিষ্টি এই ফলটি খেতে পছন্দ করলেও লিচুর পুষ্টিগুণ কেমন এবং এটি কী পরিমাণ খাওয়া শরীরের জন্য ভালো সেটা অনেকেই জানেন না। যেকোনো ফলই শরীরের জন্য উপকারী। আর লিচু যেহেতু একটি মৌসুমী ফল, এটি খেলে অনেক স্বাস্থ্য উপকারিতা পাওয়া যায়।

লিচুর পুষ্টিগুণ

লিচুতে জলীয় অংশের পরিমাণ বেশি। প্রোটিন এবং কার্বোহাইড্রেট খুব অল্প পরিমাণে থাকে। লিচুতে ফ্যাট নেই। রয়েছে ভিটামিন এবং খনিজ পদার্থ। খনিজ উপাদানগুলো হলো ম্যাঙ্গানিজ আয়রন, ফলিক অ্যাসিড, কপার ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ইত্যাদি। এ ছাড়াও রয়েছে প্রচুর ডায়েটারি ফাইবার এবং *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

গরমে আম, লিচু, কাঁঠাল ছেড়ে হঠাৎ কিউয়ি খেতে যাবেন কেন?

পরিচয় ডেস্ক : পাহাড়ে এই ফলের বিশেষ নামডাক না থালেও সমতলে তার বেশ সুনাম রয়েছে। পাড়ার ফল বিক্রেতার দোকানেও কিউয়ির কদর বেড়েছে। অন্যান্য চেনা ফলের সঙ্গে মানুষ টক-মিষ্টি স্বাদের এই ফলও কিনছেন।

গরম মানেই তো আম, কাঁঠাল, লিচুর ছড়াছড়ি। ঘেমেনেয়ে বাজার করতে যত কষ্টই হোক, ফেরার পথে ফল বিক্রেতার থেকে বেছে বেছে বেশ খানিকটা আম, লিচু কিংবা কাঁঠালের কোয়া না কিনলে মন ভরে না। মিষ্টি ফল বেশি খেলে রক্তে শর্করা আবার চোখ *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

অলিভ অয়েল যেসব রোগের ঝুঁকি কমায়

পরিচয় ডেস্ক : স্বাস্থ্য সচেতনদের অনেকেই এখন রান্নায় সয়াবিন তেল ব্যবহার করা অনেক কমিয়ে দিয়েছে। সয়াবিন তেলের পরিবর্তে এখন অনেকেরই পছন্দ সূর্যমুখী তেলের ব্যবহার। আবার অনেকেই পছন্দ করছেন অলিভ অয়েলকে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, রান্নায় নিয়মিত অলিভ অয়েল ব্যবহারে ঝুঁকি কমে বেশকিছু জটিল রোগে আক্রান্ত হওয়ার।

অলিভ অয়েল সর্বপ্রথম ব্যবহার করা শুরু হয় ভূমধ্যসাগরীয় সভ্যতায়। এর মধ্যে বলা যায়, রোমান এবং গ্রিকদের নাম। বহু শতাব্দী ধরে অলিভ অয়েল ব্যবহার করে আসছে তারা।

অলিভ অয়েল যেসব রোগের ঝুঁকি কমায়

অলিভ অয়েলের মধ্যে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট হিসেবে ধরা হয় একস্ট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েল। এর যথেষ্ট স্বাস্থ্য উপকারিতা রয়েছে। এতে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, পলিফেনল সমৃদ্ধ, অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল, অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি এবং অ্যান্টি-এজিং বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তাই জেনেটিক্স স্বাস্থ্য এবং আয়ুষ্কালের ক্ষেত্রে একটি বড় ভূমিকা পালন করে এটি।

রান্নায় অলিভ অয়েলঅয়েল ব্যবহার করাকে অনেক বেশি স্বাস্থ্যকর বলেই মনে করছেন পুষ্টিবিদরা। আমেরিকান হেলথলাইনের একটি প্রতিবেদন অনুসারে তাই আসুন জেনে নিই এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েলের কিছু স্বাস্থ্য উপকারিতা। এগুলো হলো:

১। উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ: উচ্চ রক্তচাপ অনেক দীর্ঘস্থায়ী স্বাস্থ্য জটিলতার অগ্রদূত। বর্তমান স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ দেয় যে এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েল বা জলপাইয়ের তেল রক্তচাপ কমাতে পারে। মনোস্যাচুরেটেড ফ্যাট সমৃদ্ধ হওয়ায় অ্যান্টি-হাইপারটেনসিভ ওষুধের দৈনিক ডোজও কমাতে পারে এই তেল।

২। ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি রোধ: ত্বকের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটাতে এর জুড়ি নেই। অলিভ অয়েলে পাওয়া পলিফেনল, অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বৈশিষ্ট্য শরীরে ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি রোধ করে এবং ক্ষত নিরাময়কে ত্বরান্বিত করে।

৩। অ্যালঝাইমার্স প্রতিরোধ: এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েলের পুষ্টিগুণ বা উপাদান অ্যালঝাইমার্স প্রতিরোধেও সাহায্য করে।

৪। ক্যানসার: সম্প্রতি একটি গবেষণায় দেখা গেছে, *বাকি অংশ ২৯ পৃষ্ঠায়*

প্রতিদিন কাঁচা পেঁয়াজ খেলে মিলবে যেসব উপকারিতা

পরিচয় ডেস্ক : খাবারের তালিকায় পুষ্টিমান উন্নত করতে আমরা দেশি-বিদেশি কত উপকরণই না খুঁজে বেড়াই। কিন্তু আমাদের আশপাশেই সহজলভ্য অনেক কিছুই রয়েছে, যা প্রতিদিনের খাবারের তালিকায় রেখে পেতে পারেন অনেক উপকারিতা। এগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো কাঁচা পেঁয়াজ। যদিও অনেকেই এর তীব্র ঘ্রাণের কারণে বিশেষ পছন্দ করেন না। তবে কাঁচা পেঁয়াজকে খাবারের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে পেতে পারেন অনেকগুলো উপকারিতা।

১. রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়ায়

কাঁচা পেঁয়াজ ভিটামিন সি-এর একটি চমৎকার উৎস, যা শরীরের রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়াতে সহায়তা করে। ভিটামিন সি শ্বেত রক্তকণিকা তৈরিতে সহায়তা করে। শ্বেত রক্তকণিকা ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই করে। এ ছাড়া কাঁচা পেঁয়াজ ঠান্ডা লাগা এবং ফ্লুর মতো সাধারণ অসুস্থতা প্রতিরোধেও সহায়তা করে।

২.কার্ডিওভাসকুলার স্বাস্থ্যকে উন্নত করে *বাকি অংশ ২৯ পৃষ্ঠায়*

খালি পেটে পাকা পেঁপে খাওয়া কি আদৌ উচিত?

পরিচয় ডেস্ক : সারাবছরই পাওয়া যায় এমন ফলের মধ্যে অন্যতম ফল পাকা পেঁপে। এ ফল অনেকেই খেতে পছন্দ করেন আবার অনেকেই খেতে চান না। তবে আপনি কি জানেন, এ ফলটি খালি পেটে খেলে কী হয়?

পুষ্টিবিদদের মতে, পেঁপের মধ্যে রয়েছে ভিটামিন, খনিজের প্রাকৃতিক উৎস, বিটা ক্যারোটিন, ভিটামিন সি, অ্যান্টি অক্সিডেন্ট, ভিটামিন ই, ক্যারোটিনয়েড, ফাইবার, পটাশিয়াম ইত্যাদি।

নিয়মিত পেঁপে খাওয়ার অভ্যাসে রয়েছে বেশকিছু স্বাস্থ্য উপকারিতা। তবে খালিপেটে পাকা পেঁপে খেলে আরও বেশি উপকার মেলে।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়া, এনডিটিভি ও হিন্দুস্তান টাইমসের একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, খালি পেটে পেঁপে খাওয়ার অনেক সুবিধা রয়েছে। যেমন-

১। অ্যান্টি অক্সিড্যান্টে ভরপুর: ভিটামিন সি এবং অ্যান্টি অক্সিডেন্টে ভরপুর পাকা পেঁপে ক্যানসারের মতো দুরারোগ্য ব্যাধি প্রতিরোধ করে। *বাকি অংশ ২৯ পৃষ্ঠায়*

মাছের বিরিয়ানি

পরিচয় ডেস্ক: মাংসের বিরিয়ানীর পাশাপাশি মাছ দিয়েও সুস্বাদু বিরিয়ানী রান্না করা যায়।
উপকরণ- ১ কেজি ভেটকি মাছ বা ইলিশ মাছ, ১ কেজি পেঁয়াজ, ১০০ গ্রাম সবুজ কাঁচা মরিচ, ৭০ গ্রাম রসুন, ৭০ গ্রাম আদা, ২টা লেবুর রস, ১ কাপ ধনেপাতা, ১ কাপ দই, লবণ স্বাদমতো, ১ কেজি চাল, ৩ চামচ ঘি, ১ কাপ তেল, ১/২ টমেটো, ১ চামচ হলুদ গুঁড়ো, পরিমাণমতো কাজু বাদাম ও কিশমিশ, ৩টা বড় এলাচ, ৩টা দারুচিনি, গরম মশলা স্বাদমতো।
প্রণালী- প্রথমে আলাদা পাত্রে মাছের কারি তৈরি করে নিন। ২৫০ গ্রাম পেঁয়াজ কুচি কুচি করে কেটে নিন। একটি কড়ায় তেলের সঙ্গে ঘি গরম করুন এবং তাতে পেঁয়াজ দিয়ে দিন। পেঁয়াজগুলো ভালো করে ভেজে নিন। এর মধ্যে কাজু ও কিশমিশ মিশিয়ে দিন। মাছে লবণ ও হলুদ মাখিয়ে রাখুন এবার ২ চামচ তেল দিয়ে হালকা করে মাছগুলো ভেজে তুলে অন্য পাত্রে রেখে দিন। কড়াইয়ে অল্প তেল দিয়ে আগে থেকে ভাজা পেঁয়াজ বেটে নিয়ে তার সঙ্গে আদা বাটা, রসুন বাটা আর মরিচ বাটা দিয়ে দিন। ৩-৪ মিনিট মিশ্রণটি নাড়তে থাকুন। এবার তাতে টমেটো, দই এবং স্বাদমতো লবণ যোগ করুন। কড়াইতে তেল ছাড়া পর্যন্ত মিশ্রণটি ভালো করে কষে দিন। এবার তাতে ভাজা মাছ, ধনেপাতা এবং লেবুর রস যোগ করে কষাতে থাকুন।

চিংড়ির মুইঠ্যা

পরিচয় ডেস্ক: ছোট-বড় সবার পছন্দ চিংড়ি মাছ। চিংড়ি মাছ খেতে পছন্দ করেন না, এমন মানুষ মেলা ভার। আর যদি হয় চিংড়ির মুইঠ্যা তাহলেতো কথাই নেই।
উপকরণ- চিংড়ি মাছ: ৫০০ গ্রাম, সেদ্ধ আলু: ১৫০ গ্রাম, ধনেপাতা কুচি: ২ চামচ, রসুন বাটা: ১ চামচ, মরিচ গুঁড়ো: আধ চামচ, হলুদ গুঁড়ো: আধ চামচ, লেবুর রস: ১ চামচ, কাঁচামরিচ বাটা: ১ চামচ, লবণ: স্বাদমতো,
গ্রেভির জন্য, পেঁয়াজ কুচি: ১ কাপ, রসুন: ৬-৭ কোয়া, আদা টুকরো: আধ ইঞ্চি, কাজু: ৮-১০টি, টমেটো: ১টি, আস্ত গরমমশলা: পরিমাণমতো, তেজপাতা: ১টি, মরিচ গুঁড়ো: ১ চামচ, হলুদ গুঁড়ো: আধ চামচ, ধনে গুঁড়ো: ১ চামচ, নারকেলের দুধ: ১ কাপ, লবণ ও চিনি: স্বাদমতো, সরিষার তেল: ৫ চামচ।
প্রণালি- প্রথমে, চিংড়ি মাছ খোসা ছাড়িয়ে ভালো করে পরিষ্কার করে নিন। পরিষ্কার অবশ্যই নজরে রাখুন যেন পানি না থাকে। চিংড়িগুলোকে ভালো করে বেটে নিন। এরপর একটি বড় পাত্রে চিংড়ির সঙ্গে আলু সেদ্ধ, ধনেপাতা কুচি, রসুন বাটা, মরিচ গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, লেবুর রস, কাঁচামরিচ বাটা ও লবণ ভালো করে মিশিয়ে নিন। দেখবেন যেন প্রত্যেকটি উপদান ভালো করে মিশে যায়। এবার একটি কড়াইয়ে সামান্য তেল নিয়ে তাতে পেঁয়াজ কুচি, রসুন, আদা টুকরো, কাজু ও টমেটো দিয়ে ভালো করে ভেজে নিন। এরপর অন্য পাত্রে রেখে মিশ্রণটি ঠান্ডা হয়ে গেলে ভালো করে বেটে নিন। এবার কড়াইতে তেল গরম করে তাতে তেজপাতা ও আস্ত গরমমশলা ফোড়ন দিয়ে বাটা মশলা দিয়ে দিন। ভালো করে একটু নাড়াচাড়া করে সব রকম গুঁড়ো মশলা দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিন। তেল ছেড়ে এলে নারকেলের দুধ দিয়ে ভালো করে নাড়াতে থাকুন। এবার বেটে রাখা চিংড়ি মাছের মিশ্রণ বড়ার মতো গড়ে নিয়ে ঝোলে ছেড়ে দিন। মিনিট পাঁচেক ঢাকনা দিয়ে ফুটতে দিন। গ্যাসের আঁচ বন্ধ করে ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে দিন। ব্যস তৈরি চিংড়ি মাছের মুইঠ্যা। ভাতের সঙ্গে দারুণ লাগবে এই চিংড়ি মুইঠ্যা।

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

সীমিত আসন, টেকআউট, ক্যাটারিং এবং ডেলিভারীর জন্য খোলা

ittadi ইত্যাদি
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555

কই মাছের দোপেঁয়াজা

পরিচয় ডেস্ক: একইসঙ্গে সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যকর একটি পদ হলো কই মাছের দোপেঁয়াজা। বাড়িতে রান্না করা কই মাছের তরকারির সঙ্গে গরম ভাত খেতে মন্দ লাগবে না।

তৈরি করতে যা লাগবে: কই মাছ- ১০ টি, পেঁয়াজ- ৮ টি, হলুদ গুঁড়া- ১/৩ চা চামচ, মরিচ গুঁড়া- ১ চা চামচ রসুন- ১ টি, আদা বাটা- ১/৩ চা চামচ, জিরা বাটা- ১/৩ চা চামচী কাঁচা মরিচ ফালি করা- ৪টি, লবণ ও তেল- পরিমাণমতো।

যেভাবে তৈরি করবেন : মাছ কেটে ভালোভাবে পরিষ্কার করে ধুয়ে নিন। এবার মাছে সামান্য লবণ ও হলুদের গুঁড়া মাখিয়ে তেলে এপিঠ-ওপিঠ হালকা ভেজে নিন। মাছ তুলে নিয়ে বাকি তেল দিয়ে তাতে মাছের সমস্ত মশলা কষিয়ে নিন। কষানো হয়ে গেলে তাতে অল্প পানি ও মাছ দিয়ে আলতো হাতে নেড়ে ঢেকে দিন। পানি শুকিয়ে গেলে নামিয়ে নিন কই মাছের দোপেঁয়াজা। গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

রুই মাছের রেজালা

পরিচয় ডেস্ক: কথায় আছে মাছে ভাতে বাঙালী। গরম ভাতের সঙ্গে রুই মাছের রেজালার স্বাদই আলাদা।

উপকরণ- রুই মাছ বড় ৮ টুকরো, ঘি ও সয়াবিন তেল একসঙ্গে ৪ টেবিল চামচ, টক দই এক কাপ, পেঁয়াজবাটা আধা কাপ,. আদাবাটা ১ চা-চামচ, লবঙ্গ ৬টি, তেজপাতা ২টি, শুকনো মরিচ ৭-৮টি, গোলমরিচ ৬টি, বড় পেঁয়াজ ২টি, লবণ স্বাদমতো, চিনি স্বাদমতো, জায়ফল গুড়ো সামান্য।

প্রণালী- টক দই ফেটিয়ে তার সঙ্গে পেঁয়াজ, আদা, কাঁচা মরিচ মিশিয়ে নিন। মাছ হালকা করে ভেজে ৪৫ মিনিট মতো দইয়ে ভিজিয়ে রাখুন। কড়াইতে ঘি গরম করে তার মধ্যে গরম মশলা, তেজপাতা ও শুকনা মরিচ ফোড়ন দিন। ফোড়ন হয়ে গেলে আস্ত গোলমরিচ ও কাটা পেঁয়াজ দিন। পেঁয়াজে লালচে রং এলে মাছগুলো তুলে নিয়ে ফেটিয়ে রাখা দই দিয়ে ভালো করে নাড়তে থাকুন। মশলা থেকে তেল ছাড়লে তার মধ্যে মাছ দিয়ে দিন। তারপর আন্দাজমতো লবণ ও চিনি দিয়ে সামান্য গরম পানি দিতে পারেন। মাছের ঝোল এতে গাঢ় হবে। নামানোর আগে জায়ফল গুড়ো দিতে হবে।

ঘরোয়া স্পেশাল কাচ্চি বিরিয়ানি

Jamaica:
168-41 Hillside Avenue
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-262-9100
718-657-1000

GHOROA RESTAURANT
the taste of home
www.ghoroa.com ghoroafoodsinc@gmail.com

Brooklyn:
478 McDonald Ave,
Brooklyn, NY 11218
Tel:718-438-6001
718-438-6002

KT KHAN'S TUTORIAL
30 YEARS OF EXCELLENCE

SHSAT Summer Add-Ons

Boost SHSAT Acceptance Chances

Year Round - 2 Days/Week

Workshop
Friday or Sunday

- Diag/CAT exam retakes (E-H)
- Advanced ELA & Math
- Top test taking strategies
- Highest admissions rate

May to October 2026

Pay-Per Class Price: $2,900
Sale Price: $1,450
ONE-TIME PRICE: $1,250 ★

2026 Summer - 4 Days/Week

Bootcamp
Tuesday to Thursday

- Diag exam retakes (A-D)
- Intensive summer weekdays
- Best for Class B students to boost Diag scores

Tues June 30 to
Thurs August 20, 2026

Pay-Per Class Price: $2,880
Sale Price: $1,516
ONE-TIME PRICE: $1,400 ★

Enroll in Both (5 Days/Week) and Get 20% OFF!

5,005+

Students placed in
Specialized High Schools.

Call (718) 938-9451 or Visit KhansTutorial.com

Greater Comilla Association USA, Inc.

বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতি যুক্তরাষ্ট্র ইনক

বার্ষিক বনভোজন ও মিলনমেলা ২০২৬

19 July, 2026
Sunday

FDR State Park
2957 Crompond Road
Yorktown Heights, NY 10598

10 am

বিশেষ আকর্ষণ

র‍্যাফেল ড্র, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, খেলাধুলা
পুরস্কার বিতরনী, সুস্বাদু খাবার, চা ও ঝালমুড়ি

সুধী, আস্‌সালামু আলাইকুম।

আসছে ১৯ জুলাই ২০২৬, রোজ রবিবার, বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতি যুক্তরাষ্ট্র ইনক এর বার্ষিক বনভোজন ও মিলনমেলা-২০২৬ **Franklin D. Roosevelt State Park** এ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। উক্ত বনভোজন ও মিলনমেলায় আপনি/আপনারা স্বপরিবারে আমন্ত্রিত। বনভোজনে আপনার উপস্থিতি আমাদেরকে অনুপ্রানিত করবে।

আমন্ত্রণে

আবুল খায়ের আখন্দ
আহ্বায়ক, 347-819-9723

যুগ্ম আহ্বায়ক
আব্দুল হান্নান ভূইঁয়া

এসএম মাহবুবুর রহমান টিটু
প্রধান সমন্বয়কারী

ফারহানা আক্তার
সমন্বয়কারী

বাছেদ ভূঁইয়া
সদস্য সচিব, 347-845-3823

যুগ্ম সদস্য সচিব
সাইদুর ইসলাম রিয়াদ
মোহাম্মদ বাবুল মিয়া

সিরাজুল হক জামাল
প্রধান পৃষ্ঠপোষক

মামুন মিয়াজী
সার্বিক তত্ত্বাবধানে

কাজী আছাদ উল্যাহ
তত্ত্বাবধানে

শুভেচ্ছান্তে

মো: ইউনুস সরকার
সভাপতি, 718-223-3856

মো: এ সিদ্দিক পাটোয়ারী
সাধারণ সম্পাদক 718-219-7977

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

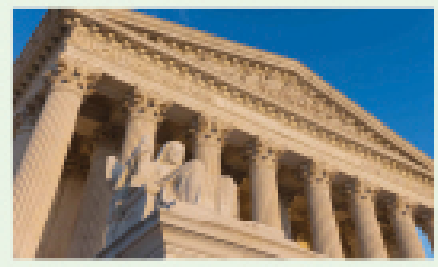

বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্বর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭৩-৪৮, ৭২ স্ট্রিট, ২য় তলা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

বনভোজন ২০২৬

আকর্ষণীয় র‍্যাফেল ড্র,
নিউইয়র্ক-ঢাকা এয়ার টিকেট
স্বর্ণালংকার, ৬৫" টিভি,
ও আকর্ষণীয় ১০টি পুরস্কার

বিশেষ আকর্ষন
র‍্যাফেল ড্র
ও ক্রীড়া
প্রতিযোগিতা

১২ জুলাই, রবিবার

Heckscher State Park
Taylor Pavilion
1 Heckscher State Parkway, East Islip, NY 11730

সকাল ১০টার মধ্যে নিজস্ব পরিবহনে
পিকনিক এর নির্ধারিত স্থানে
পৌছানোর জন্য অনুরোধ করছি।

সংগীত পরিবেশন করবেন
জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী
টিনা রাসেল
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালনা করবেন
মোহাম্মদ এনামুল হক চৌধুরী

আপনারা সকলে আমন্ত্রিত

বনভোজনের জন্য
নির্ধারিত কোন
ফি নাই।

যাতায়াত নিজস্ব পরিবহন

অর্থ কমিটি
মোঃ নুরুল আমিন
917-294-4046

আমন্ত্রনেঃ

আহবায়ক
মোঃ শফিকুল আলম
646-457-5746

যুগ্ম আহ্বায়ক
মোহাম্মদ কলিম উল্লাহ
ইমরুল কায়সার

প্রধান সমন্বয়কারী
মোহাম্মদ ঈসা
718-709-1371

সমন্বয়কারী
তানিম মহসিন
জাবের শফি

সদস্য সচিব
চৌধুরী আজিজ
929-335-8175

যুগ্ম সদস্য সচিব
মোহাম্মদ আকতার হোছাইন
মোহাম্মদ মহিম উদ্দিন

সার্বিক সহাযোগিতায়ঃ

মোহাম্মদ আলী নুর , হাজী টি আলম , ফরিদ আহমেদ চৌধুরী, অজয় তালুকদার, মোহাম্মদ নাসির চৌধুরী, পল্লব রায়।

সার্বিক তত্ত্বাবধানেঃ

আব্দুর রহিম, মোহাম্মদ হানিফ, কাজী শাখাওয়াত হোসেন আজম, মোহাম্মদ শামসুল আলম চৌধুরী, মনির আহম্মদ, মুহাম্মদ ইলিয়াছ মিঞা, মুহাম্মদ ওয়াহিদী, সরওয়ার জামান সিপিএ, জুবায়ের মানিক, সৈয়দ মোরশেদ রিজভী চৌধুরী, মোহাম্মদ সেলিম, মুহাম্মদ এনাম চৌধুরী, কামাল হোসেন মিঠু, মুহাম্মদ শাহজাহান, আবুল কাশেম চট্টলা, আবু তালেব চৌধুরী চান্দু, তরিকুল হায়দার চৌধুরী, সরওয়ার হোসেন, কাজী আশরাফ হোসেন নয়ন, মুহাম্মদ সরোয়ার, মোহাম্মদ নুরুল আনোয়ার, আরিফ চৌধুরী, জামাল চৌধুরী, মোহাম্মদ দিদারুল আলম, মোহাম্মদ জাকির, খোকন কে চৌধুরী, শ্রাবনী সিপিএ, নবী চৌধুরী, ইব্রাহিম দিপু, নওশাদ কামাল, নুরুল আজিম, খোরশেদ খন্দকার, হাজী তৌহিদুল আলম, মুহাম্মদ আমিন, মুহাম্মদ শওকত হোসেন, মিজানুর রহমান জাহাঙ্গীর, সৈয়দ এম হোসেন বাবর, সাহাব উদ্দিন চৌধুরী (লিটন), মতিউর চৌধুরী, মোহাম্মদ শাহ নুর, মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন চৌধুরী, মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম, হেলাল মাহমুদ, ফোরকান উদ্দীন, আশ্রাব আলী খান (লিটন), মোঃ মুজিবুর রহমান, মুহাম্মদ দিদারুল আলম, মুহাম্মদ কাউছার, মোহাম্মদ মেজবাহ উদ্দিন, মুহাম্মদ শাহাজাহান, আবুল কাশাম, মোঃ নাজিম উদ্দিন, মোঃ সেলিম, আব্দুল্লাহ আল মামুন, উত্তম দাশ, মুহাম্মদ জাফর ইকবাল, মুহাম্মদ সোলাইমান, এডভোকেট মুজিবুর রহমান, এডভোকেট হামিদ, ফারুক আলী তালুকদার, মামুনুর রশিদ, মুহাম্মদ শাহনূর, মুহাম্মদ মির হোসেন, মুহাম্মদ নজরুল, প্রফেসর ইকবাল, সিরাজুল ইসলাম, মুহাম্মদ মানু, নজরুল চৌধুরী, মুহাম্মদ করিম, মুহাম্মদ মহিউদ্দিন, মুহাম্মদ রাশেদুল আলম, মুহাম্মদ সওকত, নিকিল বাবু, শম্রাট, মুহাম্মদ বাবলু, মুহাম্মদ বাছন আলী, মুহাম্মদ হাসান, রিংকু চৌধুরী, তৌহিদুল আলম চৌধুরী, বেলাল হোসেন ও কাজী এমরান।

নিবেদকঃ

মোহাম্মদ আবু তাহের
সভাপতি
917-775-4178

মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম
সাধারণ সম্পাদক
646-932-4342

চিটাগাং এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা ইন্‌ক
Chittagong Association of North America Inc.

প্রচর ও প্রকাশনা সম্পাদক জাবের শফি কর্তৃক প্রচারিত।

মেসি আরও গোল করবে কিন্তু আমি ট্রফিটা

২০ পৃষ্ঠার পর

এসেছেন তিনি। তবে সংবাদ সম্মেলনে এমবাপে স্পষ্ট জানিয়ে দেন, গোলের রেকর্ড নয়, তার ভাবনা কেবল শিরোপা নিয়ে। আমার লক্ষ্য আগেও যেমন বলেছি, যতদূর সম্ভব এগিয়ে যাওয়া। ১৯ জুলাইয়ের ফাইনালে পৌঁছানো এবং আবার এখানে ফিরে আসাই আমাদের লক্ষ্য।

আমরা জয়ের জন্য খেলছি এবং ধাপে ধাপে এগোচ্ছি। অবশ্যই যত বেশি গোল করবেন, তত ওপরে উঠবেন। এটা নতুন কিছু নয়, যোগ করেন তিনি।

তবে মেসিকে ছাড়িয়ে যাওয়ার চিন্তায় মোটেও বিভোর নন তিনি, আমি নিশ্চিত, লিও (মেসি) আরও গোল করবে। তাই এসব নিয়ে আমি খুব বেশি ভাবছি না। আমার পুরো মনোযোগ সম্ভাব্য প্রতিপক্ষ এবং কীভাবে ফাইনালের আরও কাছে পৌঁছানো যায়, সেদিকেই। বর্তমান চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা শেষ ৩২-এ মুখোমুখি হবে কেপ ভার্দের। অন্যদিকে ফ্রান্স কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে খেলবে প্যারাগুয়ের বিপক্ষে। সেই ম্যাচ জিতলে তাদের প্রতিপক্ষ হবে স্বাগতিক কানাডা অথবা মরক্কো।

জার্মানিকে টাইব্রেকারে হারিয়ে শেষ ১৬-এ ওঠা প্যারাগুয়ে রক্ষণাত্মক কৌশলেই খেলেছিল। সেই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়েই প্রতিপক্ষকে গুরুত্ব দিয়ে ফ্রান্স তাদের প্রস্তুতি নিচ্ছে ফ্রান্স বলেন জানান এমবাপে, প্যারাগুয়ের ম্যাচের আগে আমরা আরও কাজ করব। এখনও কিছু বিষয় উন্নতির সুযোগ রয়েছে। তবে সামগ্রিকভাবে আমরা ইতিবাচক অবস্থায় আছি। আর আমাদের গোল করার সামর্থ্য এমন যে, যেকোনো ম্যাচেই আমরা এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ তৈরি করতে পারি।

এমবাপে জাদু চলছেই, ফেভারিটের মতো

২০ পৃষ্ঠার পর

নজরকাড়া থ্রু বল থেকে গোল করেছিলেন এমবাপে, তবে অফসাইডের কারণে সেটি বাতিল হয়। ৩০ মিনিটে আদ্রিয়ান রাবিওর দূরপাল্লার শট ঠেকান সুইডিশ গোলরক্ষক।

তবে ৩২ মিনিটে এমবাপে যে সুযোগ মিস করেছেন, সেটি যেন তাঁর নিজেরই বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়েছে। সামনে একদম অরক্ষিত গোলপোস্ট থাকা সত্ত্বেও বল মেরেছেন পোস্টে, ফলে এ দফায়ও গোলবঞ্চিত থাকতে হয় তাঁকে। এর ঠিক চার মিনিট পর ম্যাচের অন্যতম আকর্ষণীয় দৃশ্যটি আসে ওলিসের সৌজন্যে। এই বায়ার্ন মিউনিখ তারকার দুর্দান্ত ওভারহেড কিকটি ডান পোস্টে লেগে ফেরত না এলে নিঃসন্দেহে এবারের আসরের অন্যতম সেরা গোলের দাবিদার হতো সেটি।

প্রথমার্ধেই অন্তত তিন গোলে এগিয়ে থাকতে না পারার আক্ষেপ অবশেষে কিছুটা দূর হয় এমবাপের পায়েই। উসমান দেম্বেলের থেকে বল পেয়ে বক্সের পা প্রান্ত থেকে তাঁর ট্রেডমার্ক শটে দলকে প্রথম গোল এনে দেন ফরাসি অধিনায়ক। গোল করেই তিনি ছুটে যান কোচ দেশমের দিকে, নরওয়ে ম্যাচের আগেই যিনি হারিয়েছেন মাকে।

তবে প্রথমার্ধের যোগ করা সময়েই ম্যাচে ফেরার সেরা সুযোগ পেয়েছিল সুইডেন। দ্রুত প্রতি আক্রমণে একদম সুবিধাজনক অবস্থানে বল পেয়েছিলেন এলিয়ট স্ট্রাউড, তবে শেষ পর্যন্ত তিনি বল পাঠান পোস্টের বাইরে।

দ্বিতীয়ার্ধে আক্রমণের ধার আরও বাড়ায় ফ্রান্স। ৫৩ মিনিটে এর সুফল পান ব্র্যাডলি বারকোলা। ওলিসের থেকে বল পেয়ে ঠাণ্ডা মাথায় পেনাল্টি স্পটের কাছাকাছি জায়গা থেকে নিচু শটে ব্যবধান ২-০ করেন এই পিএসজি ফুটবলার।

সুইডেনের ম্যাচে ফেরার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা থেকে থাকলেও ৭৪ মিনিটে সেটি শেষ করে দেন এমবাপে। এই গোলের কারিগরও ওলিসে, তিন সুইডিশ ডিফেন্ডারকে নিষ্ক্রিয় করে এমবাপের উদ্দেশ্যে বল পাঠান তিনি, দারুণভাবে বলটা নিয়ন্ত্রণে নিয়ে বাঁকানো শটে ৩-০ গোলের জয় নিশ্চিত করেন এমবাপে। ৮৫ মিনিটে যখন তাঁকে উঠিয়ে নেয়া হয়, কোচ দেশমের তাঁর উদ্দেশ্যে মাথা ঝোঁকানোই বলে দেয়, এমবাপে কতটা অপ্রতিরোধ্য ফর্মে আছেন।

জোড়া গোলে সব আলো এমবাপে নিজের দিকে টেনে নিলেও এই ম্যাচে ফ্রান্সের বড় পাওনা মাইকেল ওলিসের পারফরম্যান্স। প্রায় প্রতিটি আক্রমণের সূচনা হয়েছে এই বায়ার্ন তারকার থেকে। নিজে গোল না পেলেও ফ্রান্সের আক্রমণভাগের স্পন্দন হিসেবে খেলে যাচ্ছেন ওলিসে। টুর্নামেন্টে এখন পর্যন্ত ৫টি অ্যাসিস্ট ওলিসের, যা এবারের আসরে সর্বোচ্চ।

এই দুই গোলে বিশ্বকাপে এখন ১৮ গোলের মালিক এমবাপে, মেসির থেকে পিছিয়ে আছেন মাত্র ১ গোলে। কেবল শেষ ৫ ম্যাচেই বিশ্বকাপে ৯টি গোল করেছেন এই রিয়াল মাদ্রিদ তারকা! এই ম্যাচেই আরও একটি অনবদ্য রেকর্ড হয়েছে ফ্রেঞ্চ অধিনায়কের। বিশ্বকাপ ইতিহাসের প্রথম ফুটবলার হিসেবে নকআউট পর্বে ১০ গোলের মালিক এখন এমবাপে। ব্রাজিলের লিওনিদাস ও রোনালদো নাজারিও এই দুজনের ৮টি করে গোলই ছিল এতদিনের রেকর্ড।

শেষ ষোলোতে এই দুরন্ত ফ্রান্সের মোকাবিলা করবে জার্মানিকে হারিয়ে চমক দেয়া লাতিন দল প্যারাগুয়ে।

ঝড়-বৃষ্টি পেরিয়ে শেষ ষোলোয় মেক্সিকো

১৯ পৃষ্ঠার পর

বাঁ দিক দিয়ে দুর্দান্ত দৌড়ে বক্সে ঢুকে ডান পায়ের নিখুঁত শটে বল জালে জড়ান কলম্বিয়ায় জন্ম নেওয়া উইঙ্গার জুলিয়ান কুইনোনেস। চলতি বিশ্বকাপে এটি ছিল তার তৃতীয় গোল। গোল করার পরই গোল করানোর ভূমিকায়ও দেখা যায় কুইনোনেসকে। প্রথমার্ধের ৩১তম মিনিটে ইকুয়েডরের ডিফেন্ডার জোয়েল অরদোনিয়েসের ভুলের সুযোগ নিয়ে তার বাড়ানো বল থেকে দুর্দান্ত ফিনিশে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন রাউল হিমেনেস।

বিরতির পর কিছুটা ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে ইকুয়েডর। গনসালো প্লাতার হেড অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট না হলে ব্যবধান কমতে পারত। তবে সেটিই ছিল তাদের সেরা সুযোগ।

শেষদিকে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয় ইকুয়েডরের জন্য। যোগ করা সময়ে প্রতিপক্ষের এক খেলোয়াড়ের সঙ্গে কথা বলার সময় মুখ ঢেকে রাখায় লাল কার্ড দেখেন পিয়েরো হিনকাপিয়ে। চলতি বিশ্বকাপে একই কারণে লাল কার্ড দেখা দ্বিতীয় খেলোয়াড় তিনি। এর আগে প্যারাগুয়ের মিগেল আলমিরন একই অপরাধে মাঠ ছেড়েছিলেন।

এই জয়ে শেষ ষোলোয় ওঠা মেক্সিকো আগামী রোববার ইংল্যান্ড অথবা কঙ্গো গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের বিপক্ষে মাঠে নামবে। স্বাগতিক হওয়ায় সেই ম্যাচটিও তারা খেলবে মেক্সিকো সিটিতেই।

হালান্ডের গোলে শেষ ষোলোতে নরওয়েকে পেলো ব্রাজিল

১৯ পৃষ্ঠার পর

যথেষ্ট ছিল। প্রথমার্ধে অবশ্য নরওয়েকে আনন্দের প্রথম উপলক্ষ এনে দেন জার্মান ক্লাব আরবি লাইপজিগে খেলা প্রতিভাবান ফুটবলার অ্যান্টোনিও নুসা। নেইমারকে নিজের আদর্শ মানা ২১ বছর বয়সী নুসা গোলটিও করেছেন অনেকটা নেইমারের মতো স্কিল দেখিয়েই। মার্টিন ওডেগার্ডের বাড়ানো বল বক্সের বাঁ প্রান্তে পেয়েছিলেন নুসা। সেখান থেকে কাট-ইন করে ডান পায়ের অসাধারণ বাঁকানো শটে গোল করে অনেকটা পরিস্থিতির বিপরীতেই নরওয়েকে এগিয়ে দেন তিনি। বিরতির পর আক্রমণে ধার বাড়ায় আইভরি কোস্ট। বিশেষ করে আমাদ দিয়ালো বদলি হিসেবে নামার পর বেশ কিছু গোলের সুযোগ তৈরি করে আফ্রিকান দলটি। ৫৪ মিনিটে পরিষ্কার গোলের সুযোগ পেয়েও কাজে লাগাতে পারেনি তারা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দিয়ালোর ব্যক্তিগত নৈপুণ্যেই ম্যাচে ফেরে আইভরি কোস্ট। ৭৪ মিনিটের মাথায় বক্সে ঢুকে বেশ কয়েকজনকে কাটিয়ে চলতি বিশ্বকাপের অন্যতম সুন্দর গোলটি করেন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে খেলা দিয়ালো। এর আগে গোললাইন থেকে বল ফিরিয়ে দলকে গোল হজম করা থেকেও বাঁচিয়েছিলেন তিনি। ম্যাচ যখন অতিরিক্ত সময়ে যেতে পারে বলে মনে হচ্ছিল, তখন নরওয়ের ত্রাতা হয়ে আসেন হালান্ড। বদলি খেলোয়াড় অস্কার ববের দারুণ থ্রু বল নিয়ন্ত্রণে নিয়ে হালান্ডের উদ্দেশ্যে বাড়ান প্যাট্রিক বার্গ। একদম ফাঁকা অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকা হালান্ডের শুধু বলে পা লাগানো ছাড়া আর খুব বেশি কিছু করতে হয়নি।

স্টপেজ টাইমের শেষ দিকে ম্যাচে দ্বিতীয়বারের মতো সমতা ফেরানোর কাছাকাছি পৌঁছে গেছিলো আইভরি কোস্ট। তবে দিয়ালোর দূরপাল্লার দারুণ একটি ফ্রিকিক দুর্দান্ত দক্ষতায় ফিরিয়ে দিয়ে নরওয়ের শেষ ষোলোর টিকিট নিশ্চিত করেন গোলরক্ষক নিল্যান্ড। শেষ ষোলোতে নিউইয়র্কের মেটলাইফ স্টেডিয়ামে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিলকে মোকাবিলা করবে হালান্ডের নরওয়ে। তবে ওই ম্যাচের আগে দারুণ স্মৃতি নিয়েই মাঠে নামবেন হালান্ডরা। নরওয়ে সর্বশেষ যেবার বিশ্বকাপে খেলেছিল, সেই ১৯৯৮ বিশ্বকাপে ব্রাজিলকে ২-১ গোলে হারিয়েছিল স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশটি।

এই বিশ্বকাপ একটা

১৯ পৃষ্ঠার পর

বেস ক্যাম্প মেক্সিকোতে সরিয়ে নেয় ইরান। এই যুদ্ধের সরাসরি প্রভাব পড়েছে ফুটবলে। ম্যাচ খেলতে বারবার যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ ও দেশটি ছাড়ার সময় হয়রানির শিকার হচ্ছেন ইরানের খেলোয়াড় ও স্টাফরা। তারেমি জানান, পরিস্থিতির উন্নতি করার প্রতিশ্রুতি দিয়েও কথা রাখেননি ইনফান্তিনো।

শুক্রবার ম্যাচের পর তারেমি সাংবাদিকদের বলেন, এই বিশ্বকাপ একটা বিপর্যয়; চূড়ান্ত বিপর্যয়। এখানে সব সমস্যা ফিফার সমাধান করার কথা। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে, শুরু থেকেই তারা কোনো সমস্যার সমাধান করতে পারেনি। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচের পর মি. ইনফান্তিনো আমাদের ড্রেসিংরুমে এসে বলেছিলেন, সবে তো টুর্নামেন্ট শুরু...। অথচ কাল গ্রুপ পর্বের খেলা শেষ হয়ে যাচ্ছে।

তিনি আরও বলেন,ও আমাদের লজিস্টিক টিমের কেউ এখানে নেই-কারণ তাদের কাছে ভিসাই নেই! প্রতিবার আমাদের মেক্সিকোর তিহুয়ানা থেকে ট্র্যাভেল করে খেলতে আসতে হবে-এটা কীভাবে সম্ভব? তিহুয়ানার মানুষদের আমরা ভালোবাসি। মেক্সিকোকেও ভালোবাসি। তারা খুব অমায়িক, তাদের আমরা ভালোবাসি। কিন্তু একটা পেশাদার প্রতিযোগিতায় পেশাদার খেলোয়াড় হিসেবে এই পরিস্থিতি মেনে নেওয়া যায় না। এটা একদমই ঠিক নয়।

ক্ষুব্ধ তারেমি আরও বলেন, এটা অন্যায়। আমাদের মতে, এটা অনুচিত। ফিফার কাছে কি এটা ন্যায্য মনে হচ্ছে? যদি মনে হয়, সেটা তাদের ব্যাপার। কিন্তু এটা অন্যায়। কে আমাদের সাহায্যে করতে চায়? তারা যদি চায় আমরা টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে যাই, ঠিক আছে; আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু এটা অন্যায়। আমাদের সাহায্য করার জন্য কোনো রিকভারি টিম বা লজিস্টিক স্টাফ নেই। আমরা বারবার এসব নিয়ে অভিযোগ করে আসছি, কিন্তু কেউ আমাদের পাশে দাঁড়ায়নি। কেউ না। মেক্সিকো সিটিতে বিশ্বকাপের উদ্বোধনী বক্তব্যে ইনফান্তিনো বলেছিলেন, ইরানকে টুর্নামেন্টে আনতে প্রয়োজনে তিনি নিজে দেশটির রাজধানী তেহরান থেকে বাস চালিয়ে নিয়ে আসতেন।

মিশরের বিপক্ষে ড্র হওয়া ম্যাচে প্রথমার্ধে একটি পেনাল্টি মিস করেন তারেমি। তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল-টুর্নামেন্টে ইরান টিকে থাকুক, আয়োজকরা কি আদৌ তা চাইছে বলে তার মনে হয়? জবাবে তিনি বলেন, এখানে আমাদের সবকিছুর বিরুদ্ধে লড়তে হচ্ছে। আমি জানি না মানুষ কী চায়। তবে আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে মনে হয়, হ্যাঁ, তারা হয়তো এটাই চাইছে। ...নাহলে টানা ৯০ মিনিট খেলার পর আবার তিহুয়ানায় ফিরে যাওয়াটা কীভাবে সম্ভব হতে পারে? শুক্রবার মিশরের সঙ্গে ড্র করায় গ্রুপ জি-তে তৃতীয় হয়ে প্রথম পর্ব শেষ করেছে ইরান।

‘ভাইকিং রো’ কী এবং কেন বিশ্বকাপে এমন

১৯ পৃষ্ঠার পর

আপনার মনে কৌতূহল জাগিয়েছে- আর সেটি হলো তাদের সিগনেচার সেলিব্রেশন ভাইকিং রো বা ভাইকিংদের নৌকা বাইচ।

স্টেডিয়ামের গ্যালারি থেকে শুরু করে নিউ ইয়র্কের রাস্তাঘাট-সবখানেই নরওয়েজিয়ানদের এই উদযাপন চলতি টুর্নামেন্টে ফুটবলপ্রেমীদের দারুণ পছন্দের একটি বিষয়ে পরিণত হয়েছে। কিন্তু এই ভাইকিং রো আসলে কী এবং এর উৎপত্তিই বা কোথায়?

ভাইকিং রো কী

সহজ কথায়, ভাইকিং রো হলো একদল মানুষের একসঙ্গে বসে বৈঠা বাওয়ার ভঙ্গিতে শরীরকে সামনে-পেছনে দোলানো। এই ক্ষেত্রে নরওয়ে জাতীয় ফুটবল দলের খেলোয়াড় ও তাদের সমর্থকেরা একসঙ্গে বসে এই কাজটি করছেন। ম্যাচ চলাকালীন যেকোনো মুহূর্তেই সমর্থকেরা গ্যালারিতে এটি শুরু করে দেন, যেখানে একজন ড্রামবাদক বাদ্যের তালে তালে এর ছন্দ ঠিক করে দেন। ড্রামের প্রতি দুটি বিট পর পর পুরো গ্যালারি একসঙ্গে চিৎকার করে ওঠে রা! আর এর মাধ্যমেই শুরু হয় মূল গর্জন।

মূলত খ্রিস্টাব্দ ৮০০ থেকে ১০৫০ সালের মাঝামাঝি সময়ে ভাইকিংদের অন্যতম প্রধান আদিভূমি হিসেবে নরওয়ের যে গৌরবময় ইতিহাস ছিল, এই উদযাপন তারই একটি স্মারক। আধুনিক নরওয়ে রাষ্ট্র গঠনে সেই ভাইকিং যুগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

কে এই ভাইকিং রোর জনক

নরওয়ে দলের সুপারফ্যান ওলে ফ্রইস্তাদকে এই ভাইকিং রো উদযাপনের উদ্ভাবক এবং এটিকে জনপ্রিয় করে তোলার মূল কারিগর হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ বছরের মার্চ মাসে সুইজারল্যান্ডের বিপক্ষে একটি প্রীতি ম্যাচে সমর্থকদের নিয়ে তিনি প্রথম এই উদযাপনটি প্রদর্শন করেন, যা মুহূর্তেই সবার মন জয় করে নেয়। তবে চলতি ফুটবল বিশ্বকাপে আসার পরই মূলত এই উদযাপন বিশ্বব্যাপী একটি ভাইরাল সেনসেশনে রূপ নেয়।

এর জনপ্রিয়তা এখন এতটাই যে, স্বয়ং নরওয়ের ফুটবলাররাও এখন মাঠের ভেতরে এটি করছেন। আইভরি কোস্টের বিপক্ষে নকআউট পর্বের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে এবং ম্যাচ জিতে শেষ ১৬-তে ওঠার পর নরওয়ের তারকা আর্লিং হলান্ড ও মিডফিল্ডার মার্টিন ওডেগার্ড দলবল নিয়ে মাঠেই এই ভাইকিং রো উদযাপনের নেতৃত্ব দেন।

মরক্কোর কাছে হারের দায় স্বীকার করে ডাচ

২০ পৃষ্ঠার পর

প্রকাশ করতে পারব না’। কাতার বিশ্বকাপে নেদারল্যান্ডস কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বিদায় নেয়ার পর লুইস ফন হালের স্থলাভিষিক্ত হন কোম্যান। এর আগেও ২০১৮-২০২০ এই দুই বছর নেদারল্যান্ডসের কোচের দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। তার অধীনে গত ইউরোর সেমিফাইনাল খেললেও ফিফা র্যাংকিংয়ের শীর্ষ ২৫ এর ভেতরে থাকা কোনো দলকে হারাতে পারেনি কোম্যানের দল।

ডাচ ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের টেকনিক্যাল পরিচালক নাইজেল ডি ইয়ং আবেগী না হয়ে বাস্তবতা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, ‘আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল সেমিফাইনাল, আর স্বপ্ন ছিল বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়ার। সত্যি বলতে আমরা এখনও সেই পর্যায় থেকে অনেকটা দূরে আছি। এটাই শেষ কথা। নিজেদের ব্যাপারে আমাদের আরও সৎ হতে হবে’।

এদিকে ডাচ ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন জানিয়েছে, মরক্কোর বিপক্ষে পেনাল্টি মিস করা ফুটবলাররা অনলাইনে বর্ণবাদী আচরণের শিকার হয়েছেন। জাস্টিন ক্লুইভার্ট, কুইন্টেন টিম্বার এবং ক্রিসেন্সিও সামারভিলকে নিয়ে বর্ণবাদী, বৈষম্যমূলক এবং ঘৃণাসূচক মন্তব্য করা হয়েছে।

‘ফ্রান্সের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার সামর্থ্যই ছিল না

২০ পৃষ্ঠার পর

বলেন, সেরা দলই জিতেছে। ফ্রান্সকে অভিনন্দন। আমাদের এই ম্যাচে নিখুঁত খেলতে হতো। কিন্তু সত্যি বলতে, আমরা নিখুঁত খেললেও হয়তো যথেষ্ট হতো না। কারণ প্রতিপক্ষের মান ছিল অসাধারণ।

নিজের খেলোয়াড়দের পারফরম্যান্স নিয়েও কোনো অভিযোগ নেই বলে জানান ইংলিশ এই কোচও আমি খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করতে পারি না। ম্যাচের পরও আমি তাদের বলেছি, ফ্রান্সের কাছে হারাটা লজ্জার কিছু নয়। তারা আমাদের চেয়ে ভালো দল এবং তাদের দলে বিশ্বমানের অনেক খেলোয়াড় রয়েছে।

তিনি আরও বলেন,ও ফ্রান্সের খেলোয়াড়দের ক্যারিয়ার ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে আমাদের তুলনা করলে দেখা যাবে, আমরা এখনো একটি তরুণ দল, যারা ধীরে ধীরে নিজেদের গড়ে তুলছে। সামনে আমাদের জন্য অনেক ভালো সময় অপেক্ষা করছে বলে আমি বিশ্বাস করি। গ্রুপ পর্বে সেরা তৃতীয় হওয়া দলগুলোর একটি হিসেবে নকআউটে ওঠে সুইডেন। তারা প্রথম ম্যাচে তিউনিসিয়াকে ৫-১ গোলে উড়িয়ে দিলেও দ্বিতীয় ম্যাচে নেদারল্যান্ডসের কাছে একই ব্যবধানে হারে। শেষ ম্যাচে জাপানের বিপক্ষে পিছিয়ে পড়েও ১-১ গোলে ড্র করে শেষ ৩২ নিশ্চিত করে।

স্বপ্নের গন্তব্যে
পরিবারকে নিয়ে
উড়ে চলুন
JFK ⇋ DHAKA
ডিজিটাল ট্রাভেলস
এস্টোরিয়া
www.digitaltraveltour.com
BOOK NOW 718-721-2012
আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়
25-78 31st Street, New York, NY-11102

গাজায় ইসরায়েলি নিষ্ঠুরতা

২৬ পৃষ্ঠার পর

হয়েছিল। ভারত ঐতিহাসিকভাবে উপনিবেশবাদ-বিরোধী সংহতি, জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও আন্তর্জাতিক শান্তির পক্ষে এক অনন্য কণ্ঠস্বর ছিল। কিন্তু আজ বিশ্বজুড়ে প্রতিষ্ঠিত নিয়মকানুনের লঙ্ঘন, গ্লোবাল সাউথের মানুষের কষ্ট এবং গাজা ও পশ্চিম তীরে মানবতাবোধের চরম অবমাননার পরও ভারতের এই নীরবতা সত্যিই এক ব্যতিক্রমী ও দুঃখজনক ঘটনা।

পাঁচ বছরের শিশু হিন্দ রজবের করুণ গল্পটি গাজায় ইসরায়েলি গণহত্যার এক নির্মম প্রতীক। গাজা শহর থেকে পরিবারের সঙ্গে পালিয়ে যাওয়ার সময় তাদের গাড়ি লক্ষ্য করে ইসরায়েলি বাহিনী ৩৩৫টি গুলি চালায়। এতে তার পরিবারের ছয় সদস্যই নিহত হন। উদ্ধারকারীদের আসার অপেক্ষায় হিন্দ ঘণ্টার পর ঘণ্টা গাড়ির ভেতরে স্বজনদের লাশের মাঝে আটকে ছিল। শেষ পর্যন্ত দুই উদ্ধারকর্মীসহ তাকেও হত্যা করা হয়। বিশ্বের অন্যান্য দেশের নাগরিকদের মতো ভারতের নাগরিকদেরও হিন্দ রজব এবং গাজার অসংখ্য শিশুর এই গল্প জানার অধিকার আছে। অথচ, ইসরায়েলের অনুভূতিতে যাতে আঘাত না লাগে, সে জন্য এই বিষয়ক একটি চলচ্চিত্র ভারতে মাসের পর মাস আটকে রাখা হয়েছিল। অবশেষে জনগণের তীব্র চাপের মুখে তা প্রদর্শনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

মোদি সরকারের এই নীরবতা ও নিষ্ক্রিয়তা শুধু নৈতিকভাবেই ভুল নয়, বরং ভারতের নিজস্ব জাতীয় স্বার্থের দিক থেকেও এর কোনো যৌক্তিক ব্যাখ্যা নেই। আমরা এমন এক সময়ে ইসরায়েলের কৌশলগত বলয়ের দিকে আরও ঝুঁকে পড়ছি, যখন সারা বিশ্ব তাদের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে।

এই যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যে এবং ইরানের ওপর ইসরায়েল-যুক্তরাষ্ট্রের হামলা ও দেশটির শীর্ষ রাজনৈতিক নেতৃত্বকে হত্যার মাত্র কয়েক দিন আগে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ইসরায়েল সফর ইতিহাসে একটি বিভ্রান্তিকর কৌশলগত সিদ্ধান্ত হিসেবে গণ্য হবে। এর ফলে ফিলিস্তিন, ইরান ও মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য ঐতিহাসিক বন্ধুদের কাছ থেকে আমরা নিজেদের দূরে সরিয়ে নিয়েছি।

আমরা বিশ্বজনমত থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি। আর এই সুযোগে পাকিস্তানের মতো একটি দেশ, যারা নিজেরা সন্ত্রাসীদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য পরিচিত, তারা মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করতে এগিয়ে এসেছে-যে ভূমিকার দাবিদার ঐতিহাসিকভাবে সবার বন্ধু হিসেবে ভারতেরই হওয়ার কথা ছিল। নিজেদের নৈতিকতা ও কৌশলগত স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে আমরা কেবল প্রধানমন্ত্রী মোদি ও প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর মধ্যকার বন্ধুত্বটুকুই পেয়েছি। অথচ সেই নেতানিয়াহু আজ খোদ আমেরিকাসহ পুরো বিশ্বেই সমালোচিত।

ভারতের জাতীয়তাবোধের চেতনা দাবি করে যে আমরা যেন আমাদের ফিলিস্তিনি ভাইবোনদের পক্ষে কথা বলি, যাঁদের সন্তানদের এভাবে নির্মমভাবে টার্গেট করা হচ্ছে। দেশের জাতীয় স্বার্থের জন্যও ইসরায়েলি গণহত্যামূলক কর্মকাণ্ড এবং পশ্চিম তীরে লাখ লাখ ফিলিস্তিনি পরিবারকে উচ্ছেদ করার বিরুদ্ধে যে বিশ্বজনমত তৈরি হয়েছে, ভারত যেন তার সঙ্গে সুর মেলায়। মোদি সরকারের এই অনড় নীরবতার কোনো যৌক্তিক বা নৈতিক ব্যাখ্যা নেই।

সোনিয়া গান্ধী কংগ্রেস পার্লামেন্টারি পার্টির চেয়ারপারসন

দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্তাকারে অনূদিত

প্রথম আলো'র সৌজন্যে

যুক্তরাষ্ট্র-ইরান সমঝোতা

২৪ পৃষ্ঠার পর

কেবল অর্থনৈতিক হিসাব-নিকাশে নির্ভর করে না; এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে ধর্মীয় ও কৌশলগত বিশ্বাস, যা সাধারণ আলোচনার সীমার বাইরে।

তারা জনগণের কল্যাণকে অগ্রাধিকার দেয় না। নিষেধাজ্ঞার কারণে সাধারণ মানুষ দারিদ্র্যে পড়েছে, মধ্যবিত্ত শ্রেণি ভেঙে পড়েছে, ওষুধ ও সুযোগ-সুবিধার অভাব দেখা দিয়েছে। কিন্তু এসবের কোনোটাই শাসকদের অবস্থান বদলায়নি।

অথচ চাইলে তারা পরিস্থিতি পাল্টাতে পারত। প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করা, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন, নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া এবং জনগণের জীবনমান উন্নত করা-এসবই সম্ভব ছিল। বিনিময়ে যা দরকার ছিল, তা নাগালের বাইরে নয়: পারমাণবিক অস্ত্র কর্মসূচি ত্যাগ করা, আক্রমণাত্মক ক্ষেপণাস্ত্র উন্নয়ন বন্ধ করা এবং সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলোকে সমর্থন দেওয়া বন্ধ করা। কিন্তু তারা বারবার এই পথ প্রত্যাখ্যান করেছে।

এ প্রেক্ষাপটেই ট্রাম্প প্রশাসনের এই পদক্ষেপকে বুঝতে হবে। এটিকে দুর্বলতা বা বিভ্রান্তির প্রমাণ হিসেবে দেখা ভুল হবে। যারা সাম্প্রতিক সময়ে ইরানের বিরুদ্ধে সবচেয়ে কার্যকর চাপ প্রয়োগ করেছে, তারা এই প্রতিপক্ষ সম্পর্কে অজ্ঞ নয়।

ট্রাম্প এই বিরতিতে প্রবেশ করেছেন জেনেই যে ইরান প্রকৃতপক্ষে সীমাবদ্ধ করে এমন কোনো প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে না। তিনি এমন কোনো প্রত্যাশাও করছেন না। দুই পক্ষই সম্ভবত এই বাস্তবতা সম্পর্কে সচেতন। ফলে 'খারাপ চুক্তি' নিয়ে যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে, তা অনেকটাই অপ্রাসঙ্গিক।

যে চুক্তি বাস্তবায়িত হবে না বলে আগেই ধরে নেওয়া হয়েছে, সেখানে প্রতারিত হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

এ সমঝোতা মূলত একটি কৌশলগত বিরতি-দুই পক্ষের জন্যই প্রয়োজনীয় সময়ের সুযোগ। ইরানের দরকার অর্থনৈতিক স্বস্তি। অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা এবং খালি কোষাগারের মধ্যে তারা সময় কিনতে চায়, শক্তি সঞ্চয় করতে চায় এবং অপেক্ষা করতে চায়।

তাদের হিসাব অনুযায়ী, ট্রাম্পের হাতে আর প্রায় আড়াই বছর সময় আছে। এই সময়টুকু টিকে থাকতে পারাই তাদের কাছে একধরনের সাফল্য।

অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ্য ভিন্ন। হরমুজ প্রণালি খোলা রাখা তাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই পথ বন্ধ হলে বিশ্বজুড়ে জ্বালানির দাম বেড়ে যাবে; পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র নিজেদের সামরিক শক্তি পুনর্গঠনের কাজ করছে। সাম্প্রতিক অভিযানে ব্যবহৃত অস্ত্রভান্ডার পুনরায় পূরণ করা হচ্ছে এবং ভবিষ্যৎ কৌশলগত বিকল্পগুলো প্রস্তুত রাখা হচ্ছে।

এ প্রেক্ষাপটে একটি বিরতি, যা তাদের পুনর্গঠনের সুযোগ দেয় এবং অনুকূল নয় এমন সময়ে সংঘর্ষ এড়ায়, সেটি কোনো দুর্বলতা নয়; বরং প্রস্তুতির অংশ। ট্রাম্প বরাবরই ইরানকে একটি কৌশলগত হুমকি হিসেবে দেখেছেন এবং সেই হুমকি দূর করার বিষয়ে তার অবস্থান অপরিবর্তিত। এ সমঝোতা সেই অবস্থান বদলায়নি। এখন প্রশ্ন একটাই-ইরান কি যুক্তরাষ্ট্রের ধৈর্য ও দৃঢ়তা অতিক্রম করতে পারবে? অতীতে তারা এ চেষ্টা করেছে এবং ব্যর্থ হয়েছে।

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বরাবরের মতোই দূর থেকে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করবে। অনেক দেশ ইরানকে থামানোর আহ্বান জানাবে, কিন্তু কার্যকর পদক্ষেপ নেবে না। একই সঙ্গে তারা যুক্তরাষ্ট্রের পদক্ষেপকে সমালোচনা করবে-তা সক্রিয় হোক বা নিষ্ক্রিয়।

ট্রাম্প এ বাস্তবতা বোঝেন। তাই তিনি জোটের ক্ষেত্রে সব সময় চান, অংশীদার দেশগুলো যেন নিজেদের দায়িত্বও পালন করে, কেবল যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নির্ভর না করে।

এই সমঝোতা ইরান সমস্যার সমাধান নয়, এবং সেটি হওয়ার জন্য তৈরি করা হয়নি। এর মেয়াদ শেষ হলে, অথবা ইরান মনে করলে যে এর প্রয়োজন ফুরিয়েছে, তখন তারা আবার তাদের কর্মসূচি এগিয়ে নেবে। তাদের মিত্রগোষ্ঠী আরও শক্তিশালী হবে এবং হরমুজ প্রণালি আবারও উত্তেজনার কেন্দ্র হয়ে উঠবে।

এ পরিস্থিতি সম্ভাবনা নয়; বরং প্রায় নিশ্চিত। একমাত্র প্রশ্ন হলো-সেই সময় যুক্তরাষ্ট্র এবং তাদের মিত্ররা কতটা প্রস্তুত থাকবে।

আদোলফো ফ্রাঙ্কো একজন রিপাবলিকান রাজনৈতিক কৌশলবিদ, পররাষ্ট্রনীতি বিশ্লেষক এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্বাচনী প্রচারণার সাবেক মুখপাত্র।

আল-জাজিরা থেকে নেওয়া।

অনুবাদ: সারফুদ্দিন আহমেদ

২০২৩ সালের চেয়ে

১৭ পৃষ্ঠার পর

ছিল, তা এখনো বাস্তবায়িত হয়নি। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, একটি বৈষম্যহীন, সুশাসিত ও দুর্নীতিমুক্ত নতুন বাংলাদেশের জন্য জনগণের প্রত্যাশার বিপরীতে, জরিপকৃত সেবা খাতগুলোতে ২০২৩ সালের তুলনায় সামগ্রিক দুর্নীতি বৃদ্ধি পেয়েছে। টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান বলেন, অনেক উত্তরদাতা জানিয়েছেন যে ঘুষ দেওয়া ছাড়া তারা সেবা পেতে ব্যর্থ হয়েছেন। তিনি বলেন, ঘুষ দেওয়াকে স্বাভাবিক নিয়মে পরিণত করা হয়েছে। ২০২৩ সালের তুলনায় ২০২৫ সালে দুর্নীতির ব্যাপ্তি ও গভীরতা উভয়ই বৃদ্ধি পেয়েছে। টিআইবি জানিয়েছে, আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা ও বিচারিক সেবায় দুর্নীতি ও ঘুষের ব্যাপক বিস্তার রয়েছে, যা সাধারণ মানুষের ন্যায়বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে বড় ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে।

দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী পরিবারগুলো আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার সেবা পেতে তাদের মাসিক আয়ের গড়ে ৩৪ শতাংশ ঘুষ হিসেবে ব্যয় করেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই ব্যয় একটি পরিবারের মাসিক আয়ের সাড়ে চার গুণ পর্যন্ত পৌঁছেছে।

কৃষি, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, ভূমি প্রশাসন, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, পাসপোর্ট এবং বিআরটিএ সেবাগুলোতেও দুর্নীতির মাত্রা উচ্চ রয়ে গেছে, যা নাগরিকদের মৌলিক সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

পরিবারগুলো গড়ে তাদের বার্ষিক আয়ের ১.৭ শতাংশ ঘুষের পেছনে ব্যয় করেছে। তবে সবচেয়ে দুর্নীতিপ্রবণ পাঁচটি খাতের ক্ষেত্রে, দারিদ্র্যসীমার নিচের পরিবারগুলোর বার্ষিক আয়ের ৫.১ শতাংশ ঘুষ হিসেবে দিতে হয়েছে, যেখানে উচ্চ আয়ের পরিবারগুলোর ক্ষেত্রে এই হার ছিল ৩.২ শতাংশ।

টিআইবির তথ্য অনুযায়ী, জরিপে অংশ নেওয়া ১৩টি পরিবার তাদের বার্ষিক আয়ের চেয়েও বেশি অর্থ ঘুষ দেওয়ার কথা জানিয়েছে। এর মধ্যে কোনো কোনো পরিবারকে তাদের বার্ষিক উপার্জনের ৫ থেকে ৬ গুণ পর্যন্ত ঘুষ দিতে হয়েছে। ইফতেখারুজ্জামান উল্লেখ করেন, সেবা খাতের দুর্নীতি স্বভাবগতভাবেই বৈষম্যমূলক, যা মূলত প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সুবিধা দেয় এবং সাধারণ মানুষকে আরও প্রান্তিক করে তোলে। তিনি বলেন, শহরাঞ্চলের তুলনায় গ্রামাঞ্চলে দুর্নীতির বোঝা উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। বেশ কয়েকটি সেবা খাতে নারীরা উচ্চমাত্রার দুর্নীতির মুখোমুখি হচ্ছেন, অন্যদিকে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও সুবিধাবঞ্চিত সম্প্রদায়গুলো অসমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

Law Office of Mahfuzur Rahman

Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)

সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।

ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)

ফ্যামিলি ল' আনকনটেস্টেড এবং কনটেস্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।

Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্‌ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)

- ব্যাংক্রাপ্সী
- ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
- রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
- উইল্‌স
- ইনকোর্পোরেশন
- ক্রেডিট কনসলিডেশন
- পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
- মর্গেজ
- ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
- ট্যাক্স ম্যাটার

Appointment : 347-856-1736

JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

সর্বনিম্ন মূল্যে বাংলাদেশ ভ্রমণ করুন

আমরা যেকোন ট্রাভেল এজেন্সী
অনলাইন/ইন্টারনেট প্রাইস থেকে কমমূল্যে টিকেট দিয়ে থাকি

জেএফকে-ঢাকা-জেএফকে
JFK-Dhaka-JFK

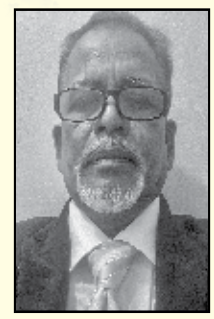

MIRZA M ZAMAN
(SHAMIM) - CEO

আমেরিকার যেকোন স্টেট থেকে বাংলাদেশসহ
বিশ্বের যেকোন দেশে সুলভে ভ্রমণ করুন

LOWEST GUARANTEED PRICES

Emirates ETIHAD AIRWAYS QATAR AIRWAYS KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES SAUDIA DELTA

Cheapest Domestic & International Air Tickets

GLOBAL NY 1 TRAVELS, INC
168-47, Hillside ave, 2nd Floor
Jamaica NY-11432
OFFICE: 718-205-2360, CELL: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com

অনলাইনে সবচেয়ে কমমূল্যে
এয়ার টিকেট এবং হোটেল বুকিং দিন

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

NY HOME CARE

Get paid to take care of your loved ones

আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

718-874-0047

Email:info@yourdreamhomecare.com

www.yourdreamhomecare.com

Contact with us
718-874-0047
Email: info@yourdreamhomecare.com

M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

We Hire & Train HHA/PCA
Certificate Holders AIDES
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেটসহ
এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

- এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
- আমরা কোনো ফি নেই না।
- আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
- কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

Jamaica Office:
168-25A Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(718) 725-1332, (718) 971-0054

Jamaica Office:
168-47 Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(929) 400-4785, (718)874-0047

Sutphin Branch
Mohammad Khair(Director)
97-01 Sutphin, Blvd
Jamaica NY 11435
(929)-225-0746, (718) 755-0153
(718) 718-874-0047

Ozone Park Office
7721-101 Ave. Ozone Park
New York 11416
(718) 874-0047, 347-771-0115

Ozone Park Office
720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208
(646) 500-1657, (718)874-0047

1088 Liberty Avenue,
Brooklyn NY 11208
(929) 283-8432

Fulton Office:
584 Nostrand Ave. NY 11216
(646) 5001657

Bronx Office
2140 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-391-4841, 718-874-0047 (Office)
Fax 718-874-0069

Bangladesh Plaza
3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215
(347) 357-4252, (347) 520-9699

Buffalo Office:
1155 Broadway Buffalo, NY 14212
(347) 335-3617, (718) 874-0047

1299 Harlam Road
Buffalo, NY 14094
(716) 400 1446

Albany Office
114 Quail St. Albany, NY 12203
518-379-5496, 518-243-9096
718-864-2061

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.

Secure, Fast, Reliable.

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইট্স ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে আপনার মোবাইল থেকে

Sonali Exchange Mobile App

ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

CORPORATE 212-808-0790
ATLANTA 770-936-9906
BROOKLYN 718-853-9558
JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150
MICHIGAN 313-368-3845
OZONE PARK 347-829-3875
PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

পাকিস্তানপন্থীদের মন্ত্রী-এমপি করেছে

১৭ পৃষ্ঠার পর

মঙ্গলবার জাতীয় প্রেসক্লাবের আবদুস সালাম মিলনায়তনে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ৩৬ দিনের কর্মসূচি ঘোষণা উপলক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন।

গত রোববার জাতীয় সংসদে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর একাত্তরে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধিতার জন্য জামায়াতকে জাতির কাছে ক্ষমা চাওয়ার আহ্বান জানান।

মির্জা ফখরুলকে উদ্দেশ করে গোলাম পরওয়ার বলেন, 'আয়নায় নিজের চেহারা দেখুন। ক্ষমা আপনার বাবাকে কবর থেকে চাইতে বলেন। কারণ আমরা অপরাধ করি নাই, ক্ষমা চাইব কেন? আপনার বাবা অপরাধী, এই অভিযোগ আছে। সুতরাং কথা সতর্কভাবে বলা উচিত।'

একাত্তরের প্রসঙ্গ টেনে আনার সমালোচনা করে তিনি বলেন, 'তারা বলে জামায়াতের ওপরে ভূত চেপেছে। এখন দেখা যাচ্ছে, সরকার আর সরকারি দলের ওপরে ভূত চেপেছে। বিএনপি মহাসচিবের মাথায়ও মাঝে মাঝে ভূত চাপে। কিছুদিন গেলেই ৫০-৬০ বছরের পুরোনো একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের মীমাংসিত বিষয়কে সামনে এনে জাতির মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি করেন।'

মুক্তিযুদ্ধের সময় জামায়াতের অবস্থান প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'সেই পাকিস্তান আমলে সেই সময়কার রাজনৈতিক বাস্তবতায় অনেক রাজনৈতিক দল ভারতীয় আগ্রাসন থেকে বাঁচার জন্য কী ভূমিকা পালন করেছিল, সেই দলের সে সময়কার নেতৃবৃন্দ তার ব্যাখ্যা, তার বক্তব্য জাতির সামনে তারাই তখন দিয়েছিল। তারা এখন অনেকেই দুনিয়াতে নেই। সেই ব্যাখ্যা কারও পছন্দ হতে পারে, নাও হতে পারে, সেটা রাজনৈতিক বিতর্কের বিষয় হতে পারে।'

বিএনপির সঙ্গে অতীতের জোটের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, 'এখন যে প্রশ্ন বিএনপি তুলছে, জামায়াতের সঙ্গে জোট করার সময় তাদের সেই অবস্থান কোথায় ছিল? খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে চারদলীয়, ১৮-দলীয় ও ২০-দলীয় জোটে প্রায় ২০-২২ বছর বিএনপি ও জামায়াত একসঙ্গে রাজনীতি করেছে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় গোলাম আযমের বাসায় বিএনপি নেতারা জামায়াতের সমর্থন চাইতে গিয়েছিলেন। চারদলীয় জোটের শীর্ষ নেতারা একসঙ্গে বক্তব্য দিয়েছেন, লংমার্চ করেছেন। তখন একাত্তরের প্রশ্ন তাদের মনে ছিল না।'

১৯৯১ সালে বিএনপিকে সরকার গঠনে জামায়াতের সমর্থনের প্রসঙ্গ তুলে গোলাম পরওয়ার বলেন, 'ক্ষমতায় গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসগুলোতে ছাত্রশিবিরের নেতাকর্মীদের হত্যা শুরু করেছিল ছাত্রদল। এটাই কি বিএনপিকে সমর্থন দেওয়ার প্রতিদান?'

জামায়াতের এই নেতা বলেন, 'যখনই জামায়াতকে মোকাবিলা করার যুক্তি ও নৈতিকতা থাকে না, তখন পুরোনো কাসুন্দি টেনে জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করা হয়। জামায়াতের বিরুদ্ধে যৌক্তিক সমালোচনার কিছু না পেয়ে পুরোনো মীমাংসিত বিষয় বারবার সামনে আনা হচ্ছে। তবে তারা যে আশায় এগুলো করছে, সেই আশা পূরণ হবে না।'

সংবাদ সম্মেলনে কয়েকটি সংবাদমাধ্যমের ভূমিকারও সমালোচনা করেন জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল। তিনি বলেন, 'সাম্প্রতিক সময়ে দু একটি ব্যবসায়ী গ্রুপের সংবাদপত্র সরাসরি রাজনৈতিক দলের এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য এমনভাবে প্রতিবেদন তৈরি করছে, যাতে মনে হয় তারা রাজনৈতিক দলের মুখপত্রের ভূমিকা পালন করছে। তারা যদি বিএনপির রাজনৈতিক এজেন্ডা বাস্তবায়নের দায়িত্ব পেয়ে থাকে, তাহলে সেটি ঘোষণা দেওয়া উচিত।'

ফ্যাসিবাদ যখন ক্ষমতায় ছিল, তখন এসব সংবাদপত্র তাদের প্রতিনিধিত্ব করেছে বলেও দাবি করেন গোলাম পরওয়ার। তার ভাষ্য, সে সময় তারা নির্লজ্জভাবে ফ্যাসিবাদের দালালি করেছে। ক্ষমতার পটপরিবর্তনের পর হঠাৎ করে তারা রূপ পরিবর্তন করে ফেলেছে।

জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হামিদুর রহমান আযাদ বলেন, 'অতীতে বিভাজনের রাজনীতির কারণে সুন্দর বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। আবার বর্তমান সরকার নেপথ্যে থেকে বিভাজনের রাজনীতি শুরু করেছে।'

১৯৭১ সালের ভূমিকার জন্য ক্ষমা

১৭ পৃষ্ঠার পর

আমার মনে হয় এই সময় এসে এটা ঠিক না। কারণ আপনাদের নিজেদের দিকে একবার ফিরে তাকানো দরকার।

এজন্য তাকানো দরকার যে ১৯৭১ সালের ভূমিকার জন্য একবারও তো ক্ষমা প্রার্থনা করলেন না। জাতির সামনে আপনাদের ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত ছিল। এটা করলে কিন্তু আজকের এই সমস্যা হয় না। আপনারা সেটা করেননি, বলেন তিনি।

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মির্জা ফখরুল বলেন, আপনাদের নেতা প্রফেসর গোলাম আজম তখন বলেছিলেন, ১৯৭১ সালে আমরা ভুল করিনি। আমার মনে হয় এখনো সময় আছে। আপনারা এখনো ভেবে দেখতে পারেন।

জামায়াতে ইসলামীকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, বাংলাদেশ সম্পর্কে আপনাদের ধারণাটা খুব পরিষ্কার করে আমাদের জানানো উচিত, বাংলাদেশকে জানানো উচিত বলে আমি মনে করি। আমি এর বেশি যেতে চাই না। কারণ বারবার আপনারা এই কথাগুলোই বলতে থাকেন।

১৯৭১ সম্পর্কে আপনাদের ধারণা খুব পরিষ্কার করে আপনারা বলেন না, বলেননি। আমি আজ পর্যন্ত শুনিনি। এটা কেউ শোনেনি। এই কথাটা আমরা এজন্য বলছি যে, আজ যদি আপনারা এটা স্বীকার করে নেন, তাহলে আপনাদের জন্য রাজনীতি অনেক সহজ হয়ে যাবে, যোগ করেন তিনি।

জামায়াতের জোটসঙ্গী এনসিপিকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, আমাদের অত্যন্ত প্রিয় ছাত্রদের এবং তরুণদের দল এনসিপি খুব ভালো করছে। কিন্তু একটা ব্যাপারে আমি ব্যক্তিগতভাবে খুব দুঃখিত যে, তারা এমন একটা দলের সঙ্গে জোট করেছে, যে দলটি বাংলাদেশের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে না।

আমি আশা করব তারা তাদের রাজনীতিকে আরও পরিষ্কার করবে। এ কথা এ কারণে বলছি যে আমাদের নবীন রাজনীতিবিদরা ভবিষ্যতে আরও ভালো করবে। আমরা চাই তারা ভালো করুক। কিন্তু এমন কোনো স্টিগমা যেন তাদের না থাকে, যোগ করেন তিনি।

'যেকোনো মূল্যে' তিস্তা ব্যারেজ মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে

১৭ পৃষ্ঠার পর

হাতে এই কার্ড তুলে দেওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

ক্রিয়েটিভ ইকোনমি ও খেলাধুলায় গুরুত্ব

চলচ্চিত্র, থিয়েটার, সংগীত, ওটিটি, ডিজিটাল কনটেন্ট, গেমিং, ফ্যাশন ও সফটওয়্যারসহ বিভিন্ন উদীয়মান খাতকে ক্রিয়েটিভ ইকোনমির আওতায় এনে অর্থনীতির মূলধারায় যুক্ত করার পরিকল্পনার কথা জানান প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, এসব খাত কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

এছাড়া দেশে-বিদেশে সাফল্য অর্জনকারী ক্রীড়াবিদদের জন্য প্রথমবারের মতো জাতীয় সম্মানী কাঠামো চালুর ঘোষণা দেন তিনি। আগামী এক বছরের মধ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রমে খেলাধুলাকে স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী।

শিশু-কিশোরদের ক্রীড়া প্রতিভা বিকাশে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের নতুন কুঁড়ি কর্মসূচির আদলে একটি নতুন ক্রীড়া কর্মসূচি চালুর কথাও উল্লেখ করেন তিনি।

প্রবাসী কার্ড চালুর উদ্যোগ

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বৈশ্বিক শ্রমবাজারে আরও দক্ষ জনশক্তি পাঠাতে সরকার নতুন নতুন দেশের সঙ্গে যোগাযোগ করছে।

তিনি জানান, প্রবাসীদের বিভিন্ন সেবা সহজ করতে প্রবাসী কার্ড চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যাতে দেশে ও বিদেশে তারা প্রয়োজনীয় সরকারি সেবা দ্রুত পেতে পারেন।

জ্বালানি ও শিক্ষা খাতে সংস্কার

জ্বালানি খাতে দেশীয় গ্যাস অনুসন্ধান বাড়ানো এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার সম্প্রসারণের ওপর গুরুত্বারোপ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমদানিনির্ভর জ্বালানির ঝুঁকি কমিয়ে এ খাতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা হবে।

শিক্ষা খাত প্রসঙ্গে তিনি বলেন, শিক্ষিত, দক্ষ ও নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন জনগোষ্ঠীই দেশের সবচেয়ে বড় সম্পদ। অতীতের ব্যর্থতা কাটিয়ে যুবসমাজের জন্য একটি স্বনির্ভর ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলাই সরকারের লক্ষ্য।

অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে দুর্নীতির

১৭ পৃষ্ঠার পর

জাতীয় বাজেটের ওপর আলোচনায় অংশ নিয়ে সালাহউদ্দিন বলেন, 'যারা এখন দুর্নীতি ও বিদেশি ঋণের জবাবদিহি দাবি করছেন, তাদেরও এ ধরনের তদন্তকে স্বাগত জানানো উচিত। কোথায় দুর্নীতি হয়েছে, কীভাবে হয়েছে এবং কারা এর জন্য দায়ী ছিল, তা দুদক খুঁজে বের করুক।'

সম্প্রতি ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে ওঠা দুর্নীতির অভিযোগগুলোরও পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হওয়া উচিত।

সংসদে এর আগে দেওয়া বক্তব্যের জবাবে সালাহউদ্দিন জামায়াতে ইসলামীর মুক্তিযুদ্ধকালীন ভূমিকা এবং দলটি আদৌ ধর্মভিত্তিক দল কি না, সে প্রশ্নও তোলেন। তিনি বলেন, জামায়াতের সংসদ সদস্য শাহজাহান চৌধুরী দলটির ইতিহাস ১০০ বছরের বলে দাবি করলেও বাস্তবে দলটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৪১ সালে। ।।তিনি উল্লেখ করেন, 'দেশভাগের পর ভারত ও পাকিস্তানে তৎকালীন জামায়াতে ইসলামীর আলাদা আলাদা শাখার সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশে তারা পুনর্গঠিত হয়। তিনি জানান, ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের উদ্যোগে আপত্তি জানিয়েছিল তৎকালীন জামায়াতে ইসলামী। দলটির ইতিহাস নিয়ে যেকোনো আলোচনায় ১৯৭১ সালে তাদের ভূমিকার বিষয়টি অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। 'জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল আইনে স্পষ্ট বলা হয়েছে, ওই সময় জামায়াত স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল। এভাবে বিষয়টির নিষ্পত্তি হয়েছে।'

তিনি আরও উল্লেখ করেন, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মালেকের মন্ত্রিসভায় জামায়াতের দুজন সদস্য ছিলেন।

'১৯৭৯ সালে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ধর্মভিত্তিক রাজনীতির অনুমতি দেন। তারপর আপনারা জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ হয়েছেন', যোগ করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন।

তিনি আরও বলেন, ১৯৮৬ সালে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের অধীনে আয়োজিত সংসদীয় নির্বাচনে বেশিরভাগ বিরোধী দল অংশগ্রহণ না করলেও জামায়াতে ইসলামী অংশ নেয়। পাশাপাশি, তারা আওয়ামী লীগের সঙ্গে যুগপৎ আন্দোলনেও যোগ দেয় বলে উল্লেখ করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দাবি করেন, নিজেদের ইসলামী দল হিসেবে পরিচয় দিলেও জামায়াতের নির্বাচনী ইশতেহারে শরিয়াহ আইন, ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা বা ইসলামী বিচারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কোনো অঙ্গীকার নেই। তবে একই সঙ্গে ১৯৯০ ও ২০২৪ সালে জামায়াতের অবদানের স্বীকৃতিও দেন তিনি।

সুশাসন প্রসঙ্গে সালাহউদ্দিন অভিযোগ করেন, বিএনপি নেতৃত্বাধীন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার আগে ব্যাপক অর্থপাচার ও প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতিতে দেশের অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। বিভিন্ন প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে তিনি বলেন, ২০০৯ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে প্রতি বছর গড়ে ১৬ বিলিয়ন ডলার অবৈধভাবে বিদেশে পাচার হয়েছে।

সমাজে ধর্মীয় বিতর্কের রূপান্তর ও

২৬ পৃষ্ঠার পর

তাত্ত্বিক, ব্যবহারিক ও আধ্যাত্মিক চর্চায় মুসলিমদের অবদান বহুলস্বীকৃত। অনেক মুসলিমপ্রধান দেশে সংগীত সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য এবং খুবই স্বাভাবিক চর্চিত বিষয়।

বলতে হয়, ধর্ম ও সংস্কৃতি বিবিধ প্রশ্ন বিবিধ চর্চায় আমাদের মাঝে হাজির থাকে। কখনো কখনো জোরালোভাবে বিতর্ক তৈরি করে। একই প্রশ্ন, একই বিতর্ক-তবে সময়ের সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন আদলে। কারণ, প্রশ্নগুলো শুধু ধর্ম ও সংস্কৃতির মধ্যেই থাকে না। এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে নানা রাজনীতি-পরিচয়বাদী রাজনীতি, ধর্মীয় রাজনীতি, জাতীয়তাবাদী রাজনীতি, ধর্মীয় জাতীয়তাবাদী রাজনীতি, সেক্যুলার বা গণতান্ত্রিক রাজনীতি।

ফলে শবে বরাত, মিলাদ, মহররম, পয়লা বৈশাখ, স্মৃতিসৌধ বা শহীদ মিনারে ফুল দেওয়া, গানের অনুষ্ঠান, কনসার্ট, বাউল-ফকিরের আসর, মাজারের ওরসকে ঘিরে একই ধরনের বিতর্কের আরোহণ-অবরোহণ দেখা যায়।

তবে ধর্ম ও সংস্কৃতির মধ্যে সম্পর্কটা কেমন? এই উত্তরও চিন্তাশীল লোকেরা খোঁজার চেষ্টা করেছেন। যেমন আবুল মনসুর আহমদ বলছেন, 'ধর্ম ও কৃষ্টির সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ ও নিবিড়; কিন্তু তা হইলেও দুইটা এক বস্তু নয়। এক কথা বলা যায় ধর্ম কালচারের নির্যাস; পোটেনটাইয্ড্কালচার দার্শনিক ম্যালিনস্কির ভাষায় "মাস্টার ফোর্স অব হিউম্যান কালচার"। কাজেই ধর্মের সবটুকুই কালচার, কিন্তু কালচারের সবটুকুই ধর্ম নয়। সহজে বুঝিবার জন্য কালচারকে গাছের সঙ্গে তুলনা করিলে ধর্মকে গাছের ফলের সঙ্গে তুলনা করিতে হয়। গাছ হইতে রিলিজিয়ান ও রিলিজিয়ান হইতে কালচারের উৎপত্তি। গাছ কিন্তু ফলের মতো নিটোল অনাবিল নয়। তেমন ভাল-মন্দ ও ফুল-কাঁটা লইয়াই কালচার।' (বাংলাদেশের কালচার, আবুল মনসুর আহমদ, আহমদ পাবলিশিং হাউস)

টিভি থেকে স্মার্টফোন

একটা সময় এ অঞ্চলের মুসলিম সমাজে, বিশেষ করে গ্রাম-মফস্সলে 'টিভি দেখা হারাম' এমন ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি জোরালো ছিল। মানুষের ঘরে ঘরে টিভি তখনো পৌঁছায়নি। কয়েকটা পাড়া বা মহল্লা মিলে একটা বা দুইটা ঘরে টিভি ছিল। সেখানে আশপাশের মানুষ টিভি দেখতে ভিড় করত। সে সময় ওয়াজে-মাহফিলে টিভি দেখার বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি হওয়া ছিল সাধারণ ঘটনা।

চট্টগ্রাম শহরে দেখেছি, রিকশা করে মাইক বাজিয়ে ছোট ছোট বইও ফ্রিতে বিলি করা হতো বা অল্প দামে বিক্রি করা হতো। বইয়ের শিরোনাম ছিল এমন-টিভি দেখায় কবরের আজাব। বইয়ের প্রচ্ছদে থাকত কাফনে মোড়ানো মৃত মানুষের ছবি, যাকে বড় একটি সাপ পেঁচিয়ে আছে। মসজিদে জুমার নামাজের পরে কে বা কারা ফটোকপি করা কিছু কাগজ বিলি করত। যেখানে লেখা থাকত, একজন স্বপ্নে দেখেছে মৃত্যুর পর টিভি দেখার কারণে কার কী শাস্তি হয়েছে এমন গল্প। সেই কাগজ ফটোকপি করে ছড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশনাও থাকত।

নব্বই দশক থেকে শূন্য দশকের গোড়ার কথা এসব। দেশের মফস্সল শহরগুলোতে এমন অনেক দৃশ্য আমাদের স্মৃতিতে আছে। এর একদেড় দশকের মধ্যে আমরা দেখলাম ঠিকই ঘরে ঘরে টিভি পৌঁছে গেল। কোনো বিধিনিষেধ তা আটকাতে পারেনি। তবু ধর্মীয় সমাজের একটা অংশে কখনো টিভি ঢুকতে পারেনি। তবে টিভি ঢুকে গেছে তাদের সবার পকেটে পকেটে।

ইন্টারনেটের বদৌলতে একটি স্মার্টফোন এখন টিভির চেয়েও বেশি বিনোদনের মাধ্যম। একসময় যে ওয়াজমাহফিল থেকে টিভি দেখা হারাম ঘোষণা করা হতো, সেই ওয়াজমাহফিলই এখন লাইভ সম্প্রচার হয়। ছবি, ভিডিওসহ নিজস্ব ফেসবুক পেজ ও ইউটিউব চ্যানেল ছাড়া ইসলামি বক্তা খুঁজে পাওয়াও এখন মুশকিল।

কিছু বিতর্কের সূচনা ও প্রেক্ষাপট

মূলত পশ্চিমে টিভি আবিষ্কারের পর সারা দুনিয়ায় এটি ছড়ানো শুরু করলে পঞ্চাশ-ষাটের দশকে মিসর, তুরস্ক ও আরব রাষ্ট্রগুলোতে তুমুল তর্কবিতর্ক ওঠে। টিভি দেখা শরয়ীভাবে বৈধ নাকি অবৈধ-এ নিয়ে সেসব দেশের ধর্মীয় সমাজের মধ্যে নানা বিভক্তিও তৈরি হয়।

১৯৬৫ সালে সৌদি বাদশাহ ফয়সাল যখন দেশে প্রথম রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন স্টেশন চালু করার উদ্যোগ নেন, তখন দেশটির কট্টরপন্থী আলেম সমাজ এর তীব্র বিরোধিতা করে। সৌদি আরবের তৎকালীন প্রধান মুফতি টিভির বিরুদ্ধে ফতোয়া দেন। আলেমদের একটি বড় অংশ এটিকে 'শয়তানের বাক্স' এবং ইসলামবিরোধী সংস্কৃতির হাতিয়ার হিসেবে আখ্যায়িত করেন। এই ফতোয়া ও বিতর্কের জেরে ১৯৬৫ সালে বাদশাহ ফয়সালের ভাগনে যুবরাজ খালিদ বিন মুসাইদ রিয়াদের টিভি স্টেশনে হামলা চালাতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে নিহত হন। এ ঘটনার ধারাবাহিকতায় সেই খালিদের ভাইয়ের গুলিতেই এক দশক পর বাদশাহ ফয়সালও হত্যার শিকার হন। কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেসের 'আ হিস্টোরি অব সাউদি আরাবিয়া' বই ঘাঁটলে এসব বিষয় জানা যায়। এ নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার এবিসি চ্যানেল একটি ডকুমেন্টারিও তৈরি করে।

মুসলিম সমাজে মূলত এ তর্কবিতর্ক শুরু হয়েছিল আরও আগেই-ছবি তোলা নিয়ে। ফটোগ্রাফি আবিষ্কৃত হয় ১৮৩৯ সালের দিকে। মুসলিম বিশ্বে যখন ক্যামেরা দিয়ে ছবি তোলার প্রযুক্তি আসে, তখন থেকেই এটি নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়, বিশেষ করে তৎকালীন অটোমান সাম্রাজ্য (বর্তমানে তুরস্ক) ও মিসরে।

তারই ধারাবাহিকতায় পরবর্তী সময়ে ভারতীয় উপমহাদেশের দেওবন্দি আলেমরা দীর্ঘ সময় ধরে ছবি তোলাকে হারাম বলে ফতোয়া জারি রেখেছিলেন। পরবর্তী সময়ে পাসপোর্ট, জাতীয় পরিচয়পত্র এবং আইনি বাধ্যবাধকতার কারণে তাঁরা 'জরুরি প্রয়োজনে' (দ্বীনি বা দুনিয়াবি বাধ্যবাধকতা) ছবি তোলাকে জায়েজ বলে স্বীকৃতি দেন। এখন স্মার্টফোন ও সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে জরুরি প্রয়োজন ছাড়াও ছবি তোলা ধর্মীয় সমাজের জন্যও স্বাভাবিক বিষয় হয়ে গেছে।

সোশ্যাল মিডিয়ার যুগের প্রভাব ও নতুন বাস্তবতা

একটা সময় সামগ্রিকভাবে সমাজে ধর্মীয় ইস্যুতে তর্কবিতর্কের যে প্রভাব ছিল, তা থেকে সোশ্যাল মিডিয়ার সাম্প্রতিক তর্কবিতর্কের ধরনগত ও চরিত্রগত পার্থক্য আছে বলতে হবে। বিশ্বজুড়ে দক্ষিণপন্থার উত্থানের ঢেউ ও পরিচায়বাদী রাজনীতির প্রভাব দেশে দেশে ছড়িয়ে দিতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের একটি বড় ভূমিকা আছে। মতাদর্শ ছড়ানোর পাশাপাশি সোশ্যাল মিডিয়ার লাইক-ভিউ-মনিটাইজেশনের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে ধর্মীয় নানা তর্কবিতর্ক।

একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে নাজিয়া সামান্থার ড্রাম বাজানোর ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ার প্ল্যাটফর্মগুলো লুফে নেয় মূলত ক্লিকবেট কনটেন্ট হিসেবে। এ দেশে সাধারণত নারীদের ড্রাম বাজাতে দেখা যায় না। ফলে একজন নারীর ড্রাম বাজানো ঘটনাই হতে পারত মূল খবর। কিন্তু মনিটাইজেশনের যুগে সেটি থেকেও বেশি 'অর্থকরী' খবর হলো হজ করে এসে ও হিজাব পরে নারীর ড্রাম বাজানো। ফলে সংগীত বা ড্রাম বাজানোর প্রতি তরুণীর একাগ্রতা এখানে গুরুত্বহীন হয়ে পড়ল।

মনিটাইজেশনের জন্য ওই তরুণীকে ধর্মীয় তর্কবিতর্কের মুখে ঠেলে দিয়ে তাঁর সামাজিক জীবন বিপর্যস্ত করে তোলা হলো। যার ফলে তাঁর বাবা ক্ষমা চাইতেও বাধ্য হন। যদিও ওই তরুণী বলেছেন, হিজাব পরেই যত দিন মন চায় তত দিন তিনি ড্রাম বাজিয়ে যাবেন। ধর্মীয়ভাবে এতে তিনি আপত্তি দেখছেন না, বরং এ নিয়ে যাঁরা কটূক্তি বা বাজে ভাষায় আক্রমণ করেছেন, তাঁর কাছে ধর্মীয়ভাবে সেটিই বরং বেশি আপত্তিকর।

মাহের খান সংগীতপ্রিয় তরুণদের একটি অংশের কাছে বিপুল জনপ্রিয় ছিলেন। কিন্তু ধর্মের প্রতি অনুরাগী হয়ে তিনি ব্যান্ড থেকে দূরে সরে যান। ব্যান্ডের ২৫ বছর পূর্তিতে দীর্ঘদিন পর গিটার হাতে মাহেরকে আবারও মঞ্চে দেখা যাওয়ায় 'দ্বীনে ফেরা শহুরে তরুণদের' অনেকে তাঁর ওপর ক্ষুব্ধ হন। সোশ্যাল মিডিয়ার চরম আক্রমণের শিকার হন তিনি। যাকে তিনি 'আবর্জনা' বলে মন্তব্য করেছেন। ফেসবুক পোস্টে তিনি বলেন, 'যাঁরা নেতিবাচকতা ছড়িয়েছেন এবং রুচিহীন মন্তব্য করেছেন, তাঁদের উদ্দেশে বলছি-নিজেদের এত নিচে আনতে দেখে আপনাদের জন্য খারাপই লাগে।'

মীমাংসা-অমীমাংসার সীমা কোথায়

একসময় যেসব বিষয়ে ধর্মীয় সিদ্ধান্ত ছিল কঠোর, সেই বাস্তবতা একটা পর্যায়ে এসে পাল্টে গেছে। যে কারণে টিভি দেখা, ছবি তোলা, কনটেন্ট বানানো ইত্যাদি কার্যক্রম এখন স্বাভাবিক হয়ে গেছে। এমন মীমাংসিত ইস্যুও আবার সময়, বাস্তবতা ও রাজনীতির নানা সংকটের মধ্যে ধর্মীয় সমাজের কোনো কোনো অংশে নতুনভাবে তর্কবিতর্ক আকারে হাজির হয়। যেমন বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ কিংবা হিল্লা বিয়ে।

এ দেশের সাধারণ মুসলিম সমাজে বহুবিবাহ নেতিবাচক হিসেবে দেখা হয়, ইসলামি শরিয়তে বৈধতা থাকলেও নিরুৎসাহিত করার পথই সুগম করা হয়েছে। অন্যদিকে শরিয়তে ও দেশীয় আইনে হিল্লা বিয়ে গর্হিত, নিন্দনীয় ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে দেখা যাচ্ছে, এসব কাজকে ধর্মীয়ভাবে ব্র্যান্ডিং করা হচ্ছে। তৈরি হচ্ছে মাসনা কলোনি ও হালালা সেন্টার নামে নতুন ফেনোমনা। এর মধ্য দিয়ে নতুন সংকটও হাজির হচ্ছে সমাজে।

'বাংলাদেশের কালচার' বইয়ে আবুল মনসুর আহমদ বিশদ আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে, ধর্ম ইউনিভার্সাল বা বিশ্বজনীন হতে পারে, কিন্তু কালচার সব সময়ই রিজিওনাল বা আঞ্চলিক। দুনিয়ার সব মুসলমানের ধর্ম এক হতে পারে, কিন্তু দুনিয়ার সব অঞ্চলের সব মুসলমানের কালচার এক হওয়া অসম্ভব এবং প্রাকৃতিক কারণে অবাস্তব।

শুধু একটা দেশ হিসেবে বাংলাদেশেও অঞ্চলভেদে বিভিন্ন মুসলিম সমাজে ধর্ম ও সংস্কৃতিচর্চায় নানা বৈচিত্র্য ও পার্থক্য আমরা দেখি। সমাজে মত-দ্বিমত-মতপার্থক্য-মতবিরোধ থাকা সমাজের জন্যই জরুরি। তবে এতে যদি ঘৃণা ও বিদ্বেষচর্চা, ব্যক্তিগত আক্রমণ, চরিত্রহনন, হুমকি, সংঘাত যুক্ত হয়ে পড়ে, তা ধর্ম বা সংস্কৃতি উভয়ের ওপরেই আঘাত বলতে হবে। এতে সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মানুষের ধর্ম ও সংস্কৃতিচর্চা বাধাগ্রস্ত হয়। নানা তর্কবিতর্কের মধ্যে এই বিবেচনাবোধ আমাদের মধ্যে আরও বেশি জোরালো হোক।

রাফসান গালিব প্রথম আলোর সম্পাদকীয় সহকারী
মতামত লেখকের নিজস্ব
প্রথম আলো'র সৌজন্যে

যুক্তরাষ্ট্রের একচ্ছত্র আধিপত্য মাত্র

২৪ পৃষ্ঠার পর

যুগ দ্বিতীয় বিশ্বায়নের উত্থান ঘটায়, যার নেতৃত্বে থাকে যুক্তরাষ্ট্র। তবে সংহতিনাশক তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তির দ্বারা বিশ্বায়ন দ্রুততর হয়।

পাশাপাশি আর্থিক সংকট ও গণহারে অভিবাসন সংকট ডেকে আনে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগেকার সময়ের মতো এ যাত্রাতেও বড় বড় সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটতে থাকে, যার অনেকটাই সৃষ্ট হয় রাজনৈতিক সংগ্রাম থেকে ১৯ শতকে, যা শ্রেণি ও জাতির চাহিদা দ্বারা তাড়িত হতো। এবার তা লিঙ্গ, গোত্র ও পরিচয়ের অধিকতর চাহিদা দ্বারা চালিত হয়। উভয় ক্ষেত্রেই রক্ষণশীল ও জাতীয়তাবাদী প্রতিবিপ্লব দেখা দেয়।

আজকে যুক্তরাষ্ট্রের ২৫০তম জন্মদিনের প্রাক্কালে দেশটি নিজে তো বটেই, এমনকি যে বৈশ্বিক ব্যবস্থা সে দাঁড় করিয়েছিল, তা সংকটে নিপতিত হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসন দুর্নীতিগ্রস্ত ও অদক্ষ হয়ে গেছে, সবচেয়ে বড় কথা যেসব মূল্যবোধ ও নিয়ম এর পিতাদের উজ্জীবিত ও চালিত করেছিল, সেগুলোর প্রতি এই প্রশাসন বিরূপ হয়ে পড়েছে। স্বাধীনতার ঘোষণায় জুলুমকারী ও নির্যাতকদের থেকে মুক্তি ঘোষণা করা হয়েছিল। অথচ ডোনাল্ড ট্রাম্প কিনা তাঁদেরই একজন হতে চান।

আরও খারাপ কথা হলো, তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতার শক্তিগুলোকে কর্তন করছেন। এগুলো হলো: আইনের শাসন, বিশ্বসেরা বিজ্ঞান, আস্থাবান মিত্রকুল এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতায় নির্ভরতা।

এক হঠকারী সরকার এগুলো প্রতিস্থাপন করছে। দুই দশক ধরে বিশ্বে গণতন্ত্র উল্টোপথে হাঁটছে। ভি-ডেমের হিসাব অনুসারে, এখন বিশ্বের মাত্র ৭ শতাংশ মানুষ উদার গণতন্ত্রের মধ্যে বাস করছে। সি চিন পিং তো হাসতেই পারেন!

১৯১৪ সালের আগের কয়েক বছরে যে অবস্থা হয়েছিল, বিশ্ব যেন এখন তারই প্রতিধ্বনি করছে। তাহলে, এর শেষ কীভাবে হবে?

একটি ভালো খবর হলো পারমাণবিক অস্ত্র বৃহৎ শক্তিগুলোর মধ্যে যুদ্ধের হুমকি অনেকটা কমিয়ে দিয়েছে। তদুপরি, কোনো বড় শক্তিই আজকে আর সেই বিংশ শতকের প্রথম দিককার মতো সামরিকবাদে আক্রান্ত নয়, এমনকি ১৯৩০ ও ১৯৪০-এর দশকের মতো সামরিক উন্মাদনায় নিমজ্জিত নয়।

আবার আরেকটি সুখবর হলো এখনো প্রায় সব সরকারই তাদের জনগণের সমৃদ্ধি সাধনের বিষয়কে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর অতুলনীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সর্বত্রই কমবেশি আরও বেশি সমৃদ্ধির চাহিদা উৎসাহিত করেছে।

খারাপ খবর হলো, আমরা এখন একগুচ্ছ চ্যালেঞ্জের মুখে রয়েছি, যা একযোগে মোকাবিলা করতে হবে। বৈশ্বিক পরিবেশ হলো অন্যতম।

আরেকটি হলো বৈপ্লবিক নতুন নতুন প্রযুক্তি, বিশেষ করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রভাব সামলানো। সর্বোপরি, আবার সেই প্রশ্নটা ঘুরেফিরে আসছে যে নিরঙ্কুশ স্বৈরশাসন কি বৈশ্বিক নিয়মে পরিণত হবে, নাকি স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র এখনো বিকশিত হবে।

৩৫ বছর আগে সোভিয়েত স্বৈরতন্ত্রের পতনের পর আমরা যে দুনিয়ার আশা করেছিলাম, যে বিশ্বব্যবস্থার বেশির ভাগটাই যুক্তরাষ্ট্র তৈরি করেছিল, তা মুছে যাচ্ছে।

একই সঙ্গে অন্তত কিছু সময়ের জন্য হলেও যুক্তরাষ্ট্রও। আমরা ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিই। কিন্তু হায়, আমরা আবার তা ভুলেও যাই।

মার্টিন উলফ দ্য ফাইন্যান্সিয়াল টাইমসের প্রধান অর্থনৈতিক ভাষ্যকার।
ইংরেজি থেকে বাংলায় রূপান্তর করেছেন আসজাদুল কিবরিয়া
প্রথম আলো'র সৌজন্যে

বিশ্বকাপের ৯৬ বছরের ইতিহাসে

২০ পৃষ্ঠার পর

নকআউটে সেবার তিনি করেছিলেন ৫ গোল। এর মধ্যে শেষ ষোলোতে পোল্যান্ডের বিপক্ষে দুটি, আর আর্জেন্টিনার বিপক্ষে সেই মহাকাব্যিক ফাইনালে তো হ্যাটট্রিকই করলেন।

আগের দুই আসরের ৮ গোলের সাথে আজ সুইডেনের সাথে করা দুই গোল মিলিয়ে বিশ্বকাপের নকআউট পর্বে মোট ১০ গোলের মালিক হলেন এমবাপে। এই রেকর্ডের মাহাত্ম্য বোঝাতে স্রেফ একটি তথ্যই যথেষ্ট। নিজের ষষ্ঠ বিশ্বকাপ খেলছেন লিওনেল মেসি, তাঁর নকআউট গোলের সংখ্যা ৫। এই পাঁচটি গোলই এসেছিল কাতার বিশ্বকাপে, অর্থাৎ প্রথম চার বিশ্বকাপের প্রতিটিতেই নকআউট পর্বে খেললেও কোনো গোল করতে পারেননি মেসি। কাতার বিশ্বকাপে তবু সেই আক্ষেপ ঘুচেছে মেসির, ক্রিস্তিয়ানো রোনালদো ৬টি বিশ্বকাপে অংশ নিয়ে নক আউট পর্বে এখনও একটিও গোল করতে পারেননি!

গত বিশ্বকাপের মতো এবারও মেসি-এমবাপের দ্বৈরথ চলছে দেখার মতো। বিশ্বকাপের একই আসরে দুই দলের দুই ফুটবলার একই সাথে বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ গোলদাতা ও গোল্ডেন বুট জেতার জন্য লড়ছেন, এমন দৃশ্য এর আগে কখনো দেখা যায়নি। লিওনেল মেসি ও কিলিয়ান এমবাপের সৌজন্যে দর্শকেরা সাক্ষী হচ্ছেন এমনি এক বিরল প্রতিযোগিতার। সুইডেনের বিপক্ষে জোড়া গোল করে গোল্ডেন বুটের লড়াইয়ে মেসির পাশে বসেছেন এমবাপে। আর সর্বোচ্চ গোলদাতার লড়াইয়ে ফ্রেঞ্চ তারকা পিছিয়ে স্রেফ এক গোলে।

নরওয়ের বিপক্ষে গোল না পাওয়া এমবাপে বাকি তিন ম্যাচেই করেছেন দুটি করে গোল। ছয় গোলের পাশাপাশি দুটি অ্যাসিস্টও আছে তাঁর দখলে। আর সর্বোচ্চ গোলদাতার লড়াইয়েও মেসির সাথে ব্যবধান কমিয়ে এনেছেন এমবাপে। ২৯ ম্যাচে ১৯ গোল নিয়ে শীর্ষে মেসি, সেখানে মাত্র ১৮ ম্যাচে ১৮ গোল নিয়ে দুইয়ে এই রিয়াল মাদ্রিদ তারকা। এবারের বিশ্বকাপে যে দুরন্ত গতিতে এগোচ্ছেন এমবাপে, বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার আগেই এমবাপের কাছে মেসিকে রেকর্ডটি খোয়াতে হয় কি না, সেটি নিয়েই এখন আলোচনা!

ডিআর কঙ্গোর হৃদয় ভেঙে ইংল্যান্ডের

১৯ পৃষ্ঠার পর

প্রথম গোল পাওয়া সিপেঙ্গা। গোল খেয়েই ম্যাচে ফেরার তুমুল চেষ্টা করেছে ইংল্যান্ড। কিন্তু বারবার আটকে গেছে এমপাসির দেয়ালে। ৩০ মিনিটে একদম অরক্ষিত অবস্থা থেকে বেশ ভালো হেড করেছিলেন বেলিংহাম। আটকেছেন সেই এমপাসি। এরপর চার মিনিট পর মার্কাস রাশফোর্ডের শট গোললাইন থেকে ব্লক করেন কঙ্গোর এক ডিফেন্ডার।

তবে ইংল্যান্ডের মুহুর্মুহু আক্রমণের মাঝেই দ্বিতীয়বারের মতো এগিয়ে যেতে পারত ডিআর কঙ্গো। দুই ইংলিশ ডিফেন্ডার এজরি কনসা ও মার্ক গেহির সমন্বয়হীনতায় বল পেয়ে গিয়েছিলেন ইয়োয়ান উইসা। জর্ডান পিকফোর্ডকে ফাঁকি দিতে পারলেও দুর্ভাগ্যজনকভাবে পোস্টে লাগায় দ্বিতীয় গোল পাওয়া হয়নি ডিআর কঙ্গোর।

তবে প্রথমার্ধেই পেনাল্টি নিয়ে দুটি বিতর্কিত সিদ্ধান্ত দেখেছে এই ম্যাচ, দুটিই গেছে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে। প্রথমবার ডি-বক্সের ভেতর হ্যান্ডবলের জোরালো আবেদন করেছিলেন ইংলিশ ফুটবলাররা। রিপ্লেতে বল হাতে লাগার দৃশ্য দেখা গেলেও পেনাল্টি পায়নি থ্রি লায়ন্সরা। আর ৪৪ মিনিটে এমপাসির সাথে সংঘর্ষে বক্সে পড়ে যান কেইন। রেফারি সেটিকে পেনাল্টি না দিয়ে উল্টো কেইনের বিরুদ্ধে ডাইভ দেয়ার অভিযোগে ফাউল দেন।

প্রথমার্ধের অতিরিক্ত সময়ে আবারও বেলিংহামকে হতাশ করেন এমপাসি। একই রকম হেড করেছিলেন, দুর্দান্ত ক্ষিপ্রতায় সেটিকেও ঠেকিয়ে দেন কঙ্গো কিপার। ৫৪ মিনিটে বেলিংহামকে তৃতীয়বারের মতো নিরাশ হতে হয় এমপাসির কাছে। শেষ পর্যন্ত এমপাসিকে হার মানতে হয় কেইনের কাছে।

Advanced
SENIOR CARE
ADVANCED SENIOR DAY CARE
DAY CARE SERVICE
We have strong connections with MLTC.
Anthem.
S W H
Senior Whole Health.
VILLAGECAREMAX
And More
SHAHAB UDDIN SAGOR
MANAGING DIRECTOR
NIMME NAHAR
DIRECTOR
উত্তম সেবাই
আমাদের লক্ষ্য
718 799 1007
• We Provide Transportation for Pick-up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
CONTACT US
daycare@shahabsagor.com
220-05, Jamaica Ave, NY 11428

বাংলাদেশি পর্যটকদের অপেক্ষায়

১৭ পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশিরা দীর্ঘদিন ধরে কলকাতার অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছেন। কিন্তু পর্যটন ভিসা স্থগিত থাকায় হোটেলে রুম বুকিংয়ের হার কমে যায়। খুচরা বিক্রেতারাও বিক্রি কমে যাওয়ায় চাপে পড়েন এবং আন্তঃসীমান্ত পরিবহন প্রতিষ্ঠানগুলো যাত্রীসংখ্যা ব্যাপকভাবে কমে যাওয়ার কথা জানায়।

সেই স্থবিরতা এখন কাটতে শুরু করেছে। বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য নিয়মিত পর্যটন ভিসা পুনরায় চালুর ভারতের সিদ্ধান্ত কলকাতার ব্যবসায়ীদের মধ্যে নতুন আশার সঞ্চার করেছে।

স্থানীয় ব্যবসায়ীদের কাছে এই পদক্ষেপ কেবল একটি কনস্যুলার সিদ্ধান্ত নয়। তারা এটিকে দেখছেন স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, বাণিজ্য ও অভিন্ন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে গড়ে ওঠা ভারত-বাংলাদেশের জনসম্পর্কের স্বীকৃতি হিসেবে।

এই সিদ্ধান্ত এসেছে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিকভাবে উত্তেজনাপূর্ণ এক সময়ে। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনী প্রচারণায় অবৈধ অভিবাসন ছিল অন্যতম প্রধান ইস্যু। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় পুনর্বিবেচনা বা এসআইআর, সীমান্ত নিরাপত্তা এবং অনিবন্ধিত অভিবাসন রাজনৈতিক আলোচনার কেন্দ্রে ছিল।

তৎকালীন বিরোধী দল বিজেপি দাবি করেছিল, অবৈধ অভিবাসনের কারণে ভোটার তালিকার বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট হয়েছে।

আর তৎকালীন ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেস অভিযোগ করেছিল, বহু বাংলাভাষী ভারতীয় নাগরিককে পরিচয় যাচাই ও হয়রানির মুখে পড়তে হয়েছে।

এই বিতর্ক শেষ পর্যন্ত আদালতে গড়ায় এবং একাধিক মামলা এখনো বিচারাধীন।

এই বিতর্ক শুধু পশ্চিমবঙ্গেই সীমাবদ্ধ ছিল না। একই সময়ে দিল্লি এবং গুজরাট, কর্ণাটক, ওড়িশা ও তেলেঙ্গানাসহ কয়েকটি রাজ্য থেকে খবর আসে, বাংলাভাষী অভিবাসী শ্রমিকদের বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী সন্দেহে আটক বা জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে পরে প্রশাসনিক ভুল স্বীকারও করা হয়।

মানবাধিকারকর্মীরা সতর্ক করে বলেন, সীমান্ত নিরাপত্তা রাষ্ট্রের বৈধ দায়িত্ব হলেও ভুল পরিচয় নির্ধারণ ও প্রক্রিয়াগত ত্রুটি জনআস্থা নষ্ট করে এবং নাগরিকদের মধ্যে অপ্রয়োজনীয় উদ্বেগ তৈরি করে। কেন্দ্রীয় সরকার অবশ্য ধারাবাহিকভাবে দাবি করে এসেছে, সব যাচাই কার্যক্রম ভারতীয় আইনের কাঠামোর মধ্যেই হয়েছে।

নির্বাচন শেষ হওয়ার পর প্রশাসনিক বাস্তবতা আরও ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির দাবি তোলে। সেখানে ভারতের ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী ও দীর্ঘদিনের কৌশলগত অংশীদার হিসেবে বাংলাদেশের গুরুত্বও স্বীকৃতি পায়।

নয়াদিল্লির কূটনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, কঠোর সীমান্ত নিরাপত্তা এবং গঠনমূলক দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক একে অপরের বিরোধী নয়।

তাদের মতে, আন্তঃসীমান্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার টেকসই সমাধান নিহিত রয়েছে গোয়েন্দা তথ্য বিনিময়, দুই দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর ঘনিষ্ঠ সমন্বয়, প্রযুক্তির ব্যবহার এবং ধারাবাহিক কূটনৈতিক সংলাপের মধ্যে।

দক্ষিণ এশিয়ায় ভূরাজনৈতিক প্রতিযোগিতা তীব্র হচ্ছে, বিশেষ করে চীনের ক্রমবর্ধমান আঞ্চলিক সম্পৃক্ততার মধ্যে। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের সঙ্গে স্থিতিশীল সম্পর্ক ভারতের জন্য কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

নিউ মার্কেট ও আশপাশের বাণিজ্যিক এলাকার শীর্ষ ব্যবসায়ী সংগঠনের সভাপতি মনতোষ সাহা বলেন, বাংলাদেশি পর্যটকদের উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনো কারণ নেই।

তিনি বলেন, কলকাতা সব সময়ই বাংলাদেশের মানুষকে স্বাগত জানিয়েছে। তারা আমাদের অতিথি হিসেবে এখানে আসেন এবং তাদের মর্যাদা ও সম্মানের সঙ্গে আচরণ করা উচিত।

মনতোষের ভাষ্য, দর্শনার্থীদের নিরাপত্তা জোরদারে স্থানীয় ব্যবসায়ী সংগঠনগুলো কলকাতা পুলিশ ও কলকাতা পৌর করপোরেশনের সহযোগিতায় গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক এলাকায় প্রায় ৩৫টি সিসিটিভি ক্যামেরা বসিয়েছে।

হোটেল মালিক, মানি এক্সচেঞ্জ প্রতিষ্ঠান, পরিবহন সেবাদাতা এবং খুচরা বিক্রেতারাও একাধিক সমন্বয় সভা করেছেন। লক্ষ্য একটাই, বাংলাদেশি পর্যটকেরা যেন আগের মতোই কলকাতায় স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপদ বোধ করেন।

ব্যবসায়ী নেতারা মনে করেন, বাংলাদেশি পর্যটকদের ফেরার সুফল শুধু নিউ মার্কেট এলাকায় থাকবে না। মুকুন্দপুর, সল্ট লেক ও নিউ টাউনের চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলোর পাশাপাশি পূর্ব ভারতের হোটেল, রেস্তোরাঁ, পরিবহন এবং খুচরা ব্যবসাও উপকৃত হবে।

পর্যবেক্ষকদের মতে, এখন নয়াদিল্লি ও পশ্চিমবঙ্গে একই রাজনৈতিক জোট ক্ষমতায় থাকায় ব্যবসায়ীরা আরও আস্থাশীল। তারা মনে করছেন, প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাগুলো বৈধ কাগজপত্র নিয়ে আসা পর্যটকদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করবে।

বাংলাদেশ, মিয়ানমার ও চীনের মধ্যে

১৭ পৃষ্ঠার পর

করিডোর গঠনের প্রস্তাব দিয়েছে চীন। একইসঙ্গে চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দর উন্নয়ন, রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রতিরক্ষা সহযোগিতা এবং ব্রিকস সদস্যপদের বিষয়ে দুই দেশের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছে।

শুক্রবার (২৬ জুন) সকালে চীনের গ্রেট হলে প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সাথে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের বৈঠকের পর এক সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখপাত্র মাহাদী আমিন এ কথা জানান।

তিনি বলেন, আজকে আঞ্চলিক সংযোগ নিয়ে প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী জনাব তারেক রহমানের বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। সেখানে প্রস্তাব এসেছে, কীভাবে বাংলাদেশ থেকে মিয়ানমার এবং চীন হয়ে একটি অর্থনৈতিক করিডোর তৈরি করা যায়। এই অর্থনৈতিক করিডোরের মূল উদ্দেশ্য হবে বাংলাদেশের অর্থনীতির আরও সম্প্রসারণ, অর্থনৈতিক লেনদেন বৃদ্ধি এবং বহুমাধ্যমভিত্তিক পরিবহনব্যবস্থাকে আরও উন্নত করা। চট্টগ্রাম বন্দর আরও আধুনিকায়নে চীন কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছে জানিয়ে মাহাদী আমিন বলেন, এই বন্দরকে আধুনিকায়ন করে কীভাবে এটিকে আমরা আঞ্চলিক হাব হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। এই বন্দর শুধুমাত্র বাংলাদেশের জন্য নয়, অন্যান্য দেশের জন্যও সেবা দেবে, সেটি নিয়ে আমরা কাজ করতে চাই। একইসঙ্গে মোংলা বন্দরকে উন্নীত করার জন্য এবং এটিকে আরও গতিশীল ও সেবামুখী করার জন্য চীন আগ্রহ প্রকাশ করেছে। আমরা সেগুলো নিয়েও আলোচনা করেছি। মাহাদী আমিন বলেন, বাংলাদেশ এবং চীনের মধ্যকার বহুমাত্রিক সম্পর্কের অংশ হিসেবে আমরা দুই দেশের জনগণের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে তুলতে চাই। সংস্কৃতি, গণমাধ্যম, প্রযুক্তি, সামগ্রিকভাবে জ্ঞান স্থানান্তর এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি নিয়ে আমরা দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক আরও বাড়াতে চাই। সেখানে ঐতিহ্য, তথ্য ও প্রযুক্তির বিষয় রয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা চাই দুই দেশের জনগণের মধ্যে সম্পর্ক আরও বৃদ্ধি হোক এবং এগুলো নিয়ে দুই দেশের নেতৃত্ব আলোচনা করেছেন।

তিনি বলেন, শিক্ষাব্যবস্থায় ইতোমধ্যে তৃতীয় ভাষা হিসেবে ম্যান্ডারিনকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাকেও অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। এই দুই ক্ষেত্রেই চীন তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতার আলোকে বাংলাদেশকে সহযোগিতা করতে চায়। চীনা ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের শিক্ষক এবং অবকাঠামোগত সহায়তা তারা প্রদান করবে।

মাহাদী আমিন আরও বলেন, স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে কীভাবে আধুনিক চিকিৎসাব্যবস্থা বাংলাদেশে প্রয়োগ করা যায়, বিভিন্ন ধরনের রোবটিক সার্জারি এবং হাসপাতাল প্রতিষ্ঠাসহ অন্যান্য বিষয়ে চীন তাদের আগ্রহ প্রকাশ করেছে। বাংলাদেশ থেকে অনেকেই বিদেশে চিকিৎসা নিতে যান। চীন সেখানে ভিসা প্রক্রিয়া সহজ করার মাধ্যমে এবং অন্যান্য সহযোগিতার মাধ্যমে বাংলাদেশিদের জন্য চিকিৎসার সুযোগ আরও উন্মুক্ত করতে আগ্রহী।

তিনি বলেন, রোহিঙ্গা বিষয়ে বাংলাদেশের অবস্থান খুবই স্পষ্ট। আমরা চাই নিরাপদ, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত এবং মর্যাদাপূর্ণ উপায়ে আমাদের দেশে অবস্থানরত রোহিঙ্গারা নিজ দেশে ফিরে যাক। এ বিষয়ে চীন আমাদেরকে আশ্বাস দিয়েছে যে, প্রয়োজন হলে তারা মিয়ানমারের সঙ্গে সংলাপে সহায়তা করবে। আমরা সেই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ও মর্যাদাপূর্ণ উপায়ে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের বিষয়ে সামনে আলোচনা শুরু করব, যা এর আগে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সময়ে সম্ভব হয়েছিল। তিনি জানান, পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা-এই দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে টু প্লাস টু কাঠামো নিয়ে একটি সমঝোতা হয়েছে।

সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এটর্নি

Khairul Bashar, ESQ., MBA., LL.M.
Attorney At Law
Dual-Qualified Exclusive Immigration Focus

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করি

- ফ্যামেলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- অ্যাসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (I-601, I-601A & I-212)
- বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যানডামাস
- U-ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1, EB-2 NIW & EB-3
- বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কনস্যুলার প্রসেসিং ও 221 (g) ভিসা রিফিউজাল

(718) 775-8509 (212) 464-8620

New York Office:
7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372

D.C. Office:
1629 K Street NW, Suite 300
Washington D.C. 20006
(By Appointment Only)
(888) 771- 4529

khairul@basharlaw.com

info@basharlaw.com
+1(202) 983 - 5504

OPEN 6 Days (M-S)

Manhattan Meeting Location Available (By Appointment Only)

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
basharlaw.com

*Dual-Qualified Admitted in Washington, D.C., Alabama and Bangladesh
Practice Solely U.S.Immigration & Nationality Law in all 50 States.

হাতের
মুঠোয়
পরিচয়
পড়ুন
নিরাপদে
থাকুন
ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন
parichoyny@gmail.com

GLOBAL MULTI SERVICES, INC
INCOME TAX
IMMIGRATION
ACCOUNTING
TAX AUDIT
BUSINESS SETUP
TRAVELS
e-file
অভিজ্ঞ ট্যাক্স প্রিপারেটরের মাধ্যমে
ট্যাক্স এনালাইসিস ও ফাইলিং করা হয়
তারেক হাসান খান, সিইও
37-18, 74th Street, Suite#202, Jackson Heights, NY 11372
Ph: (718) 205-2360, Fax: (718) 799-5864
Email: globalmsinc@yahoo.com

KARNAFULLY
TAX SERVICES INC
KARNAFULLY INCOME TAX SCHOOL
কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স স্কুল
Register today to ensure your place in the class!
Jackson Heights - এর বিশ্বস্ত ট্যাক্স প্রশিক্ষণ কেন্দ্র!
কেন এই কোর্স করবেন?
কোর্স শেষে সার্টিফিকেট
নতুন ট্যাক্স ল' অনুসারে কোর্স
উচ্চ আয়ের সুযোগ
কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা লাগবে না
Mohammed Hasem MBA
President and CEO
আমাদের ঠিকানা:
37-20 74th St. 2nd Fl,
Jackson Heights, NY 11372
আজই রেজিস্ট্রেশন করুন:
718-205-6040
www.karnafulllytax.com
Learn To Earn
Become a Tax Pro!
We'll Teach You Everything You Need to Know
Join Us To Grow & Succeed
Designed By BrandClamp

বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণ

১৬ পৃষ্ঠার পর

কঠিন শর্তের ঋণ।

এসময় আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বৈদেশিক ঋণ ব্যবস্থাপনার বেশকিছু চ্যালেঞ্জ তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ২০১৫ সালে বিশ্বব্যাংকের হিসাবমতে, বাংলাদেশ নিম্ন-আয়ের দেশ হতে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণের ফলে আমাদের বৈদেশিক ঋণের কনসেশনালিটি ধীরে ধীরে কমে আসছে। পাশাপাশি, একই সময় থেকে সরকারের বৈদেশিক ঋণ গ্রহণের পরিমাণ ও বিপুলভাবে বেড়েছে। ফলে সামনের বছরগুলোতে ঋণের আসল ও সুদ পরিশোধের দায় বৃদ্ধি পাবে।চ

অর্থমন্ত্রী জানান, এসব চ্যালেঞ্জ মাথায় রেখে বিএনপি সরকার বেশকিছু সতর্কতামূলক পদক্ষেপ নিয়েছে।

তিনি জানান, নতুন বৈদেশিক ঋণগ্রহণের ক্ষেত্রে ঋণ প্রস্তাব ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প প্রস্তাব নিবিড়ভাবে যাচাই করা হচ্ছে, যাতে উচ্চ সুদের বৈদেশিক ঋণের মাধ্যমে কোনো অপ্রয়োজনীয় বা কম গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়িত না হয়। যেসব প্রকল্পের উচ্চ অর্থনৈতিক রিটার্ন রয়েছে, শুধুমাত্র সেই সব প্রকল্পের জন্যই বৈদেশিক ঋণ বিবেচনা করা হচ্ছে। পাশাপাশি, বৈদেশিক ঋণে বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলোর সময় ও ব্যয় বৃদ্ধির সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আমরা প্রকল্পের নিবিড় তদারকি শুরু করেছি।

অর্থমন্ত্রী বলেন, আমরা সরকারের মধ্যমেয়াদী ঋণ ব্যবস্থাপনা নীতি হালনাগাদ করার কাজ করছি। ঋণ ব্যবস্থাপনাকে টেকসই ও সহনশীল করার লক্ষ্যে আমরা ঋণ টেকসইতার বিশ্লেষণ করছি। সব শেষে, সরকারের ঋণ ব্যবস্থাপনার সার্বিক গুণগতমান উন্নয়নের জন্য আমরা শীঘ্রই প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি সংস্কারের জন্য একটি পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ শুরু করেছি।

ভারতের জন্য তালিকাচ্যুত

১৬ পৃষ্ঠার পর

২০১৫ সালে শুরু হওয়া এক দ্বিপক্ষীয় উদ্যোগের আওতায় এই জমিটি আগে ভারতের অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল। তবে ভারত সরকারের মনোনীত ডেভেলপার প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভূমি উন্নয়নের কাজ শুরু করতে ব্যর্থ হওয়ায়, ২০২৫ সালের অক্টোবরে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এই প্রকল্পটিকে তালিকাচ্যুত বা বাতিল করে।

গতি পাচ্ছে বিনিয়োগ উদ্যোগ

চীনের সঙ্গে অর্থনৈতিক সহযোগিতা জোরদার করার লক্ষ্যে, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের এই সফরে সই হওয়া বেশ কয়েকটি বিনিয়োগ সংক্রান্ত চুক্তির মধ্যে মোংলার এই চুক্তিটি অন্যতম।

চট্টগ্রামের আনোয়ারায় চীনা অর্থনৈতিক ও শিল্প অঞ্চল প্রতিষ্ঠার জন্য চায়না রোড অ্যান্ড ব্রিজ কর্পোরেশন (সিআরবিসি)-এর সঙ্গেও একটি ডেভেলপার সমঝোতা স্মারক সই ও বিনিময় করেছে বেজা।

এছাড়া বাংলাদেশে চীনা বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগের প্রসার, ব্যবসায়িক যোগাযোগ জোরদার এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা সেবা নিশ্চিত করতে চায়না কাউন্সিল ফর দ্য প্রমোশন অব ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড (সিসিপিআইটি)-এর সঙ্গে একটি সমঝোতা স্মারক সই করেছে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)। এর বাইরে ঢাকার কেরানীগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চলে চীনের হান্ডা গ্রুপকে জমি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। বিডার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, এই প্রকল্পে কোম্পানিটি ২২ কোটি ডলার বিনিয়োগের পরিকল্পনা করছে।

ভারত-সমর্থিত প্রকল্প যেভাবে চীনের কাছে

২০১৫ সালে বাংলাদেশ ও ভারত দুটি ভারতীয় অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার জন্য একটি সমঝোতা স্মারক সই করেছিল-যার একটি মোংলায় এবং অন্যটি চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে হওয়ার কথা ছিল। ভারতের লাইন অব ক্রেডিট (এলওসি) কর্মসূচির আওতায় এই প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের পরিকল্পনা ছিল।

মোংলা অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগ উৎসাহিত করতে এবং মোংলা বন্দরের মাধ্যমে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য জোরদার করার পরিকল্পনার অংশ হিসেবে, ভারতীয় অর্থায়নে মোংলা বন্দর ও খুলনার মধ্যে একটি নতুন রেলপথও নির্মাণ করেছিল দুই দেশ।

মোংলা অর্থনৈতিক অঞ্চলের ভূমি উন্নয়নে ২০১৮ সালের ২১ মার্চ হিরানান্দানি গ্রুপকে ডেভেলপার হিসেবে মনোনয়ন দেয় ভারত সরকার। পরে এর সহযোগী প্রতিষ্ঠান ইভিটা কনস্ট্রাকশন্স প্রাইভেট লিমিটেড (ইসিপিএল)-কে ডেভেলপার নিয়োগ দিয়ে ২০২২ সালের ২ মার্চ একটি সমঝোতা স্মারক সই করে বেজা। ২০২৪ সালের আগস্টে বাংলাদেশে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর প্রকল্পটি অবাস্তবায়িতই থেকে যায়। বেজার কর্মকর্তাদের মতে, চুক্তিতে নির্ধারিত দুই বছরের মধ্যে ভারতীয় ডেভেলপার প্রতিষ্ঠানটি ভূমি উন্নয়নের মূল কাজ শুরুই করতে পারেনি।

বেজার কর্মকর্তারা জানান, পরবর্তীতে ২০২৫ সালের জুনে বাংলাদেশে অবস্থিত চীনের দূতাবাস একই জায়গায় একটি চীনা অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দেয়। পরবর্তীতে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় অর্থায়নের এই প্রকল্পটিকে তালিকাচ্যুত ঘোষণা করে।

ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা

বেজার নির্বাহী সদস্য মেজর জেনারেল (অব.) মো. নজরুল ইসলাম জানান, মোংলা ইকোনমিক জোনে উচ্চ মূল্য সংযোজনকারী (হাই-ভ্যালু-অ্যাডেড) উৎপাদনমুখী শিল্প স্থাপনে গভীর আগ্রহ দেখিয়েছেন চীনা বিনিয়োগকারীরা। টিবিএস্কে তিনি বলেন, চীনা বিনিয়োগকারীরা মোংলা অর্থনৈতিক অঞ্চলে উচ্চ মূল্য সংযোজনকারী শিল্প স্থাপনে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তারা টেলিকমিউনিকেশন ও ইলেকট্রনিক্সসহ বিভিন্ন অগ্রগামী খাতে উৎপাদন কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা ব্যক্ত করেছেন। এছাড়া আধুনিক ওয়্যারহাউজিং বা পণ্য মজুতকরণ সুবিধা গড়ে তুলতেও তাদের আগ্রহ রয়েছে।

৩০.৩২ বিলিয়ন ডলার

১৬ পৃষ্ঠার পর

সংরক্ষিত মহিলা আসনের সরকারি দলের সংসদ সদস্য সেলিনা সুলতানার টেবিলে উপস্থাপিত লিখিত প্রশ্নের জবাবে তিনি এ তথ্য জানান। সংসদে মন্ত্রীর দেয়া তথ্য অনুযায়ী, এসময়ে রেমিট্যান্সের উৎস প্রধান প্রধান দেশগুলো হলো- সৌদি আরব, যুক্তরাষ্ট্র, মালয়েশিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ওমান, ইতালি, কুয়েত, কাতার, সিঙ্গাপুর, বাহরাইন, দক্ষিণ আফ্রিকা, ফ্রান্স, দক্ষিণ কোরিয়া, গ্রিস, জর্ডান, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, মালদ্বীপ, মরিশাস, স্পেন, জার্মানি, পর্তুগাল, লেবানন, ব্রুনাই দারুস সালাম, জাপান, ইরাক, পোল্যান্ড, সুইডেন ও সাইপ্রাস। এছাড়া মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশি কর্মী পাঠানোর পথ শিগগিরই সুগম হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন আরিফুল হক চৌধুরী। সংসদে তিনি জানান, সরকার মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার উন্মুক্ত করতে কাজ করছে। প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক মালয়েশিয়া সফরের পর এ বিষয়ে ইতিবাচক অগ্রগতি হয়েছে।

তিনি বলেন, সরকার মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার উন্মুক্তকরণের জন্য কাজ করছে। আশা করা যায়, অতিদ্রুত দেশটিতে বাংলাদেশি কর্মী পাঠানোর পথ সুগম হবে।

অনলাইনে পরিচয় পড়তে স্ক্যান করুন

37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

MLS
York Holding Realty
Licensed Real Estate Broker
Over 20 Years Experience in Real Estate Business

Zakir H. Chowdhury
President
■ Now Hiring Sales Persons
■ Free Training (Free course fees for selected people)
■ Earn up to 300K Yearly
Call Us: 718-255-1555 | 917-400-3880
We are Specialized in Residential, Commercial, Industrial, Bank Owned, Co-op, Condo, Buying-Selling & Rentals
718-255-4555
zchowdhury646@gmail.com
www.yorkholdingrealty.com
70-32 Broadway, Jackson Heights NY-11372

DEBNATH ACCOUNTING INC.
SUBAL C DEBNATH, MAFM

MS in Accounting & Financial Management, USA
Concentration: Certified Public Accounting (CPA)
Member of National Directory of Registered Tax Professional.
Notary Public, State of New York
NOTARY PUBLIC
TAX FILING
NOTARY PUBLIC
IMMIGRATION
TRAVEL SERVICES
AUTHORIZED e-file PROVIDER
37-53, 72nd Street
Jackson Heights, NY 11372
E-mail: subalcdebnath@yahoo.com
Ph: (917) 285-5490
OPEN 7 DAYS A WEEK

যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিই
• ASYLUM Cases
• Business Immigration/Non-Immigrant Work Visa (H-1B, L1A/L1B, O, P, R-1, TN)
• PERM Labor Certification (Employment based Green Card)
• Family Petition
• Deportation
• Cancellation of Removal
• Visas for physicians, nurses, extra-ordinary ability cases
• Appeals
• All other immigration matters
Khagendra Gharti-Chhetry, Esq
Attorney-At-Law
ইমিগ্রেশনসহ যে কোন আইনি সহায়তার জন্য
এ পর্যন্ত আমরা দুই শতাধিক বাংলাদেশীকে বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টার থেকে মুক্ত করেছি।
এখনো শতাধিক বাংলাদেশী ডিটেইনির মামলা পরিচালনা করছি।
আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের বাফেলো শাখা থেকেও ইমিগ্রেশন সেবা দিচ্ছ।
বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন।
বাফেলো ঠিকানা :
Nasreen K. Ahmed
Chhetry & Associates P.C.
2290 Main Street, Buffalo, NY 14214

Nasreen K. Ahmed
Sr. Legal Consultant
LLM, New York.
Cell: 646-359-3544
Direct: 646-893-6808
nasreenahmed2006@gmail.com
CHHETRY & ASSOCIATES P.C.
363 7th Avenue, Suite 1500, New York, NY 10001
Phone: 212-947-1079 ext. 116

বারী হোম কেয়ার

BARI HOME CARE
YOUR HEALTH OUR CARE

Ultracare Family Wellness of NY, Inc.
Diana's Angels Home Care Inc.

PCA/HHA HOME CARE
Service Provider

Home care PCA/PA দের সর্বোচ্চ সাপ্তাহিক পেমেন্ট **Direct Deposit** এর মাধ্যমে দেওয়া হয়।
Home care সুবিধা পেতে আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আমরা **Medicaid** এর আবেদন ও নবায়নে সাহায্য করে থাকি।
We hire PCA Aides/ Provide Training & Certificate
We speak Bengali, Hindi, Urdu, Punjabi & Spanish

আমরা **HHA/PCA**
সার্টিফিকেট প্রদান করে
হোম কেয়ারে সকল সেবা প্রদান করছি।

PCA সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

NYS- licensed LHCSA Agency Offering
Professional, compassionate care -
we are ready to help you to Enroll
PCA/HHA services.
Our Expert Team will guide you through the
LHCSA transition with trained PCA ready to help.

THE BARI GROUP

BARI SUPERMARKET · BARI PARTY HALL · BARI RESTAURANT · BARI HOME CARE · BARI &BARI · BARI CHARITY FOUNDATION · BUTTERFLY SENIOR DAY CARE

Head Office:
37-16 73rd St., 4th FL
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100

Jamaica Office:
169-06 Hillside Ave,
2nd FL
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163

Bronx Office:
1412 Castle Hill Ave
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel:718-319-1000

Woodside Office:
49-22 30th Ave
Woodside
NY 11377
Tel: 347-242-2175

Brooklyn Office:
31 Church Ave, #8
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-837-4908
Cell: 347-777-7200

Long Island Office:
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901

Ozone Park Office:
1088 Liberty Ave
Brooklyn, NY 11208
Tel: 470-447-8625

Buffalo Office:
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711

Buffalo Office:
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo, NY 14212
Tel: 347-272-3973

Bari Tower:
74-09 37th Ave
Room 401
Jackson Heights,
NY 11372
Tel: 718-898-7100

CALL US TODAY: 718-898-7100, 631-428-1901
Fax: 646-630-9581, info@barihomecare.com www.barihomecare.com

বাংলাদেশের ২৩ বিলিয়ন ডলারের টেক্সটাইলখাত কি ধসের মুখে?

১৬ পৃষ্ঠার পর

মিলগুলোর উৎপাদন সক্ষমতা টিকিয়ে রাখাকে আরও কঠিন করে তুলবে।

এই সিদ্ধান্ত আমাদের ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেবে। এটি আমাদের কফিনে শেষ পেরেক,চ বলেন রাসেল।

তাঁর মতে, একটি টেক্সটাইল মিলকে লাভজনক ও টেকসই রাখতে হলে-সেটিকে প্রায় ৯৫ শতাংশ উৎপাদন সক্ষমতায় চালাতে হয়। কিন্তু, চলমান গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংকটের কারণে মিলগুলোর ব্যবহারিক সক্ষমতা মাত্র ৩০ শতাংশে নেমে এসেছে, যা অনেক মিলকে চরম আর্থিক সংকটের মুখে ফেলেছে।

এই শিল্পের নেতৃবৃন্দ সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, বাংলাদেশের তৈরি পোশাক (আরএমজি) খাতকে এভাবে সহায়তা দেওয়ার ফলে গত কয়েক দশক ধরে গড়ে ওঠা ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ শিল্পগুলো-ধীরে ধীরে ভারত থেকে আমদানিকৃত সুতা এবং চীন থেকে আসা ফ্রেব্রিক বা কাপড়ের কাছে বাজার হারাচ্ছে। এর ফলে এই খাতের স্থানীয় মূল্য সংযোজনের হার ক্রমাগত কমছে।

জানুয়ারি-মার্চ প্রান্তিকে স্থানীয় মূল্য সংযোজন ছিল মাত্র ৬১ শতাংশ, যেখানে আগের প্রান্তিকেও ছিল ৬৪ শতাংশের উপরে, আর ২০২২-২৩ অর্থবছরের অক্টোবর-ডিসেম্বর প্রান্তিকে এর হার ছিল প্রায় ৬৮ শতাংশ।

বিটিএমএ-র পরিচালক শহীদ আলম বলেন, পোশাক প্রস্তুতকারকরা যদি আমাদের তৈরি ফেব্রিক কিনতেন, তাহলে মূল্য সংযোজনের হার ৭০ শতাংশের বেশি হতো।

বিটিএমএ নেতারা কর নির্ধারণের ক্ষেত্রেও বৈষম্যের অভিযোগ তুলেছেন। তারা উল্লেখ করেন, যেখানে তৈরি পোশাক প্রস্তুতকারকরা মাত্র ১২ শতাংশ করপোরেট কর দেন, সেখানে টেক্সটাইল মিলগুলোকে ২৭ দশমিক ৫ শতাংশ হারে কর দিতে হয়।

জ্বালানি সংকট ও গ্যাসের দামের ধাক্কা

টেক্সটাইল মিল মালিকদের মতে, প্রায় পাঁচ বছর আগে তীব্র জ্বালানি সংকটের মধ্য দিয়ে এই খাতের দুর্দশা শুরু হয়েছিল, যার কারণে তারা মিলগুলো ঘণ্টার পর ঘণ্টা বা দিনের পর দিন বন্ধ রাখতে বাধ্য হতে হন।

এরপর ২০২৩ সালের জানুয়ারি মাসে শিল্পখাতের জন্য গ্যাসের দাম প্রতি ইউনিট ১৬ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩০ টাকা করা হয়। পরবর্তীতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার নতুন কারখানা এবং সম্প্রসারণে ইচ্ছুক বিদ্যমান কারখানাগুলোর জন্য গ্যাসের দাম আরও বাড়িয়ে প্রতি ইউনিট ৪০ টাকা নির্ধারণ করে। মিল মালিকদের অভিযোগ, এই চড়া দাম দিয়েও তারা প্রায়ই গ্যাস পাচ্ছেন না, যার ফলে বাধ্য হয়ে তাদের আরও ব্যয়বহুল ডিজেল বা ফার্নেস অয়েল ব্যবহার করতে হচ্ছে।

এনজেড টেক্স গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং বিটিএমএ-র সাবেক সহ-সভাপতি সালেউধ জামান খান বলেন, কেবল গ্যাস সংকটের কারণেই গত পাঁচ বছরে প্রায় ১৫০টি টেক্সটাইল কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে।

চলতি সপ্তাহে বাজেট-উত্তর এক সংবাদ সম্মেলনে বিটিএমএ সভাপতি রাসেল জানান, ২০১৯ সাল থেকে এপর্যন্ত ২৩৪টি টেক্সটাইল কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে, যার মধ্যে তাঁর নিজেরই পাঁচটি কারখানা রয়েছে। পরিস্থিতি দিন দিন আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে। আমরা এমন এক পরিস্থিতির দিকে যাচ্ছি- যেখান থেকে আর কোনোদিন ফিরে আসা সম্ভব হবে না, বলেন তিনি।

শাহজালাল ইসলামী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোসলেহ উদ্দিন আহমেদ বলেন, সরকার যদি টেক্সটাইল খাতকে বাঁচাতে চায়, তাহলে সবার আগে নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।

সুদের হার ও আমদানিকৃত সুতার অপচয় হার

ব্যাংকার ও শিল্প সংশ্লিষ্টদের মতে, ২০২৪ সালের মাঝামাঝি থেকে সুদের হার ১৪-১৫ শতাংশে গিয়ে ঠেকেছে, যা মেয়াদি ঋণ নেওয়া মিলগুলোকে চরম আর্থিক সংকটে ফেলেছে। অনেক মিল মালিক ব্যাংকের ঋণ পরিশোধ করতে না পারায় খেলাপি হয়ে পড়েছেন, যার ফলে কার্যক্রম চালু রাখার জন্য প্রয়োজনীয় চলতি মূলধন পাওয়ার পথ বন্ধ হয়ে গেছে।

১২-১৪ শতাংশ সুদের হারের কারণে মেয়াদি ঋণ নেওয়া কারখানাগুলো সবচেয়ে বেশি ভুগছে। অনেক মিল চলতি মূলধনের তীব্র সংকটেও ভুগছে, বলেন মোসলেহ উদ্দিন আহমেদ।

চলতি মূলধন দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলোর অনীহার কারণ ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, অনেক মিল মালিক তাদের এলসি বা ঋণপত্র-র বিপরীতে সময়মতো পাওনা পরিশোধ করতে পারেননি, যার ফলে ব্যাংকগুলো এই ঋণগ্রহীতাদের নতুন ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে কড়াকড়ি আরোপ করেছে।

এছাড়া ২০২২ সালের একটি নীতিগত পরিবর্তনের মাধ্যমে, পোশাক উৎপাদনের জন্য শুল্কমুক্ত সুতা আমদানির ক্ষেত্রে অনুমোদিত অপচয়ের হার (ওয়েস্টেজ রেট) ১৬ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৩২ শতাংশ করা হয়। এর ফলে পোশাক প্রস্তুতকারকরা বন্ডেড ওয়্যারহাউস সুবিধার আওতায়, শুল্ক ছাড়াই তাদের প্রয়োজনের চেয়ে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বেশি সুতা আমদানি করতে পারছেন। অথচ সুতা উৎপাদনকারী বা স্পিনিং মিল মালিকদের মতে, এই অপচয়ের হার সর্বোচ্চ ১২ থেকে ১৪ শতাংশ হওয়া উচিত।

টেক্সটাইল মিল মালিকদের দাবি, এই নিয়মের সুযোগ নিয়ে আমদানিকারকরা বিপুল পরিমাণ সুতা দেশে নিয়ে আসছেন, যার বড় অংশই আসছে ভারত থেকে। পরবর্তীতে সেই উদ্বৃত্ত সুতা দেশীয় বাজারে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে, যা স্থানীয় স্পিনিং মিলগুলোর ব্যবসা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

শহীদ আলম বলেন, পোশাক শিল্পে এখন আধুনিক ও দক্ষ যন্ত্রপাতির ব্যবহার ব্যাপকভাবে বেড়ে যাওয়ায়- অনুমোদিত অপচয় হার কমিয়ে আনা উচিত। ওয়েস্টেজ রেট ৩২ শতাংশ নয়, বরং ৫ থেকে ১২ শতাংশের মধ্যে হওয়া উচিত।

তিনি অভিযোগ করেন, কিছু অসাধু ব্যবসায়ী এই অতিরিক্ত অপচয় সুবিধার অপব্যবহার করে উদ্বৃত্ত ফেব্রিকও স্থানীয় বাজারে বিক্রি করে দিচ্ছেন। এক ট্রাক ফেব্রিক স্থানীয় বাজারে বিক্রি করে তারা ২০ লাখ টাকা পর্যন্ত আয় করছেন।

খোরশেদ আলম জানান, ২০১৭ সালে যখন বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১৬ কোটি ছিল, তখন টেক্সটাইল মিলগুলো দেশীয় বাজারে ১২ বিলিয়ন ডলারের পণ্য বিক্রি করেছিল। জনসংখ্যা বাড়লেও- গত বছর দেশীয় বাজারে বিক্রির পরিমাণ কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৮ বিলিয়ন ডলারে। অথচ এটি অন্তত ১৩ বিলিয়ন ডলার হওয়া উচিত ছিল বলে তিনি মনে করেন।

শুল্কমুক্ত সুতা ও কাপড় আমদানি করে স্থানীয় বাজারে বিক্রি করার কারণে, আমাদের দেশীয় বাজারে বিক্রির পরিমাণ এখন ৫ বিলিয়ন ডলার কমে গেছে, বলেন তিনি।

ভারত সুতা ডাম্পিং করছে

সালেউধ জামান খান বলেন, ভারতীয় এবং বাংলাদেশী সুতার দাম প্রায় একই-প্রতি কেজি প্রায় ৩ ডলার। তবে বিদ্যুৎ ভর্তুকি এবং প্রায় ১৫-২০ রুপির সমপরিমাণ ২ শতাংশ ভ্যাট রেয়াতসহ ভারত সরকারের বিভিন্ন সাবসিডির কারণে ভারতীয় মিলগুলো-বাংলাদেশে প্রায় ২.৯০ ডলার প্রতি কেজিতে সুতা বিক্রি করতে পারছে।

ভারত গত চার-পাঁচ বছর ধরে এখানে সুতা ডাম্পিং করছে। এর ফলে অনেক স্থানীয় স্পিনার হয় তাদের সুতা বিক্রি করতে পারছে না, অথবা লোকসান দিয়ে বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে,চ বলেন তিনি।

এই উদ্যোক্তা আরো উল্লেখ করেন, বাংলাদেশ এখন ভারতীয় সুতার সবচেয়ে বড় রপ্তানি বাজারে পরিণত হয়েছে। প্রতিবেশী দেশটি তাদের মোট সুতা উৎপাদনের ৪০ শতাংশেরও বেশি বাংলাদেশে বিক্রি করছে, যার মূল্য প্রায় ২ বিলিয়ন ডলার।

রপ্তানিকারক থেকে আমদানিকারক

টেক্সটাইল খাতের পরামর্শক এ কে আজাদ বলেন, বাংলাদেশ এক সময় তুরস্কে ফেব্রিক বা কাপড় রপ্তানি করত, অথচ এখন প্রতি বছর ১০ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি মূল্যের ফেব্রিক আমদানি করতে হচ্ছে।

তিনি উল্লেখ করেন যে, বেক্সিমকো, মন্নু এবং সিনহার মতো দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পগ্রুপগুলো বিগত বছরগুলোতে আধুনিক ফেব্রিক উৎপাদন কারখানা গড়ে তুলতে বিপুল বিনিয়োগ করেছিল, যার মধ্যে অনেকগুলোই ইতোমধ্যেই বন্ধ হয়ে গেছে।

বাংলাদেশ থেকে ফেব্রিকের আমদানি বাড়তে দেখে তুরস্ক তাদের দেশীয় শিল্পকে রক্ষা করতে আমদানি শুল্ক বাড়িয়ে দিয়েছিল। অন্যদিকে, বাংলাদেশ গত কয়েক দশক ধরে সুতা ও ফেব্রিক শুল্কমুক্ত আমদানির অনুমতি দিয়ে রেখেছে,চ বলেন এ কে আজাদ।

টেক্সটাইল খাতে কেন আসছে না বিদেশি বিনিয়োগ

বাংলাদেশ-চায়না চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির-ও সভাপতি খোরশেদ আলম। তিনি বলেন, চীন থেকে বাংলাদেশ যেহেতু প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ ফেব্রিক আমদানি করে, তাই অনেক চীনা বিনিয়োগকারী বাংলাদেশের টেক্সটাইল খাতে বিনিয়োগ করার আগ্রহ দেখিয়েছিলেন।

"তবে বাজার মূল্যায়ন বা মার্কেট অ্যাসেসমেন্ট করার পর-অনেক সম্ভাব্য চীনা বিনিয়োগকারী শেষ মুহূর্তে পিছিয়ে গেছেন। তারা আমাদের বলেছেন, বাংলাদেশে বন্ডেড ওয়্যারহাউস সুবিধার ব্যাপক অপব্যবহার হচ্ছে,চ বলেন তিনি।

খোরশেদ আরও বলেন, বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে বিপুল পরিমাণ কাপড় ও তৈরি পোশাক বাংলাদেশে প্রবেশ করছে, যা বৈধভাবে আমদানিকৃত ফেব্রিকের বাজার সম্ভাবনাকে নষ্ট করছে-এই বিষয়েও চীনা বিনিয়োগকারীরা অবগত। এর ফলে তারা আশঙ্কা করছেন যে, তাদের উৎপাদিত পণ্য স্থানীয় বাজারে প্রতিযোগিতা করতে পারবে না এবং পর্যাপ্ত ক্রেতা পাবে না।

বিটিএমএ-র সদস্যভুক্ত মিলের সংখ্যা ১,৭৮০টি। এর মধ্যে ৫১৯টি স্পিনিং মিল সুতা তৈরি করে এবং ৯৩৮টি উইভিং মিল ফেব্রিক বা কাপড় উৎপাদন করে। এছাড়া ৩২৩টি ডাইং, প্রিন্টিং ও ফিনিশিং মিল রয়েছে। বিটিএমএ-র তথ্য অনুযায়ী, এই ব্যাকওয়ার্ড ও ফরওয়ার্ড লিংকেজ শিল্পগুলোতে প্রায় ৪৫ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান রয়েছে, যার মধ্যে ৬০ শতাংশই নারী।

স্পেসএক্স কি মহাকাশে নতুন 'ইস্ট ইন্ডিয়া

২২ পৃষ্ঠার পর

খাচ্ছে। ১৫৭০ থেকে ১৮৬০ সালের মধ্যে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো অনিয়ন্ত্রিত সমুদ্রগুলোতে তাদের ক্ষমতা বিস্তারের জন্য ব্রিটিশ, ডাচ এবং ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মতো জয়েন্ট-স্টক কোম্পানিগুলোকে ব্যবহার করত।

এই চার্টার্ড কোম্পানিগুলো ছিল এক ধরণের সংকর প্রতিষ্ঠান-বাণিজ্যিক উদ্যোগ হওয়ার পাশাপাশি তারা রাষ্ট্রের হাতিয়ার হিসেবেও কাজ করত। তারা একচেটিয়া বাজার গড়ে তুলত এবং আইনের অনুপস্থিতিতে নিজেদের নিয়ম নিজেরা তৈরি করত। মুদ্রা তৈরি করা এবং স্থানীয়দের ওপর পুলিশি ব্যবস্থা চালানো থেকে শুরু করে যুদ্ধ করা ও চুক্তি সই করার মতো রাষ্ট্রীয় কাজও তারা পরিচালনা করত। এডমন্ড বার্ক ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে বণিকের ছদ্মবেশে একটি রাষ্ট্র বলে অভিহিত করেছিলেন। এখন পৃথিবীর কক্ষপথে যেন সেই একই কাঠামোর পুনরাবৃত্তি ঘটছে।

প্রথমে একচেটিয়া আধিপত্যের কথা বিবেচনা করা যাক। রকেট বুস্টার ল্যান্ড করানো এবং তা পুনরায় ব্যবহারের মাধ্যমে স্পেসএক্স এক জটিল সমস্যার সমাধান করেছে। যেহেতু রকেট পুনরায় ব্যবহারযোগ্য হওয়া কেবল উচ্চ উৎক্ষেপণ হারের ক্ষেত্রেই লাভজনক, তাই কোম্পানিটি স্টারলিংক তৈরি করেছে। হাজার হাজার স্যাটেলাইটের এই নেটওয়ার্ক তাদের নিয়মিত রকেট উৎক্ষেপণের নিশ্চয়তা দেয়। যেসব প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে রকেট এবং স্যাটেলাইট সংযোগের নিজস্ব চাহিদা নেই, তাদের পক্ষে এই বাজারে প্রবেশ করা সহজ নয়। একটি নতুন গবেষণাপত্র অনুযায়ী, মহাকাশে পণ্য পাঠানোর ক্ষেত্রে স্পেসএক্সের বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব ২০১৪ সালের ১০ শতাংশের নিচে থেকে বেড়ে বর্তমানে প্রায় ৮০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে এই হার ৯৪ শতাংশ, যেখানে নাসা তাদের অন্যতম বড় গ্রাহক। এই প্রক্রিয়ায় স্পেসএক্স কক্ষপথের দুর্লভ স্লট এবং রেডিও স্পেকট্রাম দখল করে নিয়েছে, যা ভবিষ্যতে নতুনদের আসার পথ কঠিন করে তুলছে। এটি পাঠ্যবইয়ে থাকা সাধারণ প্রযুক্তি বাজারের একচেটিয়া ব্যবস্থা নয়, বরং এটি অনেক পুরোনো কিছুর কথা মনে করিয়ে দেয়।

এরপর আসা যাক আইনি শূন্যতার প্রশ্নে। ১৯৬৭ সালের আউটার স্পেস ট্রিটি বা মহাকাশ চুক্তি এমন এক সময়ের জন্য লেখা হয়েছিল যখন মহাকাশে কেবল সরকারগুলোর আধিপত্য ছিল। সেখানে বলা হয়েছিল, মহাকাশ কোনো জাতির সার্বভৌমত্বের দাবি বা দখলদারিত্বের বিষয় নয় এবং এটি পুরো মানবজাতির কল্যাণের জন্য সংরক্ষিত। তবে এই নিয়ম কার্যকর করার কোনো শক্তিশালী ব্যবস্থা সেখানে নেই।

এই বিশাল আইনি শূন্যতার সুযোগ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ২০১৫ সালেওকমার্শিয়াল স্পেস লঞ্চ কম্পিটিটিভনেস অ্যাক্ট এবং ২০২০ সালে আর্টেমিস অ্যাকর্ডস চালু করে। এর মাধ্যমে দাবি করা হয়, মহাকাশ থেকে সম্পদ আহরণ কোনো দখলদারি নয়। স্পেসএক্সের জন্য ঠিক এমন পরিবর্তনেরই প্রয়োজন ছিল। একইভাবে, তিন শতাব্দী আগে কোনো কোম্পানির চার্টার ছিল একই সাথে বাণিজ্যের লাইসেন্স এবং আইন হিসেবে সাজানো একতরফা দাবি। উভয় ক্ষেত্রেই প্রথম সুযোগ গ্রহণকারীরা নিজেদের জন্য নিজেরাই নিয়ম লিখেছে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সাদৃশ্য হলো রাষ্ট্রীয় ও বেসরকারি ক্ষমতার সীমারেখা ঝাপসা হয়ে যাওয়া। ২০২২ সালে ইলন মাস্ক ইউক্রেনকে রাশিয়ার নৌবহরের বিরুদ্ধে হামলা চালাতে সহায়তা করার জন্য ক্রিমিয়ার ওপর স্টারলিংক সেবা চালু করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। কার্যত একজন ব্যক্তিই একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের সিদ্ধান্তে ভেটো দিয়েছিলেন, এবং যুক্তরাষ্ট্র সরকারও সহজে সেই সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করতে পারেনি। ভবিষ্যতে যখন কার্যক্রম চাঁদে বিস্তৃত হবে তখন মানদণ্ড নির্ধারণ, সম্পদ দাবির ব্যবস্থাপনা এবং আর্টেমিস অ্যাকর্ডস অনুযায়ী রাষ্ট্রগুলো যেওনিরাপত্তা অঞ্চল ঘোষণা করতে পারে, সেগুলোর তদারকিতে স্পেসএক্স উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তারের অবস্থানে থাকবে। ফলে একটি বেসরকারি কোম্পানি এমন প্রশ্নের উত্তর নির্ধারণ করতে পারে, যা মূলত রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত।

ব্রিটেন যেমন ডাচদের মসলা বাণিজ্য থেকে দূরে রাখতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে বিশেষ অধিকার দিয়েছিল, যুক্তরাষ্ট্রও চীনের আগে মহাকাশে কৌশলগত আধিপত্য গড়তে স্পেসএক্সকে ক্ষমতায়িত করেছে। কিন্তু প্রতিষ্ঠানটি যত বেশি অপরিহার্য হয়ে উঠছে, রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব তত কমছে। গত বছর প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং মাস্কের প্রকাশ্য বিবাদে এই নাজুক পরিস্থিতি স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। ট্রাম্প স্পেসএক্সের সরকারি চুক্তি বাতিলের হুমকি দিয়েছিলেন, আর মাস্ক হুমকি দিয়েছিলেন আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে মার্কিন সরকারের প্রবেশাধিকার বন্ধ করে দেওয়ার। একটি নামমাত্র সার্বভৌম শক্তি নিজেকে এমন এক পক্ষের ওপর নির্ভরশীল দেখতে পেল যাকে তারা তোষণ করতে পারে কিন্তু হুকুম দিতে পারে না।

চার্টার্ড কোম্পানিগুলোর আমলের শিক্ষা হলো, এ ধরণের ক্ষমতা একবার জেঁকে বসলে তা ফিরিয়ে আনা অসম্ভব কঠিন। ব্রিটেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণে নিয়েছিল কেবল ১৮৫৮ সালে-একটি দুর্ভিক্ষ, আর্থিক সংকট এবং রক্তক্ষয়ী বিদ্রোহের (যা ব্রিটিশদের কাছেসিপাহি বিদ্রোহ এবং ভারতীয়দের কাছেপ্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ) পর। কিন্তু ততক্ষণে এর জন্য যে চড়া মূল্য দিতে হয়েছিল তা ছিল বিধ্বংসী।

এই ইতিহাস একই সঙ্গে ইঙ্গিত দেয়, খুব দেরি হওয়ার আগেই সরকারগুলোর এখন কী করা উচিত। নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্য কোনো সফল প্রতিষ্ঠানকে ভেঙে ফেলা নয়; বরং তার ওপর রাষ্ট্রের নির্ভরতা সীমিত করা। এ ক্ষেত্রে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ইউরোপীয় প্রতিদ্বন্দ্বীদের অভিজ্ঞতা বেশি প্রাসঙ্গিক। পর্তুগিজ ও ফরাসি রাজতন্ত্র নিজ নিজ চার্টারপ্রাপ্ত কোম্পানিতে অংশীদারিত্ব ধরে রেখেছিল, যার মাধ্যমে তারা ভেতর থেকেই কিছু কৌশলগত নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করেছিল। সার্বভৌম ক্ষমতার মতো প্রভাব বিস্তারকারী প্রতিষ্ঠানে সরকার-মনোনীত পরিচালনা পর্ষদের সদস্য বা যুক্তরাষ্ট্র সম্প্রতি ইন্টেলে যে ধরনের সংখ্যালঘু অংশীদারিত্ব নিয়েছে, সে ধরনের অংশীদারিত্ব নিরাপত্তা অঞ্চল, সম্পদ দাবি এবং গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর ওপর তদারকি নিশ্চিত করতে পারে-আবার একই সঙ্গে বেসরকারি খাতের সেই প্রণোদনাও বজায় রাখতে পারে, যা এ খাতকে গতিশীল করেছে।

ইরান যে কারণে উপসাগরীয় অঞ্চলের অন্যতম ধনী দেশ হয়ে যেতে পারে

২২ পৃষ্ঠার পর

পেট্রোলিয়াম কিনতে পারবে, ডলারে দাম মেটাতে পারবে এবং কালো তালিকাভুক্ত ট্যাংকার থেকেও তেল নিতে পারবে। এর মাধ্যমে ১৯৭৯ সালের প্রথম নিষেধাজ্ঞা সাময়িকভাবে হলেও কার্যত উঠে গেল।

আলোচনায় ইরান এখনো বলার মতো কোনো ছাড় দেয়নি, তাহলে ওয়াশিংটন হঠাৎ এত উদার কেন? এর একটা স্পষ্ট উদ্দেশ্য হলো আলোচনাকে লাইফ-সাপোর্টে টিকিয়ে রাখা-এবং লেবাননে ইসরায়েলের ক্রমাগত হামলার জেরে উত্তেজনা তুঙ্গে থাকা সত্ত্বেও হরমুজ প্রণালি খোলা রাখা। তাছাড়া মার্কিন জ্বালানি বিভাগের উপদেষ্টা ও সাবেক ব্যবসায়ী মিশেল ব্রোহার্ডের মতে, ট্রাম্প প্রশাসন আশা করছে এই পদক্ষেপ বিশ্ববাজারে তেলের দাম কমাবে, চীনের সস্তায় ইরানি তেল কেনার সুযোগ বন্ধ করবে এবং ইরানকে হরমুজ প্রণালি বন্ধ করা থেকে ঠেকাবে। তবে বাস্তবে এতে ফল পাওয়া যাবে সামান্যই।

এর একটা কারণ হলো, জুনের মাঝামাঝি থেকে ইরানের বন্দরগুলো থেকে মার্কিন অবরোধ উঠে যাওয়ায় ইরানি ক্রুড তেলের প্রবাহ এমনিতেই অনেকটা অবাধ হয়ে গিয়েছিল।

তথ্য বিশ্লেষক প্রতিষ্ঠান ভরটেক্সা-র ডেভিড ওয়েচ বলেন, মে মাসে যেখানে ইরানের তেল রপ্তানি কার্যত শূন্যের কোঠায় ছিল, সেখানে এখন তা দৈনিক ১৫ লাখ ব্যারেলে গিয়ে ঠেকেছে। তেহরানের প্রধান রপ্তানি টার্মিনাল খারগ দ্বীপ থেকেও জাহাজে তেল বোঝাইয়ের হার বেড়েছে।

অবশ্য যুদ্ধের আগে দৈনিক ২০ লাখ ব্যারেল রপ্তানির যে মাসিক গড় ছিল, সেই মাইলফলক ছুঁতে ইরানকে এখনো বেশ অনেকটা পথ পাড়ি দিতে হবে।

তবে ট্রাম্পের ছাড় ঘোষণার পর থেকে বিশ্ববাজারে তেলের বেঞ্চমার্ক ব্রেন্ট ক্রুডের দামের কাঁটা খুব বেশি নড়েনি। এর অর্থ, নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের আনুষ্ঠানিক ঘোষণার আগেই বাজার ধরে নিয়েছিল, ইরানি তেলের এই জোয়ার আসতে চলেছে।

রপ্তানি আরও বাড়াতে ও দাম কমাতে হলে ইরানকে এখন তেলের নতুন ক্রেতা খুঁজতে হবে। গত কয়েক বছরে ইরানের প্রায় পুরো তেলই গেছে উত্তর-পূর্ব চীনের ছোট ও স্বাধীন টিপট শোধনাগারগুলো।

তেলের দাম নিয়ে কাজ করা প্রতিষ্ঠান আরগাস মিডিয়া-র টম রিড বলেন, তেল কিনে তা মজুত করে রাখার জন্য আগের মতো আর কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা ঢালতে হবে না ভেবে এই শোধনাগারগুলো বেশ রোমাঞ্চিত। কিন্তু চাইলেই এসব টিপট চট করে তেল ক্রয় বাড়িয়ে দিতে পারবে না। কারণ ইরানি ক্রুডের দাম এখন ওমানি ও আমিরাতি তেলের প্রায় সমান। ফলে সস্তায় পেয়ে দেদার কেনার সেই আকর্ষণ এখন আর নেই।

নতুন ক্রেতারা যে এগিয়ে আসবে, তার আগে তাদের ব্যাংকার, বিমাকারী ও কমপ্লায়েন্স অফিসারদের এই ভরসা পেতে হবে যে, তারা ইরানের সঙ্গে ৬০ দিনের চেয়েও বেশি সময় ধরে ব্যবসা করতে পারবে-আর ট্রাম্প হুট করে এই ছাড় প্রত্যাহার করে নেবেন না।

তাছাড়া ইরানের ওপর ইউরোপ ও ব্রিটেনের নিষেধাজ্ঞাগুলো এখনও বহাল আছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান এনার্জি আসপেক্টসের অমৃতা সেন বলেন, এর সঙ্গে যুক্ত আছে সরাসরি ইরান সরকারকে অর্থ সরবরাহের অভিযোগ মাথায় নিয়ে পশ্চিমা দুনিয়ায় ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হওয়ার ঝুঁকিও।

এসব বাধাবিপত্তি অনেক সম্ভাব্য ক্রেতাকেই পিছু হটিয়ে দেবে। একসময় ইরান থেকে বিপুল পরিমাণ তেল কেনা ভারত হয়তো কিছু তেল নিতে পারে।

আরগাসের নাদের ইতাইয়িম বলেন, বর্তমান এই ব্যবস্থা যদি অন্তত কয়েক সপ্তাহ টিকে থাকে, তবে জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়াও নতুন করে তেন কেনার চিন্তা শুরু করতে পারে। তারা ২০১০-এর দশকের শেষভাগেও ইরানের নিয়মিত ক্রেতা ছিল। তবে কোনো স্থায়ী চুক্তি হওয়ার আগে পশ্চিমা দেশগুলো সম্ভবত নতুন করে তেল কেনা শুরু করবে না।

আর হরমুজ প্রণালি খোলা রাখার ব্যাপারে বলতে গেলে, এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের মাধ্যমে আমেরিকা যে স্পষ্ট সুফল আশা করেছিল, তা অসম্ভবই মনে হচ্ছে। ১৭ জুন ট্রাম্প যখন ইরানের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে প্রাথমিক চুক্তিতে সই করেন, তার ঠিক কয়েক দিন পরেই ইরান আবার হরমুজ প্রণালি বন্ধের ঘোষণা দেয়। চুক্তি সইয়ের পর অ-ইরানি জাহাজের যাতায়াত যেটুকু বেড়েছিল, তা তৎক্ষণাৎ থমকে যায়-যদিও ইরানের জাহাজের চলাচল ঠিকই বাড়ছিল।

এখন অবশ্য হরমুজে জাহাজের যাতায়াত বাড়ছে। কিন্তু সেইসঙ্গে বাড়ছে আমেরিকা ও ইরানের উত্তেজনাও। দীর্ঘমেয়াদে আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে-ইরান হয়তো হরমুজ প্রণালি পারাপারের ওপর টোল বসাতে চাইবে, যা এই রুটে জাহাজ চলাচলকে সংকুচিত করবে। ২২ জুন তেহরান বলেছে, তারা এই নৌপথ পরিচালনা করবে এবং জাহাজ চলাচলের সমন্বয়ের জন্য একটি টেলিফোন হটলাইন চালু করবে।

অন্যভাবে বললে, আমেরিকার দৃষ্টিকোণ থেকে নিষেধাজ্ঞা শিথিল করে তেমন একটা ফল পাওয়া যায়নি। কিন্তু ইরানের জন্য এটি আশীর্বাদ হয়ে এসেছে। নিষেধাজ্ঞা শিথিলের ফলে তাদের তেল রপ্তানি যেমন ঘুরে দাঁড়াচ্ছে, তেমনি প্রায় পূর্ণ হয়ে যাওয়া তেল মজুতগারগুলো খালি হওয়ায় থমকে থাকা উৎপাদনও আবার শুরু করা যাচ্ছে। তাছাড়া লজিস্টিক ও লেনদেনের জটিলতা কমে যাওয়ায় ইরানের তেল কোম্পানিগুলো-এবং স্বাভাবিকভাবেই ইরান সরকার-প্রতি ব্যারেল তেল বিক্রি করে এখন আগের চেয়ে কিছু বেশি মুনাফাও করতে পারছে।

কিছু বিশেষজ্ঞের ধারণা, এই লাইসেন্সের মেয়াদ যদি অনির্দিষ্টকালের জন্য বাড়ানো হয়, তবে ইরান আরও বড় ও বৈচিত্র্যময় ক্রেতাদেড় টানতে পারবে। এর সঙ্গে যদি যোগ হয় ট্রানজিট ফি বাবদ বছরে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের আয়, অবরুদ্ধ হয়ে থাকা সম্পত্তি ছাড় ও ট্রাম্পের প্রতিশ্রুত ৩০০ বিলিয়ন ডলারের ক্ষতিপূরণ তহবিল-তাহলে আগামী এক দশকের মধ্যেই ইরান পারস্য উপসাগরের অন্যতম ধনী রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারে।

অঞ্চলটি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল এক বড় ব্যবসায়ী বলছেন, এই বিপুল ঐশ্বর্য পেতে ইরানকে তাদের পারমাণবি কর্মসূচি বা মধ্যপ্রাচ্যে তাদের মিত্র বাহিনীগুলোকে সমর্থনের ক্ষেত্রে খুব একটা পিছু হটতে হবে না। একে কার্যত আমেরিকার পূর্ণ আত্মসমর্পণ হিসেবে দেখা হতে পারে, যার কারণে ট্রাম্পকে সম্ভবত দেশের ভেতরে তীব্র বিরোধিতার মুখে পড়তে হবে। পরিস্থিতি যেদিকে এগোচ্ছে, তাতে এমনটা ঘটার সম্ভাবনা দিন দিন জোরালো হচ্ছে।

স্পেনে তাপপ্রবাহে

২২ পৃষ্ঠার পর

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীদের নিয়ে গঠিত গবেষণা সংস্থা ওয়ার্ল্ড ওয়েদার অ্যাট্রিবিউশন (ডব্লিউডব্লিউএ) বলেছে, জুনের শেষ দিকে ইউরোপজুড়ে আঘাত হানা তাপপ্রবাহটি মহাদেশটির ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ ছিল এবং জলবায়ু পরিবর্তন না ঘটলে জুন মাসে এমন পরিস্থিতি 'প্রায় অসম্ভব' হতো।

এই তাপপ্রবাহের সময় জার্মানি, পোল্যান্ড, চেক প্রজাতন্ত্র, স্লোভাকিয়া ও হাঙ্গেরিতে সর্বকালের সর্বোচ্চ তাপমাত্রার রেকর্ড ভেঙে যায়। একইসঙ্গে যুক্তরাজ্য ও সুইজারল্যান্ডেও জুন মাসের নতুন তাপমাত্রার রেকর্ড হয়। ফ্রান্সেও গড় তাপমাত্রা নতুন উচ্চতায় পৌঁছায় এবং দেশটি ইতিহাসের সবচেয়ে উষ্ণ রাতের অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়। এদিকে স্পেনের আবহাওয়া সংস্থা আবারও নিশ্চিত করেছে যে, ২০২৬ সালের প্রথমার্ধ দেশটির ইতিহাসে সবচেয়ে উষ্ণ সময়, যা জলবায়ু পরিবর্তনের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের আরেকটি স্পষ্ট উদাহরণ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

ইরানের পক্ষে যুদ্ধে

৬ পৃষ্ঠার পর

তিনি নিজে এই বিষয়ে মধ্যস্থতা করেন এবং এরদোয়ানকে এই সংঘাত থেকে দূরে থাকার অনুরোধ জানান। মার্কিন প্রেসিডেন্টের সেই অনুরোধ তুর্কি প্রেসিডেন্ট রেখেছিলেন বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

তুরস্কের নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি যুদ্ধবিমানের জন্য আমেরিকার তৈরি এফ-৩৫ ফাইটার জেট এবং জেট ইঞ্জিন ক্রয়ের ব্যাপারে আঙ্কারার অনুরোধের বিষয়ে ট্রাম্পকে প্রশ্ন করা হয়েছিল। জবাবে তিনি জানান, তুরস্ক যাতে সন্তুষ্ট হয়, তিনি সম্ভবত তেমন কিছুই করবেন। এ ছাড়া এরদোয়ানের প্রতি সম্মান জানিয়ে আঙ্কারায় অনুষ্ঠিতব্য আগামী ন্যাটো সম্মেলনে যোগ দেওয়ার ইচ্ছার কথাও পুনর্ব্যক্ত করেন ডোনাল্ড ট্রাম্প।

আমাদের যা যা

৭ পৃষ্ঠার পর

তথাকথিতওচিরস্থায়ী যুদ্ধগুলোর একটিতে পরিণত হতে পারে?

এর আগে গত মাসে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকে ইরান পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করবে না-এমন প্রতিশ্রুতির কথা উল্লেখ করে ট্রাম্প প্রশংসা করেছিলেন। যদিও ২০১৫ সালে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার মধ্যস্থতায় হওয়া পারমাণবিক চুক্তিতেও ইরান একই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। ট্রাম্প সেই চুক্তির তীব্র সমালোচনা করে ২০১৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রকে সেখান থেকে প্রত্যাহার করে নেন। ট্রাম্প এর আগেও দাবি করেছিলেন, যুক্তরাষ্ট্রকেউচ্চমাত্রায় সমৃদ্ধ ইউরেনিয়ামের মজুত সরিয়ে নেওয়ার অনুমতি দিতে ইরান সম্মত হয়েছে। তবে তেহরান এ দাবি অস্বীকার করেছে। বরং এটি দুই পক্ষের আলোচনার অন্যতম প্রধান অমীমাংসিত বিষয়। বিভিন্ন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এ ইস্যুতে আলোচনায় তেমন অগ্রগতি হয়নি। সিএনবিসিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেন, অন্য অনেক সংঘাতের তুলনায় ইরান যুদ্ধ অনেক কম সময় স্থায়ী হয়েছে। তিনি দাবি করেন, আফগানিস্তান যুদ্ধপ্রায় ১০ বছর চলেছিল। যদিও বাস্তবে যুদ্ধটি প্রায় ২০ বছর স্থায়ী হয় এবং এর একটি অংশ ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদকালেও ছিল। ট্রাম্প আরও বলেন, তিনি ওসামরিকভাবে ইরানকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছেন, যদিও তেহরানের কাছে এখনওকিছু ক্ষেপণাস্ত্র রয়েছে। তার ভাষ্যমতে, যুক্তরাষ্ট্র চাইলে সেগুলোও ধ্বংস করতে পারে। হরমুজ প্রণালিতে জাহাজে হামলার জবাবে গত সপ্তাহেও যুক্তরাষ্ট্র ইরানে হামলা চালিয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি।

রাশিয়াকে গোপনে সামরিক প্রশিক্ষণ দিচ্ছে

২২ পৃষ্ঠার পর

অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এ সামরিক বিনিময়ের কৌশলগত গুরুত্ব আরও স্পষ্ট হয়েছে।

তার ভাষ্য, এ ধরনের প্রশিক্ষণ সামরিক বাহিনীর জন্য অত্যন্ত সংবেদনশীল।

এ বিষয়ে মন্তব্য চাইলেও রাশিয়া ও চীনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কোনো সাড়া দেয়নি।

চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানায়, ইউক্রেন সংকট নিয়ে তাদের অবস্থান অপরিবর্তিত রয়েছে।

প্রতিবেদনে উত্থাপিত অভিযোগ প্রসঙ্গে মন্ত্রণালয় বলেছে, 'এসব অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।'

বেইজিং বরাবরের মতোই দাবি করেছে, ইউক্রেন যুদ্ধে তারা নিরপেক্ষ অবস্থানে রয়েছে এবং শান্তি মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করছে।

গত মাসে ইউরোপীয় গোয়েন্দা সংস্থা ও সামরিক নথির বরাত দিয়ে রয়টার্স জানায়, গত নভেম্বরে চীন প্রায় ২০০ রুশ সেনাকে প্রশিক্ষণ দেয়, যাদের মধ্যে কেউ কেউ পরে ইউক্রেন যুদ্ধে অংশ নেন।

ওই প্রতিবেদনের বিষয়ে ক্রেমলিন মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানালেও পশ্চিমা গণমাধ্যমে 'ভুল তথ্য' প্রচারের অভিযোগ তোলে।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের পররাষ্ট্রনীতি প্রধান কাজা কালাস ১৫ জুন বলেন, ব্রাসেলস নিজস্ব সূত্রে এ প্রশিক্ষণের তথ্য নিশ্চিত করেছে এবং এখন এর প্রভাব মূল্যায়ন করছে।

বেইজিং তার এ মন্তব্যকে 'নিরেট অপপ্রচার' বলে অভিহিত করেছে।

চীন নিয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের নতুন ভাবনা

২০২২ সালে ইউক্রেন আক্রমণের পর থেকে ইউরোপীয় দেশগুলো রাশিয়াকে প্রধান নিরাপত্তা হুমকি হিসেবে বিবেচনা করছে। একইসঙ্গে তারা বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক অংশীদার চীনের সঙ্গে মস্কোর ক্রমবর্ধমান ঘনিষ্ঠতাও নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে।

২৭ সদস্যের জোটটি অভ্যন্তরীণ আলোচনায় এখন প্রশ্ন উঠেছে, বেইজিংয়ের সঙ্গে দীর্ঘদিনের বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিবেচনায় রেখেও এ প্রশিক্ষণের প্রতিক্রিয়ায় অতিরিক্ত পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন কি না।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন ইতোমধ্যে রাশিয়ার যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সহায়তার অভিযোগে কয়েকটি চীনা প্রতিষ্ঠানের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। ব্রাসেলসভিত্তিক এক ইউরোপীয় কর্মকর্তা রয়টার্সকে বলেন, ইউরোপীয় ইউনিয়নের উচিত চীনকে শুধু অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা বন্ধ করা এবং রাশিয়ার যুদ্ধের 'নির্ণায়ক সহায়ক' হিসেবে তার ভূমিকাকেও গুরুত্ব দেওয়া।

তথ্যের সংবেদনশীলতার কারণে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক দুই ইউরোপীয় কর্মকর্তা জানান, প্রশিক্ষণ কর্মসূচির ভিত্তি হিসেবে থাকা ২ জুলাইয়ের চুক্তিতে রাশিয়ার মেজর জেনারেল রুস্তাম খুসাইনভ এবং চীনের সিনিয়র কর্নেল সান দাইউন স্বাক্ষর করেছিলেন।

রাশিয়ার পার্লামেন্টের প্রতিরক্ষা কমিটির প্রধান এবং জ্যেষ্ঠ আইনপ্রণেতা আন্দ্রেই কার্তাপোলভ দেশটির আরটিভিআইকে বলেন, এ প্রশিক্ষণসংক্রান্ত প্রতিবেদন 'সম্পূর্ণ অর্থহীন' এবং রাশিয়ার সামরিক বাহিনীর চীনের কাছ থেকে শেখার কিছু নেই।

যুদ্ধের অভিজ্ঞতায় দুই দেশের পার্থক্য

ইউক্রেনে চার বছরের বেশি সময় ধরে যুদ্ধ চালিয়ে রাশিয়া ব্যাপক যুদ্ধের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। অন্যদিকে প্রযুক্তিগতভাবে অত্যন্ত উন্নত ও বিশাল সামরিক শক্তির অধিকারী হলেও চীন কয়েক দশক ধরে কোনো যুদ্ধে অংশ নেয়নি।

রয়টার্সের হাতে আসা রুশ সামরিক বাহিনীর অভ্যন্তরীণ প্রতিবেদনে প্রশিক্ষণের ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় দিকই তুলে ধরা হয়েছে।

নানজিংয়ে অনুষ্ঠিত একটি প্রশিক্ষণ নিয়ে প্রতিবেদনে ব্যবহৃত সরঞ্জামের মান, সিমুলেটরের ব্যবহার এবং প্রশিক্ষকদের তাত্ত্বিক জ্ঞানের প্রশংসা করা হয়েছে। তবে একইসঙ্গে চীনের যুদ্ধক্ষেত্রের বাস্তব অভিজ্ঞতার অভাবও উল্লেখ করা হয়েছে।

অন্যান্য নথিতে প্রশিক্ষণে অংশ নেওয়া তিন জেনারেলের নামও রয়েছে।

মস্কোতে সামরিক প্যারেডে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং ও রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। ছবি: রয়টার্স

রয়টার্সের দেখা একটি রুশ সামরিক নথিতে অংশগ্রহণকারীদের নাম, পদমর্যাদা, জন্মতারিখ, ইউনিট এবং নিরাপত্তা ছাড়পত্রের স্তর পর্যন্ত বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

নথি অনুযায়ী, রাশিয়ার স্থলবাহিনীর উপপ্রধান কর্নেল জেনারেল রুস্তাম মুরাদভ রুশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন।

এতে আরও বলা হয়েছে, পিএলএর তেজস্ক্রিয়, রাসায়নিক ও জৈবিক প্রতিরক্ষা একাডেমির প্রধান মেজর জেনারেল লি জিনসুন একটি প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

এছাড়া তালিকা অনুযায়ী, রুশ মেজর জেনারেল ভিটালি গেরাসিমভ বেনবুতে অনুষ্ঠিত আরেকটি প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশ নেন।

শান্তি আলোচনা চলাকালে ইরানি

৭ পৃষ্ঠার পর

চুক্তি চাইছিল, ইসরায়েল সেখানে শুরু থেকেই সন্দিহান ছিল।

ইসরায়েলি বিরোধিতার কারণ

এপ্রিলের দুই সপ্তাহের যুদ্ধবিরতির প্রতি ইসরায়েলের সমর্থন ছিল নামমাত্র। ইসরায়েলি কর্মকর্তাদের মতে, যুক্তরাষ্ট্র খুব দ্রুত যুদ্ধ শেষ করে দিচ্ছিল। তারা মনে করেন, ইরান সরকার উৎখাত হওয়ার বদলে আরও কট্টর হয়েছে এবং বিপ্লবী গার্ড বাহিনীর (আইআরজিসি) নিয়ন্ত্রণ আরও সুসংহত হয়েছে।

গত জুন মাসে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এর লক্ষ্য ছিল হরমুজ প্রণালি খুলে দেওয়া এবং পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে আলোচনার পথ প্রশস্ত করা। তবে ইসরায়েলি বিশ্লেষকরা একেবিপর্যয় হিসেবে দেখছেন। তাদের মতে, এই চুক্তি ইরান সরকারকে উৎখাত, দেশটির ছায়া গোষ্ঠীগুলোকে নির্মূল বা তাদের ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচি ধ্বংস করতে ব্যর্থ হয়েছে। এ ছাড়া চুক্তির ফলে ইরান কোটি কোটি ডলার ফেরত পাবে, যা দিয়ে তারা দ্রুত নিজেদের শক্তি বাড়াতে পারবে।

ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল গত মার্চে জানিয়েছিল, আরাগচি ও গালিবাফ ইসরায়েলেরহিট লিস্টে ছিলেন। তবে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা শুরু হওয়ায় তাদের নাম সাময়িকভাবে তালিকা থেকে সরানো হয়। এর আগে ২০২৫ সালের জুন এবং চলতি বছরের যুদ্ধে গালিবাফ অন্তত দুইবার মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে ফেরেন। ইরানি কর্মকর্তাদের মতে, দুইবারই তিনি ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে উদ্ধার পান।

এপ্রিলের শেষ দিকে ইসলামাবাদ বৈঠকের পর ইরানি এমপি মহসেন জাঙ্গানে স্থানীয় সংবাদমাধ্যমকে বলেন,আজ জনাব গালিবাফ, জনাব আরাগচি এবং আলোচক দলের অন্য সদস্যরা মারাত্মক নিরাপত্তা ঝুঁকির কথা জেনেও তাদের জীবন বাজি রেখেছেন। একে রাজনৈতিক চালবাজি নয়, বরং প্রকৃত ত্যাগ বলা হয়।

অপ্রচলিত বাজারে কোথাও প্রবৃদ্ধি

১৬ পৃষ্ঠার পর

২০২৫-২৬ অর্থবছরের জুলাই-মে সময়ের দেশভিত্তিক রপ্তানি তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, চীন, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মালয়েশিয়া ও ব্রাজিলে বাংলাদেশের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। অন্যদিকে, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং কানাডার বাইরে বাংলাদেশের রপ্তানির পরিধি বাড়ানোর দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠিত অপ্রচলিত গন্তব্যে তা হ্রাস পেয়েছে।

রপ্তানি আয়ের এই মিশ্র চিত্র এমন এক সময়ে সামনে এল যখন ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে সরকার রপ্তানি বহুমুখীকরণে নতুন করে জোর দিয়েছে। স্বল্পোন্নত দেশ থেকে বাংলাদেশের উত্তরণের চ্যালেঞ্জ সামনে রেখে শিল্প খাতের সক্ষমতা বৃদ্ধি, বাণিজ্য সহজীকরণ এবং রপ্তানি প্রসারে বিশেষ অর্থায়নের মতো পদক্ষেপের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

এই সময়ে অপ্রচলিত বাজারগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ভালো অবস্থানে ছিল চীন। ওভেন পোশাক, নিটওয়্যার, পাট ও পাটজাত পণ্য, চামড়াজাত পণ্য এবং জুতার ওপর ভর করে দেশটিতে বার্ষিক রপ্তানি ১৫.৭৬ শতাংশ বেড়ে ৭৪২.৫ মিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। পাশাপাশি সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মালয়েশিয়া এবং ব্রাজিলেও ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি হয়েছে; যা মধ্যপ্রাচ্য, এশিয়া ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলোতে বাংলাদেশি পণ্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদারই ইঙ্গিত দেয়।

তবে রপ্তানি আয়ের সামগ্রিক চিত্রটি সমান নয়।

জুলাই-মে সময়ে ১.৬১ বিলিয়ন ডলারের পণ্য নিয়ে ভারতের বাজারটি বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় অপ্রচলিত রপ্তানি গন্তব্য হিসেবে নিজের অবস্থান ধরে রেখেছে। তবে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বাড়লেও প্রতিবেশী এই দেশে রপ্তানি আগের বছরের চেয়ে ৩.৪৪ শতাংশ কমেছে। এছাড়া অস্ট্রেলিয়ায় রপ্তানি ৮.৬২ শতাংশ কমে ৭৭৪.০৪ মিলিয়ন ডলারে এবং তুরস্কে ১১.৬৩ শতাংশ কমে ৫৩৪.৫৭ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে ভূ-রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার কারণে রাশিয়ার বাজারেও রপ্তানি সংকুচিত হয়েছে।

জুলাই-মে সময়ে ১৬১ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে ভারতের অবস্থান বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় অপ্রচলিত রপ্তানি গন্তব্য হিসেবে অক্ষুণ্ন রয়েছে। তবে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য বাড়লেও প্রতিবেশী দেশটিতে রপ্তানি আগের বছরের তুলনায় ৩ দশমিক ৪৪ শতাংশ কমেছে। অস্ট্রেলিয়ায় রপ্তানি ৮ দশমিক ৬২ শতাংশ কমে ৭৭ কোটি ৪০ লাখ ৪ হাজার ডলারে নেমে এসেছে। একই সময়ে তুরস্কে রপ্তানি ১১ দশমিক ৬৩ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ৫৩ কোটি ৪৫ লাখ ৭০ হাজার ডলারে। চলমান ভূরাজনৈতিক অনিশ্চয়তার মধ্যে রাশিয়ায় রপ্তানিও কমেছে।

দেশভিত্তিক এই প্রবণতা বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় রপ্তানি খাতেও প্রতিফলিত হয়েছে। বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিজিএমইএ) সংকলিত রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্য অনুযায়ী, জুলাই-মে সময়ে অপ্রচলিত বাজারে পোশাক রপ্তানি আগের বছরের তুলনায় ৫ দশমিক ৯৫ শতাংশ কমে ৫.৬৮ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে।

অন্যদিকে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় আঞ্চলিক বাজার ইউরোপীয় ইউনিয়নে পোশাক রপ্তানি ৪ দশমিক ৮৮ শতাংশ কমে ১৭.৩৬ বিলিয়ন ডলারে নেমে এসেছে। আর দেশের সবচেয়ে বড় একক রপ্তানি গন্তব্য যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি মাত্র ০ দশমিক ০৪ শতাংশ কমে ৭.০৩ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। কানাডায় রপ্তানি ২ দশমিক ২৭ শতাংশ বেড়ে ১.২৩ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। তবে যুক্তরাজ্যে রপ্তানি ০ দশমিক ৫ শতাংশ কমে ৪.০২ বিলিয়ন ডলারে নেমেছে। সব মিলিয়ে, এ সময়ে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি ৩ দশমিক ৪১ শতাংশ কমে ৩৫.৩১ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। তথ্যগুলো আরও ইঙ্গিত করছে, অনেক অপ্রচলিত বাজারে বাংলাদেশের রপ্তানির ঝুড়ি এখনও মূলত ঐতিহ্যবাহী শ্রমনির্ভর পণ্যের ওপরই বেশি নির্ভরশীল। ভারত প্রধানত পোশাক, পাটপণ্য, চামড়াজাত পণ্য, তুলাজাত পণ্য ও প্লাস্টিক আমদানি করে। অন্যদিকে অস্ট্রেলিয়ায় রপ্তানির বড় অংশজুড়ে রয়েছে পোশাক ও হোম টেক্সটাইল। তুরস্ক এখনও মূলত নিটওয়্যার, ওভেন পোশাক এবং পাটজাত পণ্য আমদানি করছে।

এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হিসেবে উঠে এসেছে চীন। পোশাকের পাশাপাশি দেশটিতে বাংলাদেশ ধারাবাহিকভাবে চামড়াজাত পণ্য, ফুটওয়্যার ও পাটজাত পণ্যের রপ্তানি বাড়িয়েছে। এতে এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ ভোক্তা বাজারটিতে পণ্যের বহুমুখীকরণের আরও বড় সম্ভাবনার ইঙ্গিত মিলছে।

বিজিএমইএর সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বলেন, বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) তালিকা থেকে উত্তরণের প্রস্তুতি নেওয়ায় অপ্রচলিত বাজারগুলোর গুরুত্ব ক্রমেই বাড়ছে। তবে অনেক অপ্রচলিত বাজারের ক্রেতারা রপ্তানি ঋণসুবিধা না দেওয়ায় রপ্তানিকারকেরা এখনও নানা চ্যালেঞ্জের মুখে রয়েছেন।

তিনি বলেন, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার মতো বাজারে বাংলাদেশের অবস্থান শক্তিশালী করতে সরকারি সংস্থাগুলো কাজ করছে। তবে তিনি সতর্ক করে বলেন, বাজার বহুমুখীকরণের গতি এখন আগের চেয়ে আরও দ্রুত হতে হবে। মাহমুদ বলেন, এলডিসি উত্তরণের আগে যদি আমরা পর্যাপ্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পন্ন করতে এবং অপ্রচলিত বাজার থেকে রপ্তানি আয় বাড়াতে ব্যর্থ হই, তাহলে দেশের রপ্তানি খাত মারাত্মক চাপের মুখে পড়তে পারে। তিনি আরও বলেন, প্রচলিত বাজারের ওপর নির্ভরতা কমাতে ধারাবাহিক সরকারি সহায়তা, উন্নত বাজার প্রবেশ সুবিধা এবং আরও শক্তিশালী বাণিজ্য কূটনীতি অপরিহার্য হবে।

ব্যাংক খাত শক্তিশালী করতে

১৬ পৃষ্ঠার পর

শীর্ষক এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হলো ক্ষুদ্র আমানতকারীদের সুরক্ষা জোরদার করা এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকি সক্ষমতা ও ব্যবস্থা বৃদ্ধি করা। এটি ব্যাংক রেজোলিউশন এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর সংস্কারের ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।

প্রকল্পটি আমানত সুরক্ষা তহবিলের মূলধন বাড়িয়ে একে সহায়তা করবে এবং গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংস্কার অগ্রাধিকার এগিয়ে নেবে। এর মধ্যে রয়েছে- আমানত সুরক্ষা ব্যবস্থা উন্নত করা, একটি কার্যকর ইমার্জেন্সি লিকুইডিটি অ্যাসিস্ট্যান্স (জরুরি তারল্য সহায়তা) কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা, ব্যাংক পুনর্গঠন কৌশল তৈরি করা এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর সংস্কারে সহায়তা প্রদান।

বিশ্বব্যাংক জানায়, বাংলাদেশের ব্যাংক খাত বর্তমানে দুর্বল করপোরেট গভর্ন্যান্স, রেগুলেটরি ক্যাপচার এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর মধ্যে ঋণ প্রদানের মতো বড় চ্যালেঞ্জের মুখে রয়েছে। ২০২৬ সালের মার্চ শেষে দেশে খেলাপি ঋণের হার দাঁড়িয়েছে ৩২.৬ শতাংশ, যা দক্ষিণ এশীয় ব্যাংকগুলোর গড় ৭.৯ শতাংশের চেয়ে অনেক বেশি। এছাড়া ২০২৫ সালের ডিসেম্বর শেষে পুরো ব্যবস্থার ঝুঁকি-ভিত্তিক সম্পদের বিপরীতে মূলধন অনুপাত ছিল ঋণাত্মক ২.৬ শতাংশ।

বাংলাদেশ ও ভুটানের জন্য বিশ্বব্যাংকের বিভাগীয় পরিচালক জঁ পেম বলেন, এক ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি অর্জনে বাংলাদেশের লক্ষ্যমাত্রার জন্য একটি স্থিতিশীল এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক খাত প্রয়োজন। কিন্তু ব্যাংক খাত-যা মোট আর্থিক খাতের সম্পদের প্রায় ৯০ শতাংশের যোগান দেয়-বর্তমানে ক্রমবর্ধমান চাপের সম্মুখীন। এই প্রকল্পটি বাংলাদেশকে ক্ষুদ্র আমানতকারীদের সুরক্ষা ও আস্থা ফেরাতে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, পদ্ধতি এবং সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে সহায়তা করবে। এর ফলে ব্যাংক খাতে স্থিতিশীলতা ফিরবে, যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়ক হবে।

প্রকল্পটির আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) অবকাঠামো আধুনিকায়ন ও উন্নত করা হবে। এটি ক্রমবর্ধমান সাইবার নিরাপত্তা ঝুঁকি মোকাবিলা এবং খাতভিত্তিক ডেটা ও অ্যানালিটিক্স-এর ঘাটতিগুলো পূরণ করতে সাহায্য করবে। এর ফলে বাংলাদেশ ব্যাংকের ঝুঁকি পর্যবেক্ষণের সক্ষমতা বাড়বে এবং তথ্য-নির্ভর ও ঝুঁকি-ভিত্তিক তদারকির মাধ্যমে আর্থিক খাতের স্থিতিস্থাপকতা উন্নত হবে।

বিশ্বব্যাংকের জ্যেষ্ঠ আর্থিক খাত বিশেষজ্ঞ এবং প্রকল্পের টাস্ক টিম লিডার তোশিয়াকি ওনো বলেন, আইএমএফ এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকসহ (এডিবি) উন্নয়ন সহযোগীদের একটি সমন্বিত পদ্ধতির অংশ হিসেবে এই প্রকল্পটি সংকট মোকাবিলায় প্রস্তুতি এবং ব্যাংক খাতের চাপ ব্যবস্থাপনায় কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে।

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com

Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com

Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

নিউইয়র্ক সিটি ইলেকট্রিশিয়ান

NASRIN CONTRACTING
FULL LICENCED @ INSURED
718-223-3856

আমরা যে সব কাজে পারদর্শি

- যে কোন ইলেকট্রিক বায়োলেশন রিমুভ
- সার্ভিস আপগ্রেট এবং নতুন
- ট্রাবল স্যুর্টিং এবং শটসার্কিট
- নিউওয়েরিং এবং পুরাতন ওয়েরিং
- ইলেকট্রিক আপগ্রেট
- সবধরনের লাইট, হায়হেট, সুইস আউট লাইট, নতুন ও আপগ্রেট
- সকল প্রকার ইলেকট্রিক কাজ করি
- রেসিডেন্টশিয়াল এবং কমার্শিয়াল

বিঃদ্রঃ কাউকে কাজ দিয়ে সমস্যায় আছেন অ-সমাপ্ত কাজ নিয়ে? নিশ্চিন্তে ফোন করুন। আপনার কাজ খুবই দায়িত্ব সহকারে শেষ করে বুঝিয়ে দিবো **Inspection** নিয়ে সমস্যা কল করুন

Nasrin Contracting Corp
116 Avenue C, Suite # 3C
Brooklyn, NY 11218
nysarker@gmail.com
nasrincontracting10@gmail.com
Visit Us : www.nasrincontractingcorp.com

ARMAN CHOWDHURY, CPA

MBA I CMA I CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.

AUTHORIZED e-file PROVIDER

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

Sahara Homes

NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!

BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!

Nayeem Tutul
Lic. Real Estate Sales Executive
Cell: 917-400-8461
Office: 718-805-0000
Fax: 718-850-3888
Email: nayeem@saharahomesinc.com
Web: www.saharahomesinc.com

WOMEN'S MEDICAL OFFICE

(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)

OBSTETRICS & GYNECLOGICAL

ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী

Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) *Board Certified*
Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital

Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center

বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center

(F Train to 179th Street (South Side)

91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432

Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

WALI KHAN, D.D.S

Family Dentistry

- স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
- জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
- অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
- সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

জ্যাকসন হাইটস
37-33 77TH STREET,
JACKSON HEIGHTS NY 11372
TEL : 718-478-6100

ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
1288 WHITE PLAINS ROAD
BRONX NY 10472
TEL : 718-792-6991

Office Hours By Appointment

আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিংয়ের চূড়ায় উঠে

৬৬ পৃষ্ঠার পর

অ্যান্টেনার ওপর থেকে কিছুটা নিচের প্ল্যাটফর্মে নেমে আসেন। সেখানে ইভানকে হাঁটু গেড়ে বসতে দেখা যায়, যা দেখে মনে হচ্ছিল তিনি নিকোলাউকে বিয়ের প্রস্তাব দিচ্ছেন। এরপর তারা একে অপরকে জড়িয়ে ধরেন ও চুম্বন করেন।

এ সময় অ্যাঞ্জেলা নিকোলাউকে তার পরিচিত ক্যাটওম্যান স্টাইলের পোশাকে দেখা যায়। তিনি নিজের আংটি দেখছিলেন এবং ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করার জন্য ছবি তুলছিলেন। রুফটপিং বা সুউচ্চ ভবনের ছাদে চড়ার বিপজ্জনক অভিযান বিষয়ে এই যুগলকে নিয়ে ২০২৪ সালে নেটফ্লিক্স স্কাইওয়াকার্স: আ লাভ স্টোরি নামে একটি তথ্যচিত্র প্রচার করেছিল।

এই ঘটনার সময় নিউইয়র্ক পুলিশ ভবনটির চারপাশের রাস্তা বন্ধ করে দেয়। পরে জানানো হয়, কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই ওই দুজনকে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।

নিউইয়র্ক পুলিশের একজন মুখপাত্র জানিয়েছেন, তাদের বিরুদ্ধে চুরি, বেপরোয়া আচরণ ও অবৈধভাবে প্রবেশের মতো বেশ কয়েকটি অভিযোগ আনা হয়েছে। তবে তারা এখনো পুলিশি হেফাজতে আছেন কি না, তা তিনি নিশ্চিত করতে পারেননি। তারা কীভাবে কড়া নিরাপত্তা এড়িয়ে ওই অ্যান্টেনা পর্যন্ত পৌঁছালেন, সেটিও এখনও স্পষ্ট নয়।

২০০১ সালে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে হামলার পর থেকেই এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিংয়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থা অত্যন্ত জোরদার করা হয়েছে। এমন এক সময়ে তারা এই কাণ্ড ঘটালেন যখন নিউইয়র্ক শহর এক উৎসবমুখর আমেজে রয়েছে। সেখানে পপ তারকা টেইলর সুইফট ও তারকা খেলোয়াড় ট্র্যাভিস কেলসির বিয়ে এবং যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার ২৫০তম বার্ষিকী উদযাপনের প্রস্তুতি চলছে।

এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিংয়ের একজন মুখপাত্র এই ঘটনাকে অননুমোদিত হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি এক বিবৃতিতে কিছুটা ব্যঙ্গ করে বলেন, ওই যুগল চাইলে ভবনের ১ হাজার ডলার মূল্যের প্রপোজাল প্যাকেজ ভাড়া নিয়ে বৈধভাবেই এই আয়োজন করতে পারতেন।

অ্যাঞ্জেলার বাবা রুশ সার্কাস শিল্পী দিমিত্রি নিকোলাউ মেয়ের এই অভিযানের কথা আগে থেকেই জানতেন। এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন,আমি মনে করি যেকোনো দেশের সংবিধান অনুযায়ী ছাদে চড়া একটি স্বাভাবিক বিষয়, এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও। মেয়ের গ্রেপ্তার নিয়ে তিনি চিন্তিত কি না-এমন প্রশ্নে দিমিত্রি বলেন, আমি কেন চিন্তিত হবো? আমিও তো ছাদে চড়ি।- রয়টার্স

যুক্তরাষ্ট্র দশ লাখ অভিবাসীকে বহিষ্কারের ঘোষণায় উদ্বিগ্ন কানাডা

৬৬ পৃষ্ঠার পর

এলে সঙ্গে সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রে ফেরত পাঠানো হতে পারে। আর সেই ফেরত পাঠানো অনেকের জন্য সরাসরি ডিপোর্টেশনের পথে ঠেলে দেওয়ার সমান।

গত সপ্তাহে মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের এক সিদ্ধান্তে হাইতি ও সিরিয়ার কয়েক লাখ নাগরিককে দেওয়া সাময়িক সুরক্ষা কর্মসূচি বাতিলের ক্ষেত্রে প্রশাসনের বড় আইনি বাধা সরে গেছে। এর ফলে আরও কয়েকটি দেশের অভিবাসীরাও নতুন অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছেন। একই সঙ্গে সীমান্তে আশ্রয়প্রার্থীদের ফিরিয়ে দেওয়ার বিতর্কিত "মিটারিং" পদ্ধতিকে আদালত সমর্থন করেছে। এই পদ্ধতিতে সীমান্তে পৌঁছানোর পরও অনেক আশ্রয়প্রার্থী আবেদন করার সুযোগ না পেয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হন।

এই রায়ের পর কানাডা-যুক্তরাষ্ট্র সেফ থার্ড কান্ট্রি এগ্রিমেন্ট নতুন করে আলোচনায় এসেছে। এই চুক্তি অনুযায়ী, কোনো আশ্রয়প্রার্থী আগে যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছালে তাঁকে সাধারণত সেখানেই আশ্রয় আবেদন করতে হয়। কানাডা সীমান্তে এসে নতুন করে আশ্রয় দাবি করার পথ সাধারণত বন্ধ। কানাডার অভিবাসন বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এবার সীমান্তে নতুন চাপ তৈরি হবে। তাঁদের মতে, যুক্তরাষ্ট্রে যখনই অভিবাসন কর্মসূচি বাতিল বা সীমিত হয়েছে, তখনই কিছু মানুষ কানাডার দিকে এসেছে। এবার পরিস্থিতি আরও কঠিন। কারণ যুক্তরাষ্ট্রে থাকা বহু মানুষের সামনে এখন গ্রেপ্তার, আটক ও বহিষ্কারের ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। কানাডা বর্ডার সার্ভিসেস এজেন্সি, সিবিএসএ জানিয়েছে, তারা সীমান্ত পরিস্থিতি ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। চলতি বছরে এখন পর্যন্ত ৭১০ জন আশ্রয়প্রার্থী কানাডায় প্রবেশের পর আশ্রয়ের অযোগ্য বিবেচিত হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে ফেরত পাঠানো হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ৩০৯ জন অবৈধ পথে কানাডায় ঢুকেছিলেন। সিবিএসএ স্পষ্টভাবে জানিয়েছে, অবৈধ পথে সীমান্ত অতিক্রম করা বিপজ্জনক এবং গুরুতর অপরাধ।

চলতি বছরের মার্চে অটোয়া বিল সি-১২ পাস করে। এর ফলে যুক্তরাষ্ট্র থেকে সরকারি স্থল সীমান্ত প্রবেশপথের বাইরে অনিয়মিতভাবে কানাডায় ঢোকা ব্যক্তিদের আশ্রয় আবেদন করার অধিকার কার্যত বন্ধ হয়ে যায়।

কানাডার সীমান্ত এখন আগের মতো খোলা নয়। ভুল তথ্য, দালালের প্রলোভন বা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের গুজবের ওপর ভরসা করে সীমান্ত পাড়ি দেওয়ার চেষ্টা জীবনকে আরও কঠিন বিপদে ফেলতে পারে। কানাডায় আশ্রয় পাওয়া একটি কঠোর আইনি প্রক্রিয়া। সীমান্ত অতিক্রম করলেই আশ্রয় মেলে না। অবৈধ পথে ঢুকলে সুবিধা নয়, বরং ফেরত পাঠানো, আটক, মামলা ও ভবিষ্যৎ অভিবাসন জটিলতার ঝুঁকি বাড়ে।

তথ্যসূত্র: টরন্টো স্টার (জুলাই ০২, ২০২৬)

নজরুল ইসলাম মিন্টু টরন্টো থেকে প্রকাশিত দেশেবিদেশে পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক।

কলোরাডোতে ডেমোক্র্যাটদের প্রাইমারিতে দীর্ঘদিনের কংগ্রেস

৬ পৃষ্ঠার পর

সমালোচনা এবং সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক ভাষ্যকার হাসান পিকারের সঙ্গে জোট বাঁধার কারণে তাঁকে কিছুটা বিতর্কের মুখোমুখি হতে হয়েছিল।

আগামী নভেম্বরের নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট অধ্যুষিত এই আসনে কিরোসের জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা বেশ প্রবল।

২৯ বছর বয়সী সাবেক আইনজীবী কিরোসকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। কারণ, তিনি ইসরায়েল ও ফিলিস্তিন বিষয়ে ল ফার্মগুলোর (আইনি প্রতিষ্ঠান) অবস্থানের সমালোচনা করে দেওয়া একটি পোস্ট মুছে ফেলতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। এ ছাড়া তিনি গাজায় ইসরায়েলের কর্মকাণ্ডকে জাতিগত নিধন বলে অভিহিত করেছেন।

চলতি গ্রীষ্মে বর্তমান নির্বাচিত ডেমোক্র্যাট জনপ্রতিনিধিদের হারিয়ে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রীদের জয়ী হওয়ার তালিকায় সর্বশেষ যোগ হয়েছেন কিরোস।

নিউইয়র্ক নগরে 'ডেমোক্র্যাটিক সোশ্যালিস্ট অব আমেরিকা'-এর সঙ্গে যুক্ত এবং মেয়র জোহরান মামদানিসমর্থিত তিনজন প্রার্থী দলীয় প্রাথমিক বাছাই নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন।

মার্কিন গণমাধ্যমের পূর্বাভাস অনুযায়ী, গতকাল মঙ্গলবার কলোরাডোর অ্যাটর্নি জেনারেল ফিল উইজার গভর্নর পদে ডেমোক্র্যাটদলীয় প্রাথমিক বাছাইয়ের লড়াইয়ে মার্কিন সিনেটর মাইকেল বেনেটকে পরাজিত করেছেন।

উইজার এই নির্বাচনী লড়াইয়ে বেনেটের চেয়ে বেশি তহবিল সংগ্রহ ও ব্যয় করেছেন। এই লড়াইয়ের মূল বিষয় ছিল-প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে কলোরাডোকে রক্ষায় কে সবচেয়ে ভালো অবস্থানে আছেন। ট্রাম্প কলোরাডোতে ফেডারেল (কেন্দ্রীয়) তহবিল স্থগিত করেছিলেন এবং একটি বড় সুপেয় পানি প্রকল্পে ভেটো দিয়েছিলেন।

গত ২০ বছরে এই অঙ্গরাজ্যের ভোটাররা নির্বাচনের ক্ষেত্রে ডেমোক্র্যাটদের দিকেই বেশি ঝুঁকেছেন।

অ্যাটর্নি জেনারেল যুক্তি দেখিয়েছেন, তিনি আদালতে ট্রাম্প প্রশাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। সেখানে তিনি তহবিল স্থগিত করা এবং জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব বাতিলের বিষয়ে প্রেসিডেন্টের চেষ্টার বিরুদ্ধে আইনি লড়াই করেছিলেন।

আগামী নভেম্বরের নির্বাচনে উইজার গভর্নর হিসেবে নির্বাচিত হবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

পূর্বাভাস অনুযায়ী, অঙ্গরাজ্যের আইন সভার সদস্য ম্যানি রুতিনেলও ডেমোক্রেটিক পার্টির বাছাই নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন। তিনি আগামী ৩ নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচনে রিপাবলিকান মার্কিন প্রতিনিধি গাবে ইভান্সের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। এই আসনে এবার ডেমোক্র্যাটরা তাঁদের জয়ের বড় এক সুযোগ হিসেবে দেখছেন।

প্রগতিশীল প্রার্থী রুতিনেল অভিবাসনকে কেন্দ্র করে চলা প্রচারে মধ্যপন্থী সাবেক রাজ্য আইনসভার সদস্য শ্যানন বার্ডকে হারিয়ে দলীয় মনোনয়নের লড়াইয়ে জয়ী হন। ডেনভারের উত্তর উপশহর ও কাছাকাছি গ্রামীণ এলাকার এই নির্বাচনী আসনে প্রায় ৪০ শতাংশ বাসিন্দা লাতিনো।

ইভান্স ২০২৪ সালে খুব সামান্য ব্যবধানে জয়ী হয়েছিলেন। তবে নির্বাচনী তহবিল সংগ্রহের দিক থেকে রুতিনেলের চেয়ে তিনি বেশ এগিয়ে আছেন। যেখানে রুতিনেলের নির্বাচনী তহবিলের পরিমাণ ৯ লাখ ১০ হাজার, সেখানে ইভান্সের হাতে রয়েছে ৩৪ লাখ ডলার। বর্তমানে মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদ ও সিনেটে ট্রাম্পের রিপাবলিকান পার্টির সামান্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। আগামী নভেম্বরের নির্বাচনে প্রতিনিধি পরিষদের নিয়ন্ত্রণ নিতে ডেমোক্র্যাটদের আরও তিনটি আসন এবং সিনেটের নিয়ন্ত্রণ নিতে চারটি আসন জেতা প্রয়োজন।

কলোরাডোতে ডেমোক্র্যাটদের প্রাইমারিতে দীর্ঘদিনে কাতারের কাছ

৭ পৃষ্ঠার পর

মার্কিন প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত আকাশযান 'এয়ার ফোর্স ওয়ান' হিসেবে ব্যবহারের অনুমোদন পায়। সাধারণত আকাশের রঙের সঙ্গে মিল রেখে এয়ার ফোর্স ওয়ানের মূল কাঠামোর রঙ হালকা নীল রাখা হোত। তবে ট্রাম্প সেই প্রথা থেকে বের হয়ে এসে গাড়-নীল,লাল ও সোনালী রঙে উড়োজাহাজটিকে সাজিয়েছেন।

ট্রাম্পের মতে, দেশের প্রেসিডেন্ট ও সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়কের উড়োজাহাজকে রাজকীয় সাজে সাজানো উচিৎ।

পাশাপাশি, উড়োজাহাজের ভেতর দামি কার্পেট, শোয়ানো যায় এমন আসন, কাঠের প্যানেল ও সিট বেল্টে প্রেসিডেন্টের বিশেষ সিলের অবয়ব যোগ করা হয়েছে।

নতুন এয়ারফোর্স ওয়ান পরিদর্শন করেছেন এমন প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে এমন তথ্য পাওয়া গেছে।

ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেন, তিনি এই বিলাসবহুল উড়োজাহাজ নিয়ে গর্বিত।

'আপনি দুই ধরনের কাজ করতে পারেন। চাইলে এটাকে খুব সাদামাঠাভাবে উপস্থাপন করতে পারেন, আবার (আমার মতো) জাঁকজমকের সঙ্গেও তুলে ধরতে পারেন', যোগ করেন তিনি।

ক্ষমতায় এসেই পূর্বসূরি জো বাইডেনের ব্যবহৃত প্রায় ৩৬ বছরের পুরনো এয়ার ফোর্স ওয়ান বাতিলের উদ্যোগ নেন ট্রাম্প।

ট্রাম্পের চাহিদা অনুযায়ী নতুন উড়োজাহাজ তৈরির জন্য বোয়িং ২০২৮ পর্যন্ত সময় চেয়ে নিলে এর মাঝের সময়টি পার করতে কাতারের কাছ থেকে 'উপহার' পাওয়া উড়োজাহাজটিকে কাজে লাগানোর পরিকল্পনা করেন ট্রাম্প।

হোয়াইট হাউসে ফেরার কয়েক সপ্তাহের মাঝেই ওই উড়োজাহাজটি সরেজমিনে পরিদর্শন করেন ট্রাম্প এবং দ্রুত এটাকে তার ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত করার নির্দেশ দেন।

প্রয়োজনের তুলনায় কম সময়ের মধ্যে উড়োজাহাজটিকে প্রস্তুত করতে যেয়ে এয়ার ফোর্স ওয়ানের কিছু প্রথাগত নিরাপত্তা ব্যবস্থা কাতারি উড়োজাহাজে অন্তর্ভুক্ত করতে পারেননি সংশ্লিষ্টরা।

এপির বিশ্লেষণমতে, শীতল-যুদ্ধ আমলের পুরনো এয়ার ফোর্স ওয়ানে যেসব ক্ষেপণাস্ত্র চিহ্নিতকরণ ও পাল্টা হামলা চালানোর প্রযুক্তি ছিল, তার সবগুলো এই উড়োজাহাজে নেই।

মার্কিন বিমানবাহিনী জানিয়েছে, উড়োজাহাজটির কেবিনের লেআউট পরিবর্তন করা হয়নি বললেই চলে। সার্বিকভাবে, নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়নে ৪০০ মিলিয়ন ডলারের কম খরচ হয়েছে।

ট্রাম্প জানিয়েছেন, আগামী সপ্তাহে তুরস্কে অনুষ্ঠিতব্য ন্যাটো সম্মেলনে যোগ দিতে তিনি এই নতুন এয়ার ফোর্স ওয়ান উড়োজাহাজ ব্যবহার করবেন।

তবে কয়েকজন বিশ্লেষকের মত, এই উড়োজাহাজটি দূর পাল্লার ভ্রমণের উপযোগী নয়।

উড়োজাহাজ ও প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞ জেরেমায়াহ গার্টলার মত দেন, এই উড়োজাহাজে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেই। যোগাযোগব্যবস্থাও অপেক্ষাকৃত দুর্বল। যার ফলে, এটা মূলত দেশের ভেতরে ভ্রমণের জন্য উপযোগী।

অপরদিকে, বিমানবাহিনীর যুক্তি, উরোজাহাজটিকে দ্রুত প্রস্তুত করা হলেও এতে নিরাপত্তা, সুরক্ষা বা সুরক্ষিত যোগাযোগের ক্ষেত্রে কোন ছাড় দেওয়া হয়নি। সাধারণত এয়ার ফোর্স ওয়ানের ভেতর ট্রাম্প নিজে উপস্থিত না থাকলে ওই উড়োজাহাজের ছবি তোলার অনুমতি পান না সাংবাদিকরা।

KARNAFULLY HOME CARE

KARNAFULLY HOME CARE LLC

A TRUSTED INSTITUTION FOR HOME CARE SERVICES

WE ARE LICENSED HOME CARE SERVICES AGENCY

We Care
Your Family
Like Ours

LHCSAs

Our Services in New York Counties

We Provide The Following Home Care Services

HHA (Home Health Aide)
PCA (Personal Care Assistant)
CDPAP (Consumer Directed Personal Assistance Program)

Service Areas (Boroughs & Counties)

- Queens
- Nassau
- Suffolk
- Bronx
- Westchester
- Dutchess
- Orange
- Rockland
- Sullivan
- Ulster

NYS Department of Health LHCSAs

Main Office
37-20 74th Street, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY, 11372

Jamaica Office
167-18 Hillside Ave, 2nd Fl,
Jamaica, NY, 11432

Mohammed Hasem, EA, MBA
President and CEO

MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

Fax: 347-338-6799
347-621-6640

ট্রাম্পকে ‘ফিফা শান্তি পুরস্কার’

৬ পৃষ্ঠার পর

ওই চিঠিতে আইনপ্রণেতারা ফেডারেশনের নীতিশাস্ত্র কমিটিকে সর্বোচ্চ দ্রুততা ও আন্তরিকতার সঙ্গে ইনফান্তিনোর ভূমিকা এবং পুরস্কার প্রদানের অত্যন্ত অস্পষ্ট পরিস্থিতি নিয়ে তদন্ত করার আহ্বান জানান।

ল্য মোঁদের অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পুরো প্রকল্পটি বাস্তবায়নের কাজে ফিফার দশজনেরও কম কর্মী যুক্ত ছিলেন, যদিও প্রকল্পটির অর্থায়ন করেছিল সংস্থাটিই।

লেবানিজ-ইতালীয়-সুইস বংশোদ্ভূত সভাপতি ইনফান্তিনো নির্দেশ দিয়েছিলেন, এই উদ্যোগটি যেন সংস্থার ভেতরে গোপন রাখা হয়।

এরপর থেকে সেই নির্দেশ সুইজারল্যান্ডের জুরিখে অবস্থিত ফিফার সদর দপ্তরের করিডোরজুড়ে ব্যাপক আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে।

আমাদের অনুসন্ধান অনুযায়ী, ওয়াশিংটনে ২০২৬ সালের বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বের ড্র চলাকালে অনুষ্ঠিত ওই পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানের আগে বা পরে ইনফান্তিনো ফিফা কাউন্সিলের কোনো সদস্যকেই বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত করেননি।

চিঠিতে ইউরোপীয় পার্লামেন্টের সদস্যরা জানান, তারা ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে যুক্তরাজ্যভিত্তিক বেসরকারি সংস্থা ফেয়ারস্কয়ার ফিফার নীতিশাস্ত্র কমিটির কাছে যে অভিযোগ দায়ের করেছিল, তার প্রতি সমর্থন জানাচ্ছেন। ওই অভিযোগটি আনুষ্ঠানিকভাবে ২০২৬ সালের ২ জুন নরওয়ের ফুটবল ফেডারেশন সমর্থন করে।

আইনপ্রণেতারা উল্লেখ করেন, তাদের অভিযোগে বেসরকারি সংস্থাটি সন্দেহ প্রকাশ করেছে যে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের পক্ষে ইনফান্তিনোর প্রকাশ্য বক্তব্যের কারণে তিনি ফিফার নীতিশাস্ত্র বিধির ১৫ নম্বর ধারায় বর্ণিত রাজনৈতিক নিরপেক্ষতার দায়িত্ব চারবার লঙ্ঘন করেছেন।

এ ছাড়া একাধিক প্রতিবেদনে অভিযোগ করা হয়েছে যে, এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ফিফা কাউন্সিলকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং চূড়ান্তভাবে পুরস্কার প্রদানের প্রক্রিয়া এখনো অস্পষ্ট রয়ে গেছে।

এটি পুরো টুর্নামেন্টের সুনাম ক্ষুণ্ন করছে

এরপর থেকে ২০২৬ সালের বিশ্বকাপ শুরু হয়েছে এবং ইতোমধ্যেই এটি নানা বিতর্কের মুখোমুখি হয়েছে।

চিঠিতে স্বাক্ষরকারীরা উল্লেখ করেন, এর মধ্যে রয়েছে টিকিটের অত্যধিক মূল্য এবং ভিসা-সংক্রান্ত সমস্যা। তবে তাদের মতে, টুর্নামেন্টটির সবচেয়ে উদ্বেগজনক ঘটনা সম্ভবত ফিফার পক্ষ থেকে প্রথম ফিফা শান্তি পুরস্কার ডোনাল্ড ট্রাম্পকে প্রদান করা। তারা লিখেছেন, বিশ্বকাপের কারণে যখন পুরো বিশ্বের নজর ফিফার দিকে, তখন সংস্থাটির উচিত ফেয়ারস্কয়ারের নীতিশাস্ত্রবিষয়ক অভিযোগের নিষ্পত্তি করা এবং প্রমাণ করা যে তারা ন্যায্যতা, সমতা এবং মানব মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধার মৌলিক মূল্যবোধ সমুন্নত রাখে।

তাদের ভাষায়, এই অভিযোগটি ফিফার জন্য একটি সুযোগ, যার মাধ্যমে সংস্থাটি রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার প্রতি নিজেদের অঙ্গীকার প্রমাণ করতে পারে।

ব্যারি অ্যাড্রুজ ল্য মোঁদকে বলেন, বিশ্বকাপ সম্ভবত বিশ্বের সবচেয়ে বড় বৈশ্বিক আয়োজন। এর উদ্দেশ্য হওয়া উচিত পুরো বিশ্বকে একত্রিত করা।

তিনি আরও বলেন, কিন্তু যখন ফিফার সভাপতি ইনফান্তিনো একজন রাষ্ট্রপতিকে অন্যজনের তুলনায় বেশি গুরুত্ব দেন, তখন তা ফিফা এবং পুরো বিশ্বকাপের সুনাম ক্ষুণ্ন করে। অ্যাড্রুজ বলেন, আমরা শুধু চাই ফিফার নীতিশাস্ত্র কমিটি যেন প্রথম ফিফা শান্তি পুরস্কার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে দেওয়ার বিষয়টি পূর্ণাঙ্গভাবে তদন্ত করে এবং যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ নিশ্চিত করে।

ইনফান্তিনোর নেতৃত্বে ফিফার ব্যবস্থাপনা নিয়ে ইউরোপীয় পার্লামেন্টের সদস্যদের উদ্বেগ প্রকাশের ঘটনা এটি প্রথম নয়।

এর আগে ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে, বিপুলসংখ্যক ইউরোপীয় পার্লামেন্ট সদস্য ২০৩৪ সালের পুরুষদের বিশ্বকাপের আয়োজক হিসেবে সৌদি আরবকে নির্বাচিত করার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে ফিফা সভাপতির কাছে চিঠি পাঠিয়েছিলেন। চিঠিতে আরও বলা হয়, ইউরোপীয় পার্লামেন্ট সদস্যদের উদ্বেগের বিষয়ে কোনো উত্তর দেয়নি ফিফা।

বরং, অভিযোগ অনুযায়ী, ওই চিঠির কিছুদিন পরই সংস্থাটি বিশ্বের সবচেয়ে বড় করপোরেট দূষণকারী হিসেবে পরিচিত সৌদি আরবের জাতীয় তেল ও গ্যাস কোম্পানির সঙ্গে লাভজনক একটি পৃষ্ঠপোষকতা চুক্তি স্বাক্ষর করে, যার মাধ্যমে রিয়াদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক আরও জোরদার হয়।

ইউরোপীয় আইনপ্রণেতাদের এই সর্বশেষ চিঠির জবাব দিতে ইনফান্তিনো উদ্যোগ নেবেন কি না, তা এখনো দেখা বাকি।

তবে ফিফা ও এর সভাপতির ভাবমূর্তি রক্ষা করা সংস্থাটির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এর প্রমাণ হিসেবে ল্য মোঁদের পর্যালোচনা করা একটি চুক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যা ২০২৫ সালের মার্চে ফিফা লন্ডনভিত্তিক যোগাযোগবিষয়ক প্রতিষ্ঠান টেন টোজ মিডিয়ার সঙ্গে স্বাক্ষর করেছিল। ২০২৫ সালের শুরু থেকে ২০২৬ সালের শেষ পর্যন্ত সেবা প্রদানের বিনিময়ে সংস্থাটিকে মোট প্রায় ৩০ লাখ ইউরো পরিশোধ করবে ফিফা। এর আওতায় প্রতিষ্ঠানটি ফিফা এবং সংস্থার শীর্ষ নেতৃত্বের যোগাযোগ কার্যক্রম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের হিসাব পরিচালনা করবে। এ বিষয়ে ল্য মোঁদকে পাঠানো এক ই-মেইলে ফিফা জানায়, কোনো সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান মূলত একটি মাত্র সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের হিসাব পরিচালনা করে-এমন দাবি মিথ্যা এবং বিভ্রান্তিকর।

সংস্থাটি আরও জানায়, কোনো ব্যক্তিগত চুক্তির তথ্য প্রকাশ করা হলে প্রয়োজনবোধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার অধিকার ফিফা সংরক্ষণ করে।

ফিফা আরও লিখেছে, বিশ্বের অন্যান্য বড় আন্তর্জাতিক সংস্থার মতোই, ব্যস্ত সময়-যেমন ২০২৬ সালের বিশ্বকাপ চলাকালে-জনবল ব্যয় নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং অধিক নমনীয়তা নিশ্চিত করার জন্য ফিফার যোগাযোগ বিভাগ বিভিন্ন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সহায়তা গ্রহণ করে।

তবেফিফা শান্তি পুরস্কার কিংবা ইউরোপীয় পার্লামেন্ট সদস্যদের পাঠানো চিঠি সম্পর্কে ল্য মোঁদের করা প্রশ্নের কোনো উত্তর দেয়নি সংস্থাটি।

২০২৫ সালে বিশ্বে কার্বন নির্গমন

৭ পৃষ্ঠার পর

সবচেয়ে বড় অবদান রেখেছে নবায়নযোগ্য শক্তি। নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন ৯ দশমিক ১ শতাংশ বেড়েছে। এর মধ্যে কেবল সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনই বেড়েছে ৩০ শতাংশ।

২০২৫ সালে ইউরোপের জ্বালানি খাত থেকে কার্বন নির্গমন শূন্য দশমিক ৫ শতাংশ বেড়েছে। অন্যদিকে চীনে এই নির্গমন বেড়েছে শূন্য দশমিক ৭ শতাংশ।

সরবরাহের চেয়ে বিদ্যুতের চাহিদা অনেক দ্রুতগতিতে বেড়েছে। এক বছরের ব্যবধানে এই চাহিদা বেড়েছে ৩ শতাংশ। মূলত বৈদ্যুতিক গাড়ি, ডেটা সেন্টার ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) প্রসারই বিদ্যুতের এই বিপুল চাহিদা বাড়িয়েছে।

২০২৫ সালে বিশ্বে জ্বালানি তেলের ব্যবহার ১ দশমিক ৩ শতাংশ বেড়েছে। দৈনিক ব্যবহারের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১০ কোটি ৩০ লাখ ব্যারেলে। ২০২৪ সালে এই বৃদ্ধির হার ছিল ১ দশমিক ১ শতাংশ। অন্যদিকে বিশ্বে তেলের উৎপাদন বেড়েছে ৩ দশমিক ৫ শতাংশ।

গত বছর চীনে পেট্রল ও ডিজেলের ব্যবহার কমেছে। ২০২৪ সালেও দেশটিতে এই নিম্নমুখী প্রবণতা দেখা গিয়েছিল।

ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আমেরিকায় মূলত গ্যাসের চাহিদা বেড়েছে। তবে ইউরোপ ও ভারত তাদের গ্যাসের চাহিদার প্রায় অর্ধেকই আমদানির মাধ্যমে মেটাচ্ছে।

ট্রাম্পের ক্রিপ্টো উদ্যোগ ও ইরানের

৬ পৃষ্ঠার পর

মাধ্যমে অন্তত ২ দশমিক ৩ বিলিয়ন ডলারের লেনদেন সম্পন্ন করেছে।

এই দুটি ব্লকচেইন গড়ে তুলেছেন যথাক্রমে ক্রিপ্টো ধনকুবের জাস্টিন সান ও চ্যাংপেং ঝাও।

ব্লকচেইন হলো একধরনের উন্মুক্ত ডিজিটাল খাতা, যেখানে সব লেনদেনের তথ্য নিরাপদে সংরক্ষিত থাকে এবং কেউ চাইলেই তা পরিবর্তন করতে পারে না। এই নেটওয়ার্ক ব্যবহারের জন্য ব্যবহারকারীরা ফি দেন।

ইসলামিক প্রজাতন্ত্র ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যুদ্ধ চলাকালেও ওই দুটি ডিজিটাল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ইরানি অর্থের প্রবাহ থামেনি।

সান এবং ঝাওয়ের মালিকানাধীন বিশ্বের বৃহত্তম ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ বাইন্যান্স, দুজনই ট্রাম্প ও তার পরিবারের সহপ্রতিষ্ঠিত ক্রিপ্টো প্রতিষ্ঠান ওয়ার্ল্ড লিবার্টি ফাইন্যান্সিয়ালের গুরুত্বপূর্ণ সমর্থক।

তবে ট্রাম্প পরিবার যে নোবিটেক্সের এই লেনদেনের বিষয়ে জানত, এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

তবুও এই লেনদেনগুলো একটি বড় প্রশ্ন সামনে এনেছে, ট্রাম্প পরিবারের বিস্তৃত ব্যবসায়িক স্বার্থ কি প্রেসিডেন্ট পদকে সম্ভাব্য স্বার্থসংঘাতের মুখে ফেলছে? পরিবার-নিয়ন্ত্রিত ট্রাম্প অর্গানাইজেশনের রিয়েল এস্টেট সাম্রাজ্য এখনো বিদেশি চুক্তির খোঁজ করে যাচ্ছে।

সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের ইন্টারনেট এনফোর্সমেন্ট দপ্তরের সাবেক প্রধান জন রিড স্টার্ক এটাকে বলছেন ‘একটি নাটকীয় বিদ্রূপ’।

তিনি রয়টার্সকে বলেন, ‘যেসব সত্তা এই প্ল্যাটফর্মগুলোর মাধ্যমে ক্রিপ্টো অর্থায়ন করছে, প্রেসিডেন্ট যুদ্ধক্ষেত্রে মূলত তাদেরই পরাজিত করার চেষ্টা করছেন।’

হোয়াইট হাউস অবশ্য এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে। হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র আনা কেলি বলেন, ‘প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে ইরানের ব্যাংকিং ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করার রয়টার্সের এই প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ হাস্যকর।’

আরও প্রশ্নের জন্য তিনি রয়টার্সকে ওয়ার্ল্ড লিবার্টির সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেন।

ওয়ার্ল্ড লিবার্টির মুখপাত্র বলেন, নোবিটেক্সের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই এবং তারা যুক্তরাষ্ট্রের আইন মেনে চলে।

তিনি আরও বলেন, ‘ওয়ার্ল্ড লিবার্টি কোনোভাবেই ট্রনের মালিক নয়, এটি পরিচালনা বা নিয়ন্ত্রণও করে না এবং এর মাধ্যমে পরিচালিত লেনদেনের ওপর তাদের কোনো কর্তৃত্ব নেই।’

কোথা থেকে এলো এই তথ্য

ক্রিপ্টো বিশ্লেষণ প্রতিষ্ঠান আরখামের উন্মুক্ত ব্লকচেইন তথ্য বিশ্লেষণ করে রয়টার্স দেখেছে, নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকা ইরানি প্রতিষ্ঠান ও সাধারণ নাগরিকদের বহুল ব্যবহৃত নোবিটেক্স ২০২৩ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ট্রনের মাধ্যমে ২ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি লেনদেন করেছে।

একই সময়ে বিএনবি চেইনের মাধ্যমে লেনদেন হয়েছে আরও অন্তত ৩১৭ মিলিয়ন ডলার। বিএনবি চেইনের পূর্ব নাম ছিল বাইন্যান্স স্মার্ট চেইন।

ফেব্রুয়ারিতে ইরান যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরেও লেনদেন থামেনি। যুদ্ধ শুরুর পর থেকে বিএনবি চেইনে অন্তত ২ কোটি ২৬ লাখ ডলার এবং ট্রনের মাধ্যমে অন্তত ৫ লাখ ৫০ হাজার ডলারের ক্রিপ্টো লেনদেন হয়েছে নোবিটেক্সের মাধ্যমে।

চারজন ক্রিপ্টো বিশ্লেষক, যাদের মধ্যে দুজন ইরানের ডিজিটাল সম্পদ কার্যক্রম বিশেষজ্ঞ, রয়টার্সের এই হিসাব যাচাই করেছেন। সবাই এটিকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন।

তবে প্রকৃত লেনদেনের পরিমাণ আরও অনেক বেশি হতে পারে বলে মনে করেন স্বাধীন গবেষক রিচ স্যান্ডার্স। কারণ কেবল নোবিটেক্সের মালিকানাধীন বলে পরিচিত ওয়ালেটগুলোর তথ্যই দেখা যাচ্ছে। আর নোবিটেক্স নিজেই প্রকাশ্যে জানিয়েছে, লেনদেন শনাক্ত ও আটকে দেওয়া কঠিন করতে তারা নিয়মিত ঠিকানা বদলায়।

গত ১ মে রয়টার্স জানায়, নোবিটেক্স নিয়ন্ত্রণ করেন ইরানের এক প্রভাবশালী পরিবারের দুই ভাই, যাদের নতুন সর্বোচ্চ নেতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। তাদের হাত ধরে প্রতিষ্ঠানটি একটি ছোট স্টার্টআপ থেকে পরিণত হয়েছে পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা এড়ানোর সমান্তরাল ইরানি আর্থিক ব্যবস্থার কেন্দ্রে।

রয়টার্সের আগের অনুসন্ধানে বেরিয়ে এসেছে, এর ব্যবহারকারীদের মধ্যে রয়েছে ইরানের কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পস বা আইআরজিসি।

২০১৮ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে নোবিটেক্স ও বাইন্যান্সের মধ্যে প্রায় ৭ দশমিক ৮ বিলিয়ন ডলারের ক্রিপ্টো লেনদেন হয়েছে বলে ২০২২ সালেই জানিয়েছিল রয়টার্স। সেই অর্থের চার ভাগের প্রায় তিনভাগই ছিল ট্রনের ক্রিপ্টোকারেন্সিতে।

নোবিটেক্স তাদের গ্রাহকদের ট্রনের ক্রিপ্টো ব্যবহারে উৎসাহিত করত বলেও জানা গেছে। কারণ নিষেধাজ্ঞার ঝুঁকি এড়িয়ে গোপনে লেনদেন করতে এটি সুবিধাজনক।

বাইন্যান্স ও বিএনবি চেইন কী বলছে

রয়টার্সের এই প্রতিবেদনের বিষয়ে জানতে চাইলে বাইন্যান্স ও বিএনবি চেইনের মুখপাত্ররা বলেন, বাইন্যান্স বিএনবি চেইন পরিচালনা বা নিয়ন্ত্রণ করে না।

বিএনবি চেইনের মুখপাত্র আনা নিকোয়ারা বলেন, ‘বিএনবি চেইন একটি উন্মুক্ত ও অনুমতিবিহীন ব্লকচেইন, যা বৈশ্বিক স্বাধীন ভ্যালিডেটর সম্প্রদায় পরিচালনা করে। এটি কোনো এক্সচেঞ্জ নয়, কোনো কোম্পানিও নয় এবং বাইন্যান্সও নয়।’

বাইন্যান্সের মুখপাত্র বলেন, প্রতিষ্ঠানটি বিএনবি চেইনের ‘প্রাথমিক অবদানকারী ও ইনকিউবেটর’ হিসেবে কাজ করেছে এবং শুরুতে পরিচালনাগত সহায়তা দিয়েছে। তবে আবুধাবির করপোরেট নথিতে বাইন্যান্স ও বিএনবি চেইন টেকনোলজির মধ্যে চলমান সম্পর্কের প্রমাণ মিলেছে।

নোবিটেক্সের ট্রন ব্যবহার নিয়ে প্রশ্ন করা হলে ট্রনের মুখপাত্র বলেন, তারা কেবল প্রযুক্তি সরবরাহকারী এবং ‘প্রত্যেক ব্যবহারকারী ও প্রতিটি লেনদেন পর্যবেক্ষণ ও তদন্ত করা’ তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে সান আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে কাজ করে এমন একটি উদ্যোগ গড়তে সহায়তা করেছেন বলে ওই মুখপাত্র জানান।

তার দাবি, এই উদ্যোগের মাধ্যমে ‘শত শত মিলিয়ন ডলার’ জব্দ করা হয়েছে, যার মধ্যে নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান ও সন্ত্রাসে অর্থায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তহবিলও রয়েছে।

নোবিটেক্স নিজে ইরান সরকারের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক বা রাষ্ট্রকে সহায়তার অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি বিভাগ, ইরান সরকার এবং দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাংক এ বিষয়ে মন্তব্যের অনুরোধে সাড়া দেয়নি।

একটি ব্যাংকের ব্লকচেইন সংযোগ

স্যান্ডার্সসহ অপর ইরানবিষয়ক বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, ট্রন ও বিএনবি চেইনের ব্যবহারকারীদের মধ্যে ইরানের কেন্দ্রীয় ব্যাংকও আছে। আইআরজিসি ও লেবাননের হিজবুল্লাহকে বিলিয়ন ডলার সহায়তা দেওয়ার অভিযোগে ২০১৯ সালে যুক্তরাষ্ট্র ইরানের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। ২০২৪ সালের নভেম্বর থেকে ২০২৫ সালের জুন পর্যন্ত ট্রনের মাধ্যমে ওই কেন্দ্রীয় ব্যাংক ৫০ কোটি ডলারের বেশি টেথার কিনেছে।

২০১৮ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে নোবিটেক্স নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত বিভিন্ন গোষ্ঠীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কয়েক কোটি থেকে কয়েক শ কোটি ডলারের লেনদেন সম্পন্ন করেছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও নোবিটেক্স তাদের নেটওয়ার্ক ব্যবহার করছে, এটি ট্রন ও বিএনবি চেইন জানত কি না, তা এখনো পরিষ্কার নয়।

এই পরিস্থিতিতে টেথার জানিয়েছে, ইসরায়েলের অনুরোধে তারা নোবিটেক্স-সংশ্লিষ্ট একাধিক ওয়ালেট ঠিকানা জব্দ করেছে।

ক্রিপ্টোবান্ধব হোয়াইট হাউস

২০২৫ সালের জানুয়ারিতে ট্রাম্প হোয়াইট হাউসে ফেরার পর থেকে পরিস্থিতি নাটকীয়ভাবে বদলে গেছে। ক্রিপ্টোর প্রতি তার সমর্থন ট্রাম্প পরিবার, সান এবং ঝাওয়ের ব্যবসায়িক ভবিষ্যৎকে নতুন গতি দিয়েছে।

ট্রাম্প পরিবারের সদস্যরা ওয়ার্ল্ড লিবার্টিসহ একাধিক ক্রিপ্টো ব্যবসা চালু করেছেন। এগুলো ২০২৫ সালে কয়েক শ মিলিয়ন ডলার আয় করেছে।

২০২৪ সালের অক্টোবরে যাত্রা শুরুর পর যখন ওয়ার্ল্ড লিবার্টি বিনিয়োগকারী টানতে হিমশিম খাচ্ছিল, তখন সান ডব্লিউএলএফআই টোকেনে কয়েক কোটি ডলার ঢালেন। এতে স্টার্টআপটি টিকে যায়।

২০২৫ সালের শুরুতে আবুধাবিভিত্তিক বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান এমজিএক্স বাইন্যান্সে ২ বিলিয়ন ডলারের অংশীদারত্ব কেনে।

ওয়ার্ল্ড লিবার্টি তখন ঘোষণা দেয়, এই লেনদেন হবে তাদের ইউএসডি১ স্টেবলকয়েনের মাধ্যমে। বাইন্যান্সের মাধ্যমে গ্রহণযোগ্যতা পেয়ে নতুন এই টোকেন বাড়তি বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করে। এমজিএক্স জানিয়েছে, বিভিন্ন স্টেবলকয়েন যাচাই করে তারা ইউএসডি১ বেছে নিয়েছে।

২০২৫ সালের অক্টোবরে ট্রাম্প বাইন্যান্সের প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক প্রধান নির্বাহী ঝাওকে ক্ষমা করে দেন। দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে ট্রাম্প একের পর এক ক্রিপ্টোবান্ধব নীতি নিয়েছেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলো ক্রিপ্টো প্রতিষ্ঠান ও উদ্যোক্তাদের বিরুদ্ধে অনেক পদক্ষেপ স্থগিত রেখেছে। মার্চে প্রতারণার অভিযোগে সানের বিরুদ্ধে করা মামলার নিষ্পত্তি করে সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন। ১ কোটি ডলার জরিমানা দিলেও সান কোনো অপরাধ স্বীকার করেননি।

তবে সম্প্রতি সান ও ওয়ার্ল্ড লিবার্টির সম্পর্কে ফাটল ধরেছে। এপ্রিলে সান ওয়ার্ল্ড লিবার্টির বিরুদ্ধে মামলা করেন। তার অভিযোগ, প্রতিষ্ঠানটি তাকে তাদের স্টেবলকয়েনে বিনিয়োগ করতে চাপ দিয়ে চাঁদাবাজির চেষ্টা করেছে। জবাবে মে মাসের শুরুতে ওয়ার্ল্ড লিবার্টি মানহানির অভিযোগে পাল্টা মামলা করে।

এখন সানের হাতে আছে ৪ বিলিয়ন ডব্লিউএলএফআই টোকেন, যার আনুমানিক বাজারমূল্য ২৬ কোটি ৬০ লাখ ডলার। তিনি ট্রাম্পের মিম কয়েনেও বিনিয়োগ করেছেন এবং তার বিভিন্ন ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মে ইউএসডি১-এর প্রসার ঘটিয়েছেন।

অন্যদিকে বাইন্যান্স ইউএসডি১-কে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে, অন্য ক্রিপ্টোকারেন্সির সঙ্গে এর লেনদেনের সুযোগ তৈরি করেছে এবং ব্যবহারকারীদের এটি ধরে রাখতে উৎসাহিত করছে।

লস অ্যাঞ্জেলেসে ক্রিকেট স্টেডিয়াম

৭ পৃষ্ঠার পর

আইসিসির সব ধরনের নিয়ম ও মানদণ্ড অনুসরণ করে তৈরি করা হয়েছে। মাঠের কেন্দ্রীয় স্কয়ারে রয়েছে আটটি পিচ, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের জন্য নির্ধারিত পরিমাপের খেলার মাঠ এবং ১২০ ফুট উচ্চতার ছয়টি ফ্লাডলাইট টাওয়ার। নির্মাণকাজে প্রায় ৩২ হাজার মেট্রিক টনের বেশি মাটি স্থানান্তর করতে হয়েছে। আধুনিক অবকাঠামো ও প্রযুক্তিগত সুবিধার কারণে এটিকে উত্তর আমেরিকার ক্রিকেট অবকাঠামো উন্নয়নের অন্যতম বড় অর্জন হিসেবে দেখা হচ্ছে।

এই মাঠটির গুরুত্ব আরও বেড়ে গেছে আরেকটি কারণে। ২০২৮ সালের লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকে ক্রিকেট ফিরে আসছে বহু বছর পর, আর সেই প্রতিযোগিতার ক্রিকেট ম্যাচগুলোর অন্যতম ভেন্যু হিসেবে ব্যবহৃত হবে এই স্টেডিয়াম। ফলে শুধু মেজর লিগ ক্রিকেট নয়, ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে এটি।

এখন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে ক্রিকেটের জন্য স্থায়ী আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়ামের সংখ্যা খুবই সীমিত। গত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নিউইয়র্কে যে মাঠে ম্যাচ আয়োজন করা হয়েছিল, সেটি ছিল অস্থায়ীভাবে তৈরি করা ভেন্যু। কিন্তু পোমোনার এই স্টেডিয়ামটি বছরজুড়ে ক্রিকেট আয়োজনের জন্য স্থায়ীভাবে নির্মিত হয়েছে। ফলে যুক্তরাষ্ট্রে ক্রিকেটের দীর্ঘমেয়াদি বিকাশে এটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

স্টেডিয়াম উদ্বোধনের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিজের অনুভূতি প্রকাশ করেছেন নাইট রাইডার্স গ্রুপের সহ-মালিক শাহরুখ খান। তিনি লিখেছেন, 'যা একদিন শুধু একটি স্বপ্ন ছিল, আজ তা বাস্তবে রূপ নিয়েছে। বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বাধিক জনপ্রিয় খেলা ক্রিকেটকে লস অ্যাঞ্জেলেসে নিয়ে আসা আমাদের জন্য একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত। ফেয়ারপ্লেক্স এবং নাইট রাইডার্সের অংশীদারত্ব শুধু একটি ক্রিকেট মাঠ তৈরির জন্য নয়, বরং এমন একটি জায়গা গড়ে তোলার জন্য, যেখানে খেলাধুলার পাশাপাশি বিনোদন, পরিবার এবং মানুষের স্মরণীয় মুহূর্তগুলো জায়গা করে নেবে। আমরা চাই এটি আগামী প্রজন্মের ক্রিকেটার ও সমর্থকদের অনুপ্রাণিত করুক।'

নাইট রাইডার্স স্পোর্টসের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ভেঙ্কি মহীশূরও এই প্রকল্পকে ফ্র্যাঞ্চাইজিটির বৈশ্বিক সম্প্রসারণের অন্যতম বড় পদক্ষেপ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তার ভাষায়, এটি কেবল একটি স্টেডিয়াম নয়, বরং বিশ্বজুড়ে ক্রিকেটের প্রসারে নাইট রাইডার্সের দীর্ঘমেয়াদি দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন। তিনি বলেন, এমন একটি ভেন্যু গড়ে তোলাই তাদের লক্ষ্য ছিল, যেখানে খেলোয়াড়রা খেলতে আগ্রহী হবে, দর্শকেরা উপভোগ করবেন এবং স্থানীয় সম্প্রদায় এটিকে নিজেদের ক্রিকেটের স্থায়ী ঠিকানা হিসেবে গ্রহণ করবে।

স্টেডিয়ামটির প্রশংসা করেছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি) ও। সংস্থাটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নতুন ভেন্যুর ছবি প্রকাশ করে জানিয়েছে, মেজর লিগ ক্রিকেটে অবশেষে নাইট রাইডার্সের নতুন স্টেডিয়াম যাত্রা শুরু করল, যা দেখতে দৃষ্টিনন্দন এবং আন্তর্জাতিক ক্রিকেট আয়োজনের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

উদ্বোধনী আয়োজনকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে আনুষ্ঠানিক প্রথম বল করেন সাবেক এনবিএ চ্যাম্পিয়ন মেটা ওয়ার্ল্ড পিস, যিনি একসময় রন আর্টেস্ট নামে পরিচিত ছিলেন। সাবেক লস অ্যাঞ্জেলেস ল্যাকার্স তারকার উপস্থিতি যুক্তরাষ্ট্রের মূলধারার ক্রীড়াঙ্গনের সঙ্গে ক্রিকেটের বাড়তে থাকা সংযোগেরই প্রতীক হিসেবে দেখা হচ্ছে।

আগামী কয়েক দিনে মেজর লিগ ক্রিকেটের একাধিক ম্যাচ এই মাঠে অনুষ্ঠিত হবে। আয়োজকদের বিশ্বাস, বিশ্বমানের এই ভেন্যুকে কেন্দ্র করে লস অ্যাঞ্জেলেসে ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা আরও বাড়বে এবং যুক্তরাষ্ট্রে খেলাটির প্রসারে নতুন গতি যোগ হবে।

বর্তমানে শাহরুখ খানের নাইট রাইডার্স গ্রুপ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে একাধিক ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিক। তাদের অন্যতম সফল দল কলকাতা নাইট রাইডার্স, যারা তিনবার ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) শিরোপা জিতেছে। ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে ট্রিনবাগো নাইট রাইডার্সও সবচেয়ে সফল দলগুলোর একটি। এবার সেই সফলতার পরিধি মাঠের বাইরেও বিস্তৃত হলো আন্তর্জাতিক মানের নিজস্ব ক্রিকেট স্টেডিয়াম নির্মাণের মাধ্যমে। অনেকের মতে, এটি শুধু নাইট রাইডার্স গ্রুপের জন্য নয়, বরং যুক্তরাষ্ট্রে ক্রিকেটের ভবিষ্যতের জন্যও একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ।

আমেরিকার ২৫০ বছরের জন্মদিনে

৬৬ পৃষ্ঠার পর

ট্রাম্প প্রশাসন একটি সীমিত সংস্করণের 'পেট্রিয়ট পাসপোর্ট' নিয়ে এসেছে। এই প্রথম যুক্তরাষ্ট্রের কোনও বর্তমান প্রেসিডেন্টের ছবি ও স্বাক্ষর আমেরিকার পাসপোর্টের পাতায় জায়গা পেল।

বিতর্ক এবং যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে এই দুই শব্দ যেন সমার্থক। এবার আমেরিকার আড়াইশো তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে এক অভাবনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করল ট্রাম্প প্রশাসন। যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ নাগরিকদের পাসপোর্টে (US Passport) এবার থেকে আর শুধু স্ট্যাচু অব লিবার্টি বা চাঁদে পা রাখার ঐতিহাসিক ছবি নয়, জ্বলজ্বল করবে স্বয়ং প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ছবি এবং তাঁর স্বাক্ষর! যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে এই প্রথম কোনও জীবিত তথা বর্তমান প্রেসিডেন্টের ছবি দেশের পাসপোর্টে স্থান পেল।

গত ২৬ জুন শুক্রবার ট্রাম্প নিজেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এই নতুন 'লিমিটেড এডিশন' পাসপোর্টের ভেতরের পাতার ছবি শেয়ার করেছেন। যেখানে দেখা যাচ্ছে, বিখ্যাত 'রেজোলিউট ডেস্ক'-এ দুই হাত মুঠো করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ট্রাম্প। তাঁর ব্যাকগ্রাউন্ডে রয়েছে আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র (Declaration of Independence) এবং নিচে রয়েছে তাঁর কালো কালির সই। হোয়াইট হাউসের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডেল থেকে এই নতুন পাসপোর্টের ছবি শেয়ার করে এটিকে 'পেট্রিয়ট পাসপোর্ট' (Patriot Passport) বা দেশপ্রেমী পাসপোর্ট বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

আসুন, কিন্তু ভালো হয়ে থাকুন!'

নিজের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম 'ট্রুথ সোশ্যাল'-এ এই নতুন পাসপোর্টের ছবি পোস্ট করে ট্রাম্প তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে লিখেছেন, "আমেরিকার নতুন পাসপোর্ট, যা বলছে- আপনাকে স্বাগত, তবে ভাল হয়ে থাকুন (Welcome, but be good)!"

যদিও ট্রাম্পের শেয়ার করা পাসপোর্টের পাতার ছবিতে কোথাও এই 'ভালো হয়ে থাকার' আপ্তবাক্যটি লেখা নেই। কিন্তু প্রেসিডেন্টের এই বার্তা ইতিমধ্যেই নেটপাড়ায় শোরগোল ফেলে দিয়েছে। ৬ জুলাই থেকে এই বিশেষ পাসপোর্ট ইস্যু করা শুরু হবে। তবে স্টেট ডিপার্টমেন্ট স্পষ্ট জানিয়েছে, এটি অত্যন্ত সীমিত সংখ্যার (Limited Edition) জন্য এবং স্টক থাকা পর্যন্তই পাওয়া যাবে।

পাসপোর্ট পেতে মানতে হবে কঠিন শর্ত। নতুন এই 'পেট্রিয়ট পাসপোর্ট' যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ নাগরিকদের জন্য সহজলভ্য নয়। এর জন্য কোনও অনলাইন আবেদন বা পোস্টের মাধ্যমে আবেদন করার সুযোগ রাখেনি ট্রাম্প প্রশাসন। এই পাসপোর্ট পেতে গেলে আবেদনকারীকে সশরীরে ওয়াশিংটন ডিসি-র 'ওয়াশিংটন পাসপোর্ট এজেন্সি'-তে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে হাজির হতে হবে। এছাড়া স্টেট ডিপার্টমেন্টের বিশেষ কিছু ইভেন্টে গিয়েই কেবল এই পাসপোর্টের আবেদন করা যাবে। বর্তমানে আমেরিকার মাত্র দুটি জায়গায় এই ইভেন্ট হবে বলে জানা গিয়েছে, যার দুটিই ওয়াশিংটনে। সবচেয়ে বড় বিষয় হল, বর্তমানে ওয়াশিংটন পাসপোর্ট এজেন্সিতে যারা সাধারণ পাসপোর্টের আবেদন করতে যাবেন, তাঁদের ক্ষেত্রে এই ট্রাম্পের ছবিওয়ালা পাসপোর্ট 'ডিফল্ট' বা বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে কি না, তা নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা রয়েছে।

ওয়াশিংটনে 'ট্রাম্প সাম্রাজ্য'!

আমেরিকার জাতীয় প্রতীক, সরকারি ভবন বা নথিতে নিজের নাম বা ছবি খোদাই করার বাতিক ট্রাম্পের নতুন নয়। এই গ্রীষ্মেই আমেরিকার ২৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ট্রাম্পের ছবি সংবলিত একটি বিশেষ সোনার কয়েন বাজারে আনার কথা ঘোষণা করেছে 'ইউএস মিন্ট'। শুধু তাই নয়, আমেরিকার ডলার বা ব্যাঙ্ক নোটেও সই থাকতে চলেছে এই বর্তমান প্রেসিডেন্টের।

এখানেই শেষ নয়, ওয়াশিংটন ডিসি-র বুকে নিজের স্থায়ী ছাপ রেখে যেতে প্যারিসের 'আর্ক দে ট্রায়াম্ফ'-এর আদলে ওয়াশিংটনে তৈরি করছেন ২৫০ ফুট উঁচু এক বিশাল তোরণ, যার নাম দেওয়া হয়েছে 'আর্ক দে ট্রাম্প' (Arc de Trump)!

এর আগে কেনেডি সেন্টারের নাম বদলে নিজের নাম জুড়েছিলেন তিনি, যা পরে অবশ্য সরিয়ে নেওয়া হয়। এবার খোদ দেশের পাসপোর্টে নিজের ছবি বসিয়ে ট্রাম্প বুঝিয়ে দিলেন, আমেরিকার আড়াইশো বছরের ইতিহাসে নিজেকে তিনি কোন উচ্চতায় দেখতে চান।

৯০ দিনের বেশি অভিবাসী আটক

৬৬ পৃষ্ঠার পর

মতামত লিখেছেন বিচারক লেসলি এইচ. সাউথউইক। তিনি বলেন, কাউকে আটক করার ৯০ দিনের মধ্যে অবশ্যই একটি জামিন শুনানি অনুষ্ঠিত হতে হবে। সেই শুনানিতে সরকারকে আদালতের সামনে পৃথ কভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে কেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে আরও আটক রাখা প্রয়োজন। শুধু সাধারণ যুক্তি দেখিয়ে কাউকে অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য আটক রাখা যাবে না।

রায়ে আদালত বলেছে, সরকার যদি কাউকে জামিন ছাড়া আরও আটক রাখতে চায়, তাহলে প্রমাণ করতে হবে যে তিনি সমাজের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ, পালিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে অথবা আইনের দৃষ্টিতে তাকে আটক রাখার অন্য কোনো গ্রহণযোগ্য কারণ আছে।

তবে আদালত একই সঙ্গে স্পষ্ট করেছেন, সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র-মেক্সিকো সীমান্ত অতিক্রম করে প্রবেশ করা ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ফেডারেল আইন অনুযায়ী বহিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত আটক রাখার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করে আসা এবং পরে গ্রেপ্তার হওয়া অনথিভুক্ত অভিবাসীদের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি ভিন্ন। আদালতের মতে, তারা যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে নিশ্চিত করা যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ার সুরক্ষা পাওয়ার অধিকারী। তাই তাদের কোনো শুনানির সুযোগ না দিয়ে দীর্ঘদিন আটক রাখা সংবিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

বিচারক সাউথউইক ২০০১ সালের যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের একটি রায়ের উল্লেখ করে বলেন, সাংবিধানিক সুরক্ষা শুধু নাগরিকদের জন্য নয়, বরং যুক্তরাষ্ট্রের সীমানার ভেতরে থাকা প্রত্যেক মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তিনি রায়ে লেখেন, সংবিধানের অন্যতম শক্তি হলো, এটি দেশের ভেতরে থাকা মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে কোনো ব্যতিক্রম করে না। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হলে সেই ব্যক্তির কথা শোনার অধিকারও সংবিধান নিশ্চিত করেছে।

একই মামলায় বিচারক জেমস ই. গ্রেভস জুনিয়র সংখ্যাগরিষ্ঠ মতের সঙ্গে একমত হলেও মন্তব্য করেন, ৯০ দিন অপেক্ষাও অনেক দীর্ঘ সময়। তার ভাষায়, বর্তমানে আটক অভিবাসীদের অনেকেই এমন পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছেন, যা মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত উদ্বেগজনক।

অন্যদিকে ট্রাম্প মনোনীত বিচারক কোরি উইলসন এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন। তার মতে, বর্তমান অভিবাসন আইন অনুযায়ী অনথি ভুক্ত অভিবাসীদের আটকাদেশ চ্যালেঞ্জ করার সুযোগ দেওয়া উচিত নয়। এই মামলার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন তিন ব্যক্তি, ইগনাসিও সোসনাভা রদ্রিগেজ, মিগুয়েল অ্যাঞ্জেল গোমেজ আলভারাদো এবং আলেহান্দ্রো ভিয়েগাস অ্যাঞ্জেল। ২০২৫ সালের নভেম্বর থেকে ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারির মধ্যে টেক্সাসে নিয়মিত ট্রাফিক তল্লাশির সময় অঙ্গরাজ্যের পুলিশ তাদের আটক করে। তিনজনই অন্তত ১৪ বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছিলেন। তাদের নিয়মিত চাকরি ছিল এবং তারা যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক সন্তানদের লালন-পালন করছিলেন।

পরে তাদের যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন ও শুল্ক প্রয়োগকারী সংস্থা আইসের (ওঈউ) কাছে হস্তান্তর করা হয়। সংস্থাটি তাদের কোনো বিচারকের সামনে হাজির না করেই আটক রাখে। পরে ফেডারেল আদালতের বিচারকরা রায় দেন, জামিন শুনানির সুযোগ না দিয়ে তাদের আটক রাখা সংবিধানে নিশ্চিত করা যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ার অধিকার লঙ্ঘন করেছে। এরপর ট্রাম্প প্রশাসন সেই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করে।

ট্রাম্প প্রশাসনের দাবি ছিল, ২০২৫ সালের জুলাইয়ে চালু করা তাদের নতুন নীতির আওতায় অনথিভুক্ত অভিবাসীদের বহিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত আটক রাখার বিধান রয়েছে এবং এ ক্ষেত্রে জামিন শুনানির প্রয়োজন নেই। এই নীতির বিরুদ্ধে দেশজুড়ে ব্যাপক আইনি লড়াই শুরু হয়। অনুসন্ধানী সংবাদমাধ্যম প্রোপাবলিকার তথ্য অনুযায়ী, ট্রাম্প প্রশাসনের দ্বিতীয় মেয়াদের প্রথম ১৩ মাসে আটকাদেশ চ্যালেঞ্জ করে প্রায় ৪৭ হাজার হেবিয়াস করপাস আবেদন দায়ের করা হয়েছে। এই সংখ্যা আগের তিনটি প্রশাসনের মোট আবেদনের চেয়েও বেশি। এসব মামলার প্রায় পাঁচ ভাগের এক ভাগই টেক্সাসের ফেডারেল আদালতে দায়ের হয়েছে।

রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, একই ধরনের মামলায় যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন ফেডারেল আপিল আদালতে ভিন্ন ভিন্ন রায় হওয়ায় বিষয়টি এখন আরও জটিল হয়ে উঠেছে। সর্বশেষ এই রায়ের আগে তিনটি আপিল আদালত ট্রাম্প প্রশাসনের নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল, দুটি আদালত প্রশাসনের পক্ষে রায় দিয়েছিল এবং আরেকটি আদালতে বিষয়টি এখনো নিষ্পত্তির অপেক্ষায় রয়েছে।

আইন বিশেষজ্ঞদের মতে, বিভিন্ন আদালতের পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্তের কারণে শেষ পর্যন্ত এই গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক প্রশ্নের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টেই হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। সূত্র রয়টার্স

যুক্তরাষ্ট্রে ক্রেডিট কার্ডের বকেয়া বিল

৬৬ পৃষ্ঠার পর

গিয়ে ঠেকেছে ১৫ হাজার ডলারে। মাসে অন্তত ৫৭২ ডলার বিল মেটানোর সামর্থ্য তার আছে। কিন্তু ২৬ শতাংশ সুদহারে তা নেহাতই সমুদ্রে একফোঁটা শিশির!

আরও বহু আমেরিকানের মতোই মূল্যস্ফীতি ও কয়েক দশকের মধ্যে সর্বোচ্চ সুদহারের জোড়া ধাক্কা ৪২ বছর বয়সি ক্যাথরিনকে খাদের কিনারে এনে দাঁড় করিয়েছে। টাকা বাঁচাতে বন্ধুদের সঙ্গে বাইরে বেরোনো বন্ধ করে দিয়েছেন তিনি। এমনকি নিজের জিমে রিসেপশনিস্ট হিসেবে দ্বিতীয় কাজ নেওয়ার কথাও ভেবেছেন। মাঝে মাঝেই অজানা আতঙ্ক গ্রাস করে তাকে-বাবা-মা যদি তার এই পাহাড়প্রমাণ ক্রেডিট কার্ড বিলের কথা জেনে যান! ক্যাথরিন বলেন, পুরো বিষয়টা যেন ওজনের সাথে লড়াই। রাতারাতি বাড়ে না। একটু একটু করে বাড়ে। তারপর হঠাৎই একদিন মনে হয়, প্যান্টের মাপে আর কুলাচ্ছে না।

এ বছরের মে মাসে নিউইয়র্কের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকের প্রকাশিত তথ্য বলছে, বছরের প্রথম প্রান্তিকে অন্তত ৯০ দিন বকেয়া থাকা ক্রেডিট কার্ড বিলের হার বেড়ে হয়েছে ১৩.১২ শতাংশ। গত ১৫ বছরের মধ্যে এই পরিসংখ্যান সর্বোচ্চ। ২০০৮ সালের আর্থিক মন্দার পর এই প্রথম বকেয়া বিলের বোঝা এতটা বাড়ল।

নিউইয়র্ক ফেডের তথ্যানুসারে, চলতি বছরের প্রথম প্রান্তিকে যুক্তরাষ্ট্রে মোট ক্রেডিট কার্ডের বকেয়া বিল দাঁড়িয়েছে ১.২৫ ট্রিলিয়ন ডলার, গত বছর একই সময়ে যা ছিল ১.১৮ ট্রিলিয়ন ডলার। ১৯৯৯ সালে নিউইয়র্ক ফেড এই হিসাব রাখা শুরু করার পর থেকে, প্রথম প্রান্তিকে এটাই সর্বোচ্চ বকেয়া বিল।

তবে মূল্যস্ফীতির কারণে তৈরি হওয়া এই আর্থিক চাপকে বিশেষ আমল দিতে নারাজ প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। চলতি মাসের শুরুতে তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, আমেরিকার সাধারণ মানুষের এই আর্থিক দুরাবস্থাই কি ইরান যুদ্ধ থামানোর নেপথ্য কারণ? তার সাফ জবাব ছিল, একবিন্দুও নয়।

যদিও নভেম্বরে মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে অর্থনীতি নিয়ে সাধারণ ভোটারদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের কারণে বেশ চাপেই আছেন কংগ্রেসের রিপাবলিকান নেতারা।

ক্রেডিট কার্ড প্রদানকারী ব্যাংকগুলোর ওপর চালানো ফেডারেল রিজার্ভের এক জরিপ বলছে, ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে কার্ডের গড় সুদের হার ছিল ১৪.৬ শতাংশ। কিন্তু চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে বেড়ে ২১ শতাংশে পৌঁছেছে।

গবেষণা সংস্থা আরবান ইনস্টিটিউটের অর্থনীতিবিদ ব্রেনো ব্রাগার সংগ্রহ করা তথ্যমতে, গত বছর ৫.৬ শতাংশ ক্রেডিট কার্ড গ্রাহক অন্তত ৬০ দিন বা তার বেশি সময় ধরে তাদের বিল পরিশোধ করেননি। মহামারির আগের পরিসংখ্যানকেও ছাপিয়ে গেছে এই হার। তার বিশ্লেষণে আরও দেখা গেছে, নিম্ন, মধ্য ও উচ্চবিত্ত-সব ধরনের মানুষের ক্ষেত্রেই গত দু-বছরে এই বকেয়া বিলের হার ২০১৮ সালের পর সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে।

ব্রাগা বলেন, খাদ্য, বাসস্থান, চিকিৎসার খরচ যখন এতটা বেড়ে যায়, তখন ক্রেডিট কার্ডের বিল মেটানোর জন্য হাতে খুব কম টাকাই অবশিষ্ট থাকে। ফলে অনেকেই কঠিন সিদ্ধান্তের মুখে পড়ছেন। কেউই নিজের বাড়ি বা গাড়ি হারাতে চান না। আবার দৈনন্দিন জরুরি সেবার বিল মেটানোও প্রয়োজন। তাই তারা প্রথমেই ক্রেডিট কার্ডের বিল পরিশোধ বন্ধ করে দিচ্ছেন।

দেনার দায়ে জর্জরিত মার্কিনীরা এখন ভিড় জমাচ্ছেন ক্রেডিট-কাউন্সেলিং এজেন্সিগুলোতে। তেমনই একটি অলাভজনক সংস্থা ন্যাশনাল ফাউন্ডেশন ফর ক্রেডিট কাউন্সেলিং। মানুষকে ক্রেডিট কার্ডের দেনা কমাতে সাহায্য করে তারা। প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে, গত বছরের তুলনায় এ বছরের জানুয়ারিতে তাদের কাছে আসা মানুষের সংখ্যা ২৪ শতাংশ বেড়েছে। ২০১৮ সালের তুলনায় চলতি বছরে প্রতি মাসে কাউন্সেলিংয়ের জন্য আসা মানুষের গড় সংখ্যা বেড়েছে ৬০ শতাংশ।

ট্রাম্পের উদ্যোগ নাকচ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট, বহাল

৫ পৃষ্ঠার পর

ওই আদেশে বলা হয়, যদি কোনো শিশুর মা যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধভাবে অবস্থান করেন বা বৈধ হলেও সাময়িক ভিসায় থাকেন এবং শিশুর জন্মের সময় বাবা যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক বা বৈধ স্থায়ী বাসিন্দা না হন, তাহলে সেই শিশু জন্মের সঙ্গে সঙ্গে নাগরিকত্ব পাবে না।

নির্বাহী আদেশে ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি সংস্থাগুলোকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, যদি যুক্তরাষ্ট্রে জন্ম নেওয়া কোনো শিশুর বাবা-মায়ের কেউই মার্কিন নাগরিক বা বৈধ স্থায়ী বাসিন্দা না হন, তাহলে সেই শিশুকে নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি না দিতে। আজ মঙ্গলবার রায়ে দেশটির সর্বোচ্চ আদালত ৬-৩ ভোটে সিদ্ধান্ত দেয়, যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে জন্ম নেওয়া প্রত্যেকেরই মার্কিন নাগরিকত্ব পাওয়ার অধিকার বহাল থাকবে।

রায়ে প্রধান বিচারপতি জন রবার্টস বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধ বা সাময়িকভাবে অবস্থানকারী বাবা-মায়ের সন্তানরাও যুক্তরাষ্ট্রের বিচারিক কর্তৃত্বের আওতাভুক্ত। ফলে তারা জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে গণ্য হবে। তার মতে, জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব সীমিত করার পক্ষে সংবিধানে কোনো ভিত্তি নেই।

তিনি আরও বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে নাগরিকত্বকে অধিকার ভোগের অধিকার হিসেবে দেখা হয়েছে। এটি একজন ব্যক্তিকে দেশের রাজনৈতিক সমাজে স্বাধীনভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়।

এই রায়ে বিচারপতি রবার্টসের সঙ্গে একমত হন বিচারপতি সোনিয়া সোটোমেয়র, এলেনা কাগান ও কেতানজি ব্রাউন জ্যাকসন। এছাড়া ট্রাম্পের মনোনীত দুই রক্ষণশীল বিচারপতি অ্যামি কোনি ব্যারেট এবং ব্রেট ক্যাভানাওও সংখ্যাগরিষ্ঠ মতের পক্ষে অবস্থান নেন। অন্যদিকে বিচারপতি ক্লারেন্স থমাস, স্যামুয়েল আলিটো এবং ট্রাম্পের মনোনীত আরেক বিচারপতি নিল গরসাচ ভিন্নমত পোষণ করেন। গত বছর দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নেওয়ার প্রথম দিনেই বৈধ ও অবৈধ-দুই ধরনের অভিবাসন কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে একগুচ্ছ নীতির অংশ হিসেবে ওই নির্বাহী আদেশ জারি করেছিলেন ট্রাম্প।

ট্রাম্পের ওই আদেশ খারিজ করে রায় দিয়েছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের নিম্ন আদালত। এরপর ট্রাম্প প্রশাসন বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টে তোলে। তারা আদালতের কাছে জানতে চেয়েছিল, ১৪তম সংশোধনীতে যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণকারী এবং দেশটির বিচারিক কর্তৃত্বের আওতাভুক্ত ব্যক্তিদের নাগরিক হিসেবে গণ্য করার বিধান বর্তমান পরিস্থিতিতেও একইভাবে প্রযোজ্য কি না। এ বছরের এপ্রিল মাসে মৌখিক শুনানির সময়ই নয় সদস্যের সুপ্রিম কোর্টের কয়েকজন বিচারপতি ট্রাম্প প্রশাসনের যুক্তি নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছিলেন। সরকারের পক্ষে সলিসিটর জেনারেল ডি. জন সাওয়ার আদালতে যুক্তি দেন, সংবিধান সাময়িক ভিসাধারী কিংবা অবৈধভাবে বসবাসকারীদের সন্তানদের নাগরিকত্ব দেয় না। তার দাবি, বর্তমান সময়ের অবৈধ অভিবাসন পরিস্থিতি অতীতের বাস্তবতা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। জবাবে প্রধান বিচারপতি জন রবার্টস বলেন, পৃথিবী নতুন হতে পারে, কিন্তু সংবিধান একই রয়েছে।

সুপ্রিম কোর্টে ট্রাম্পের নাটকীয় দিন: একদিনে চার রায়ের তিনটিতেই পরাজয়

পরিচয় ডেজ: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জন্য গত ২৯ জুন সোমবার ছিল সুপ্রিম কোর্টে এক নাটকীয় দিন। একদিনে চারটি গুরুত্বপূর্ণ মামলার রায় প্রকাশ করেছে দেশটির সর্বোচ্চ আদালত। এর মধ্যে একটি রায়ে প্রেসিডেন্ট হিসেবে ট্রাম্পের নির্বাহী ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়লেও বাকি তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আদালত তাঁর অবস্থানের বিপক্ষে রায় দিয়েছে। ফলে একই দিনে বড় একটি আইনি সাফল্যের পাশাপাশি একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ধাক্কার মুখে পড়েছেন তিনি। বিবিসির বিশ্লেষণ অনুযায়ী, আদালতের সিদ্ধান্তগুলো দেখিয়েছে যে রক্ষণশীল সংখ্যাগরিষ্ঠ সুপ্রিম কোর্ট সব ক্ষেত্রেই ট্রাম্পের পক্ষে অবস্থান নিচ্ছে না। কিছু গুরুত্বপূর্ণ মামলায় তিন উদারপন্থি বিচারপতির সঙ্গে প্রধান বিচারপতি জন রবার্টস এবং ট্রাম্প মনোনীত বিচারপতিরাও একমত হয়েছেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রায়টি ছিল স্বাধীন ফেডারেল নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর কর্মকর্তাদের অপসারণে প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা নিয়ে। প্রায় ৯০ বছর আগে দেওয়া একটি ঐতিহাসিক নজিরে বলা হয়েছিল, কংগ্রেসের গঠিত স্বাধীন সংস্থার কমিশনারদের প্রেসিডেন্ট ইচ্ছামতো বরখাস্ত করতে পারবেন না। ট্রাম্প প্রশাসনের চ্যালেঞ্জের পর সুপ্রিম কোর্ট সেই দীর্ঘদিনের নজির বাতিল করে দেয়।

ছয়জন রক্ষণশীল বিচারপতির সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতে প্রধান বিচারপতি জন রবার্টস বলেন, যারা প্রেসিডেন্টের নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগ করেন, তারা প্রেসিডেন্টের মাধ্যমে অপসারণযোগ্য হওয়া উচিত। এতে তারা প্রেসিডেন্টের কাছে এবং প্রেসিডেন্ট জনগণের কাছে জবাবদিহির মধ্যে থাকবেন।

এই রায়ের ফলে শুধু বর্তমান প্রেসিডেন্টই নন, ভবিষ্যতের প্রেসিডেন্টরাও ফেডারেল ট্রেড কমিশনসহ বিভিন্ন স্বাধীন নিয়ন্ত্রক সংস্থার কর্মকর্তাদের অপসারণ ও নতুন নিয়োগে আগের তুলনায় অনেক বেশি ক্ষমতা পাবেন। নির্বাচন, যোগাযোগ, শ্রম, আর্থিক ও পরিবেশবিষয়ক বিভিন্ন সংস্থার ক্ষেত্রেও এই নজির প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে করছেন আইন বিশেষজ্ঞরা।

রায়ের পর প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে লিখেছেন, "৯০ বছরের নজির পুরোপুরি বাতিল করা হয়েছে। এমন সময়ে প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা ব্যাপকভাবে বেড়েছে, যখন সেটির সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল।চ

তবে একই দিনে ফেডারেল রিজার্ভের গভর্নর বোর্ডের সদস্য লিসা কুককে অপসারণের প্রশ্নে ট্রাম্পের অবস্থান প্রত্যাখ্যান করেছে সুপ্রিম কোর্ট। পাঁচ-চার ভোটের রায়ে প্রধান বিচারপতি জন রবার্টস, রক্ষণশীল বিচারপতি ব্রেট ক্যাভানফ এবং তিন উদারপন্থি বিচারপতি একমত হয়ে ট্রাম্পের উদ্যোগে স্থগিতাদেশ দেন।

ট্রাম্প অভিযোগ করেছিলেন, লিসা কুক বন্ধকী ঋণসংক্রান্ত জালিয়াতির সঙ্গে জড়িত। তবে আদালত বলেছে, তাঁকে অপসারণের আগে অভিযোগের যথাযথ প্রমাণ এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হবে। রবার্টস সতর্ক করে বলেন, প্রেসিডেন্ট যদি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ওপর নির্বিচারে প্রভাব বিস্তার করতে পারেন, তাহলে তার গুরুতর পরিণতি হতে পারে।

নির্বাচনী ব্যবস্থাসংক্রান্ত আরেকটি মামলাতেও ট্রাম্প পরাজিত হন। ডাকযোগে পাঠানো ভোট নির্বাচন দিনের ডাকমোহর থাকলে পরে পৌঁছালেও তা গণনা করা যাবে কি না, এ প্রশ্নে আদালত ট্রাম্পের আপত্তি খারিজ করে দেয়। এই মামলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামত লেখেন ট্রাম্প মনোনীত বিচারপতি অ্যামি কোনি ব্যারেট। তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচনের সময়, স্থান ও পদ্ধতি নির্ধারণের ব্যাপক ক্ষমতা অঙ্গরাজ্যগুলোর রয়েছে। ডাকযোগে ভোট নিয়ে জালিয়াতির আশঙ্কার বিষয়ে ট্রাম্পের দাবি আদালত গ্রহণ করেনি।

এই রায়ের পর ট্রাম্প কংগ্রেসকে তাঁর নির্বাচনী সংস্কার প্রস্তাব পাস করার আহ্বান জানান। ওই প্রস্তাবে ডাকযোগে ভোট দেওয়ার সুযোগ উল্লেখযোগ্যভাবে সীমিত করার কথা বলা হয়েছে।

দিনের আরেকটি বড় ধাক্কা আসে লেখক ই. জিন ক্যারলের করা মানহানি মামলায়। সুপ্রিম কোর্ট ট্রাম্পের আপিল শুনতে অস্বীকৃতি জানায়। ফলে ২০২৩ সালে জুরির দেওয়া ৫০ লাখ ডলার ক্ষতিপূরণের রায় বহাল থাকে।

ই. জিন ক্যারল অভিযোগ করেছিলেন, ১৯৯০-এর দশকে নিউইয়র্কের একটি ডিপার্টমেন্ট স্টোরের পোশাক পরিবর্তনের কক্ষে ট্রাম্প তাঁকে যৌন নিপীড়ন করেছিলেন। পরে ওই অভিযোগ অস্বীকার করে তাঁকে নিয়ে মানহানিকর মন্তব্য করায় ট্রাম্পের বিরুদ্ধে দেওয়ানি আদালত ৫০ লাখ ডলার ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দেয়। সুপ্রিম কোর্ট কোনো অতিরিক্ত ব্যাখ্যা ছাড়াই সেই রায় পুনর্বিবেচনার আবেদন নাকচ করে দেয়।

রায়ের প্রতিক্রিয়ায় ট্রাম্প ট্রুথ সোশ্যালে লিখেছেন, তাঁর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মামলা ও আইনের অপব্যবহারের বিরুদ্ধে তিনি লড়াই চালিয়ে যাবেন। তিনি মানহানির অভিযোগকে "হাস্যকরচ বলেও মন্তব্য করেন। তবে বিশ্লেষকদের মতে, ৫০ লাখ ডলারের এই মামলায় ট্রাম্পের আইনি লড়াই কার্যত শেষ হয়ে গেছে। কারণ যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। যদিও ক্যারলের পক্ষে দেওয়া পৃথক ৮ কোটি ৩৩ লাখ ডলারের আরেকটি ক্ষতিপূরণের রায়ের বিরুদ্ধে ট্রাম্পের আপিল প্রক্রিয়া এখনো চলমান।

গত ২৯ জুন সোমবারের রায়গুলো যুক্তরাষ্ট্রের বিচারব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তাও দিয়েছে। প্রেসিডেন্টের নির্বাহী ক্ষমতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট ট্রাম্পের পক্ষে অবস্থান নিলেও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বাধীনতা, নির্বাচনী বিধান এবং বিচারিক রায়ের মতো অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আদালত নির্বাহী ক্ষমতার সীমা টেনে দিয়েছে।

প্রত্যেক আমেরিকানেরই সিসিলিয়া ওয়াং-এর নাম জানা উচিত

পরিচয় ডেস্ক: তিনি সেই বীর যিনি সুপ্রিম কোর্টে 'জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব'-এর অধিকার সফলভাবে রক্ষা করেছেন। ওয়াং হলেন এসিএলইউ (অঈখট)-এর জাতীয় আইনি পরিচালক এবং জন্মসূত্রে একজন মার্কিন নাগরিক।

তাঁর বাবা-মা যখন স্টুডেন্ট ভিসায় যুক্তরাষ্ট্রে ছিলেন, তখন তাঁর জন্ম হয় এবং সংবিধানের ১৪তম সংশোধনীর মাধ্যমে তিনি নাগরিকত্ব লাভ করেন। পরবর্তীতে তিনি ইউসি বার্কলে এবং ইয়েল ল স্কুলে পড়াশোনা করেন। তিনি তৎকালীন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি স্টিফেন ব্রেয়ারের অধীনে আইনি সহকারী (ক্লার্ক) হিসেবে কাজ করেছেন এবং পরবর্তীতে এসিএলইউ-এর জাতীয় আইনি পরিচালক হন।

এই বছরের শুরুর দিকে, তিনি ১৪তম সংশোধনীর পক্ষে যুক্তি তুলে ধরেছিলেন। আজ তাঁর সেই প্রচেষ্টার সুফল পাওয়া গেল। ওয়াং-এর কারণেই, লক্ষ লক্ষ মানুষ যারা আমেরিকাকে নিজেদের ঘর বা আবাসস্থল হিসেবে গর্বের সাথে পরিচয় দেন, তাঁরা ভবিষ্যতেও তা অব্যাহত রাখতে পারবেন। আর তাঁর কাজের ফলেই 'জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব'-এর বিধানটি দেশের আইন হিসেবে বহাল রয়েছে।

সিসিলিয়া ওয়াং-এর গল্পটি আসলে আমেরিকারই গল্প-এবং এটি সেই 'আমেরিকান ড্রিম' বা স্বপ্নের প্রতিনিধিত্ব করে, যার জন্য ডেমোক্র্যাটরা লড়াই চালিয়ে যাবে।

ফুটবল এক নিষ্ঠুর খেলা

১৮ পৃষ্ঠার পর

এনে দেন টিলেমান্স। সেই সঙ্গে শেষ ষোলোর টিকিটও নিশ্চিত করে ফেলে 'রেড ডেভিলস'।

ম্যাচ শেষে হতাশা লুকাতে পারেননি সেনেগালের কোচ পাপে থিয়াও, ফুটবল একটি নিষ্ঠুর খেলা, তার এই মন্তব্যের সঙ্গে দ্বিমত করা কঠিন।

এই বিশ্বকাপে এমনিতেই মানসিক চাপ নিয়েই এসেছিল সেনেগাল। চলতি বছরের শুরুতে আফ্রিকা কাপ অব নেশনসের ফাইনালে মরক্কোর বিপক্ষে বিতর্কিত এক পেনাল্টির কারণে শিরোপা ধরে রাখার স্বপ্ন ভেঙেছিল তাদের। সেই ঘটনার ক্ষত এখনো পুরোপুরি শুকায়নি। সিয়াটলের ঘটনাও যেন সেই পুরোনো যন্ত্রণা আবার নতুন করে ফিরিয়ে আনল। নির্ণায়ক পেনাল্টির পর সেনেগালের খেলোয়াড়দের তীব্র প্রতিবাদের কথা উল্লেখ করে থিয়াও বলেন, আমাদের বিশ্বাস ছিল, এটি কোনো পেনাল্টি ছিল না। খেলোয়াড়রা সিদ্ধান্তটির বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়েছে। সেটা তাদের অধিকার। তবে ফুটবল খুব কমই সহানুভূতি দেখায়। সিদ্ধান্ত সঠিক হোক বা ভুল, শেষ পর্যন্ত সেটিই ম্যাচের ইতিহাসের অংশ হয়ে যায়। তবে বিতর্কের বাইরে একটি সত্য অস্বীকার করার উপায় নেই। সেনেগাল নিজেদের এমন এক অবস্থানে নিয়ে গিয়েছিল, যেখান থেকে ম্যাচটি জিতে ফেলার কথা ছিল। কিন্তু তারা শেষ পর্যন্ত সেই সুযোগ ধরে রাখতে পারেনি।

থিয়াও ম্যাচ শেষে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেন, একটি ফুটবল ম্যাচ ৮৫ মিনিটের নয়।

হয়তো পুরো ম্যাচের সবচেয়ে বড় শিক্ষাই লুকিয়ে আছে এই কথার মধ্যেই।

শীর্ষ পর্যায়ের ফুটবলে শুধু দীর্ঘ সময় আধিপত্য বিস্তার করাই যথেষ্ট নয়। গুরুত্বপূর্ণ হলো কঠিন মুহূর্তগুলো সামলে নেওয়া এবং সুযোগ এলেই সেটিকে কাজে লাগানো। বলের দখল, ম্যাচের গতি কিংবা আক্রমণের ধার সবকিছুতেই এগিয়ে ছিল সেনেগাল। বারবার বেলজিয়ামের রক্ষণকে সমস্যায় ফেলেছে তারা। কিন্তু বড় টুর্নামেন্টে শেষ পর্যন্ত জেতে সেই দল, যারা প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও ভেঙে পড়ে না।

সেই কাজটিই করেছে বেলজিয়াম। কোচ রুডি গার্সিয়া সাহসী সিদ্ধান্ত নিয়ে রোমেলু লুকাকুকে মাঠে নামান এবং আক্রমণভাগের কৌশল বদলে দেন। সেই পরিবর্তনই ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। বেলজিয়ামের প্রেসিং আরও তীব্র হয়, আত্মবিশ্বাস ফিরে আসে, আর যখন বিদায় প্রায় নিশ্চিত মনে হচ্ছিল, তখন অভিজ্ঞ ফুটবলাররাই খুঁজে বের করেন ফিরে আসার পথ। অতিরিক্ত সময়ের লড়াই নিয়ে দারুণ অর্থবহ ছিল গার্সিয়ার মন্তব্যও, এটা যেন দুই বক্সারের লড়াই। আমরা শুধু লড়াই করেই গেছি। শেষ পর্যন্ত সেই অদম্য লড়াইয়ের মানসিকতাই জয় এনে দেয় বেলজিয়ামকে।

অন্যদিকে এই হার দীর্ঘদিন তাড়া করবে সেনেগালকে। ডিফেন্ডার ক্রেপিন দিয়াত্তা বলেন, তারা চেয়েছিলেন সেনেগালের ফুটবল ইতিহাসে "সুন্দর কিছু অধ্যায়" লিখতে। কিন্তু তার বদলে তারা বিশ্বকাপ ছাড়ছেন একরাশ আক্ষেপ নিয়ে, যে স্বপ্নটি হাতের নাগালে এসেও ধরা দিল না।

হয়তো এটাই ফুটবলের সবচেয়ে বড় নিষ্ঠুরতা।

এই খেলা সব সময় সেরা দলকে পুরস্কৃত করে না। পরিশ্রম, উচ্চাকাঙ্ক্ষা কিংবা ১২০ মিনিটের ভালো পারফরম্যান্সও সব সময় জয় নিশ্চিত করে না। কখনো কখনো জয়ী হয় সেই দল, যারা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বিশ্বাস ধরে রাখে এবং প্রতিপক্ষের এক মুহূর্তের দ্বিধার সুযোগ কাজে লাগাতে পারে। উৎসব থেকে মাত্র পাঁচ মিনিট দূরে ছিল সেনেগাল। আর বিদায় থেকে পাঁচ মিনিট দূরে ছিল বেলজিয়াম। কিন্তু শেষ বাঁশি বাজার পর গল্পটা হয়ে গেল সম্পূর্ণ উল্টো।

জাতিসংঘ সদর দপ্তরের বাইরে গায়ে

৫ পৃষ্ঠার পর

সম্পর্কে পুলিশ কোনো তথ্য দেয়নি।

এক বিবৃতিতে জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসের মুখপাত্র এএফপিকে বলেন, 'এই মর্মান্তিক ও ভয়াবহ ঘটনায় আমরা গভীরভাবে শোকাহত এবং মৃত ব্যক্তির পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি।'

যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি সংবাদমাধ্যম ও তিব্বতপন্থী এক কর্মী দাবি করেছেন, নিহত ব্যক্তি তিব্বতের পক্ষে আন্দোলন করতেন। তবে তদন্তকারীরা এ দাবি নিশ্চিত করেননি।

ইন্টারন্যাশনাল ক্যাম্পেইন ফর তিব্বতের সভাপতি তেনচো গিয়াতসো নিহত ব্যক্তির নাম লোবগা রাংজেন বলে জানিয়েছেন।

এএফপিকে দেওয়া এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, 'লোবগা তিব্বতের জন্য এক নিরলস কর্মী ছিলেন। তিব্বতে মানবাধিকার সংকট সম্পর্কে শান্তিপূর্ণভাবে সচেতনতা তৈরিতে তিনি নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন।'

গিয়াতসোর ভাষ্য অনুযায়ী, রাংজেন চীনের নতুন 'জাতিগত ঐক্য ও অগ্রগতি উন্নয়ন আইন'-এর সমালোচনা করতেন। বেইজিং বলছে, আইনটির উদ্দেশ্য বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে একটি অভিন্ন জাতীয় পরিচয় গড়ে তোলা।

তবে বিদেশে অবস্থানরত অধিকারকর্মীদের দাবি, এ আইন উইঘুর ও তিব্বতিদের মতো জাতিগত সংখ্যালঘুদের অধিকার আরও খর্ব করবে। চীনের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরেই এসব জনগোষ্ঠীর ওপর নিপীড়নের অভিযোগ রয়েছে।

এ বিষয়ে মন্তব্যের জন্য জাতিসংঘের কাছে পাঠানো অনুরোধের জবাব পাওয়া যায়নি।

চীন ১৯৫০ সালে তিব্বতে সেনা পাঠায়। বেইজিং তিব্বতকে চীনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বর্ণনা করে।

১৯৫৯ সালে চীনা বাহিনী তিব্বতের বিদ্রোহ দমন করার পর রাজধানী লাসা ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নেন ৯০ বছর বয়সী তিব্বতি আধ্যাত্মিক নেতা দালাই লামা।

দালাই লামার দীর্ঘদিনের 'মিডল ওয়ে' নীতিতে অহিংসা, সংলাপ ও পারস্পরিক স্বার্থের ভিত্তিতে চীন-তিব্বত বিরোধের সমাধান এবং তিব্বতের স্বায়ত্তশাসনের দাবি জানানো হয়েছে।

যুক্তরাজ্যে আশ্রয় পেতে চাইলে দিতে

৫ পৃষ্ঠার পর

দিয়ে জানিয়েছেন, বর্তমানে আশ্রয়প্রার্থীদের আবাসন ও সহায়তার পেছনে সরকারের বছরে প্রায় ৪০০ কোটি পাউন্ড ব্যয় হচ্ছে। তিনি বলেন, আশ্রয় পাওয়া যেমন একটি অধিকার, তেমনি এটি একটি দায়িত্বও। মানুষ যখন আয় করতে সক্ষম হবে, তখন ব্রিটিশ জনগণের উদারতার প্রতিদান হিসেবে তাদের কাছ থেকে সরকার এই আর্থিক অবদান প্রত্যাশা করে।

তবে অভিবাসন বিষয়ক বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, সরকারের এই উদ্যোগ আর্থিকভাবে খুব একটা ফলপ্রসূ হবে না।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইগ্রেশন অবজারভেটরির পরিচালক ম্যাডেলিন সাম্পশন জানান, তথ্য-উপাত্ত অনুযায়ী পাঁচ বছর আগে শরণার্থী মর্যাদা পাওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে মাত্র ১৩ শতাংশের বার্ষিক আয় ২০ হাজার পাউন্ড বা তার বেশি। তাই খুব অল্পসংখ্যক মানুষই এই অর্থ পরিশোধের মতো আয়ের স্তরে পৌঁছাতে পারবেন।

উল্টো এই নিয়মের কারণে অনেকেই সরকারি আশ্রয়কেন্দ্রে না থেকে বিকল্প বাসস্থানের পথ খুঁজতে পারেন এবং বেশি কর দেওয়ার ভয়ে বৈধভাবে কাজ করার প্রতি নিরুৎসাহিত হতে পারেন। হোম অফিস জানিয়েছে, আয়সীমাসহ বিস্তারিত বিষয়গুলো দ্বিতীয় পর্যায়ের বিধিমালায় চূড়ান্ত করা হবে।

প্রস্তাবিত এই অভিবাসন বিলে শুধু অর্থ পরিশোধের নিয়মই নয়, বরং অভিবাসন নিয়ন্ত্রণের আরও কিছু কঠোর পদক্ষেপ যুক্ত করা হয়েছে। ইউরোপীয় মানবাধিকার সনদের অনুচ্ছেদ ৮-এর প্রয়োগ, অভিবাসীদের বয়স নির্ধারণ প্রক্রিয়া আরও কঠোর করা এবং 'আধুনিক দাসত্ব' বা মডার্ন স্লেভারি-সংক্রান্ত আইনি কাঠামো সংশোধনের পরিকল্পনাও এই বিলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সব মিলিয়ে যুক্তরাজ্যের অভিবাসন নীতি যে আগামীতে নজিরবিহীন কঠোর হতে যাচ্ছে, তা এই নতুন বিল থেকেই স্পষ্ট।

মেয়র মামদানির নেতৃত্বে নিউ ইয়র্ক

৬৬ পৃষ্ঠার পর

স্বাস্থ্য সংকট মোকাবিলা, বন্দুক-সহিংসতা ও হেইট ক্রাইম বা বিদ্বেষপ্রসূত অপরাধ প্রতিরোধ এবং ভুক্তভোগীদের সহায়তার মতো বিষয়গুলোকে একত্রিত করেছেন ও এগুলোতে বিনিয়োগ করেছেন। তাঁর প্রশাসন কমিউনিটি-ভিত্তিক সমাধানের ওপরও বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। মেয়র মামদানি এবং তাঁর প্রশাসনের কল্যাণে নিউ ইয়র্ক সিটি আজ আরও নিরাপদ ও শক্তিশালী।

বাংলাদেশে এসেছে রেকর্ড ৩৫.৫

৫ পৃষ্ঠার পর

এ তথ্য জানিয়েছে। আগের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের ৩০ দশমিক ৩ বিলিয়ন ডলারের তুলনায় রেমিট্যান্স প্রবাহ ১৭ দশমিক ৩০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক জানিয়েছে, ছুটির কারণে ১১টি ব্যাংকের তথ্য না আসায় ২০২৫-২৬ অর্থবছরের রেমিট্যান্সের তথ্য সাময়িক হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। সাময়িক তথ্য অনুযায়ী, রপ্তানি কিছুটা কমে যাওয়ার পরও রেকর্ড প্রবাসী আয়ের কারণে এ অর্থবছরে দেশের বৈদেশিক লেনদেন গতিশীল ছিল। তবে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে রেমিট্যান্সের প্রবৃদ্ধি আগের বছরের তুলায় ২৭ শতাংশ বেশি ছিল।

ফ্রান্সকে থামাতে পারে কেবল

১৮ পৃষ্ঠার পর

করে টুর্নামেন্টে এখন পর্যন্ত নিজের মোট গোলসংখ্যা ছয়ে নিয়ে গেছেন, যা তার অসাধারণ ফিনিশিং ক্ষমতারই প্রমাণ দেয়। দলের হয়ে অন্য গোলটি আসে তরুণ উইঙ্গার ব্র্যাডলি বারকোলার পা থেকে।

সুইডেনের বিপক্ষে এই দাপুটে জয়ের আগেও ফরাসিরা প্রতিপক্ষ দলগুলোকে প্রায় নিজেদের ইচ্ছামতোই গুঁড়িয়ে দিয়েছে। গ্রুপ পর্বে তারা নিজেদের প্রথম ম্যাচে সেনেগালকে ৩-১ ব্যবধানে হারানোর পর ইরাককে ৩-০ ও নরওয়েকে ৪-১ গোলের বিশাল ব্যবধানে পরাজিত করে নকআউট পর্বের টিকিট নিশ্চিত করেছিল। তাদের এমন আক্রমণাত্মক ফুটবলের সামনে এখন পর্যন্ত প্রতিপক্ষের কোনো রক্ষণভাগই টিকতে পারেনি।

এই সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে নেভিলের মতে, বর্তমান প্রেক্ষাপটে ফ্রান্সের সঙ্গে সমানে সমান প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মতো অবস্থায় রয়েছে কেবল আর্জেন্টিনা। ফরাসিদের মতো বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরাও গ্রুপ পর্বে নিজেদের তিন ম্যাচের সবকটিতে দাপটের সঙ্গে জয় তুলে নিয়ে অনায়াসেই পরের রাউন্ডে পা রেখেছে এবং শেষ বত্রিশের লড়াইয়ে আগামী শনিবার ভোরে তাদের প্রতিপক্ষ কেপ ভার্দে।

ইংল্যান্ড জাতীয় দলের সাবেক এই রক্ষণভাগের খেলোয়াড় মনে করেন, একমাত্র লিওনেল মেসিরাই পারেন ফ্রান্সের এই অদম্য যাত্রায় লাগাম টানতে। টুর্নামেন্টের অন্যান্য বড় দলগুলোর খেলা পর্যবেক্ষণ করে ফ্রান্স বা আর্জেন্টিনার মতো একই কাতারে রাখার মতো আহামরি কোনো পারফরম্যান্স তিনি এখনও দেখতে পাননি।

আইটিভির এক অনুষ্ঠানে নেভিল বলেন,ও মানসিকতার কারণে এই মুহূর্তে আমি কেবল আর্জেন্টিনাকেই ফ্রান্সকে থামাতে দেখতে পাচ্ছি। এর কারণ তাদের আগ্রাসী মনোভাব, ভয়ংকর রূপ ও অভিজ্ঞতা।

তিনি যোগ করেন,ও আমার মনে হয়, এই মুহূর্তে কেবল তাদের (আর্জেন্টিনা) মাঝেই এমন একতাবদ্ধতা রয়েছে, যা ফ্রান্সের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারে। দেখুন, অন্য কোনো দলের উত্থান ঘটতেও পারে। ইংল্যান্ড, স্পেন, পর্তুগাল- আমরা হয়তো তাদের উন্নতি দেখতে পারি। চলুন সেই আশাই করি। শেষ ষোলোর লড়াইয়ে ফ্রান্সের পরবর্তী প্রতিপক্ষ এখন প্যারাগুয়ে। লাতিন আমেরিকার এই দলটি গত সোমবার রাতে টাইব্রেকারে জার্মানিকে বিশ্বকাপ থেকে বিদায় করে দিয়ে বড়সড় চমক দেখিয়েছে।

তবে অপ্রতিরোধ্য ফরাসিদের বিপক্ষে মাঠে নামার সময় তারা যে পরিষ্কারভাবেই পিছিয়ে থেকে ম্যাচ শুরু করবে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

যুক্তরাষ্ট্রের ২৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে

৮ পৃষ্ঠার পর

দুর্ভিক্ষের সময় আয়ারল্যান্ড থেকে আসা মানুষ, চীনা নাবিক, এলিস আইল্যান্ড হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করা লাখো অভিবাসী, নির্যাতন থেকে পালিয়ে আসা ইহুদি জনগোষ্ঠী, দারিদ্র্য থেকে বাঁচতে আসা ইতালীয় এবং উন্নত জীবনের আশায় আসা সিরীয়দের।

তার ভাষায়, ফেডারেল সরকারের নানা নিষেধাজ্ঞা ও বাধা সত্ত্বেও অভিবাসীরা নিউইয়র্কে নিজেদের ঘর গড়েছেন এবং এই শহরকে আজকের অবস্থানে নিয়ে এসেছেন।চ

সম্প্রতি জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব (ইরৎঃযৎরমযঃ ঈরঃরুবহংযরঢ়) বাতিলের ট্রাম্প প্রশাসনের উদ্যোগে স্থগিতাদেশ দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট রায় দেয় যে, দেশটির মাটিতে জন্ম নেওয়া প্রায় সব শিশুই মার্কিন নাগরিক হিসেবে বিবেচিত হবে। সেই প্রেক্ষাপট উল্লেখ করে মামদানি বলেন, জীবন, স্বাধীনতা ও সুখ অন্বেষণের অধিকার প্রতিটি প্রজন্মের মানুষের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য এবং এই আদর্শ এখনও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

উগান্ডায় জন্ম নেওয়া মামদানি সাত বছর বয়সে পরিবারের সঙ্গে নিউইয়র্কে আসেন। পরে ২০১৮ সালে তিনি মার্কিন নাগরিকত্ব লাভ করেন। ভাষণে তিনি বলেন, ১৭৭৬ সালে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার সংগ্রামে নিউইয়র্ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। সেই ঐতিহ্য আজও বহন করছে শহরটি। তিনি আরও বলেন, নতুন অভিবাসীরা যখন প্রথম নিউইয়র্কে আসতেন, তখন তারা স্বাধীনতার প্রতীক স্ট্যাচু অব লিবার্টি এবং সুযোগের এক নতুন দেশকে দেখতেন।

সদ্য নাগরিকত্ব পাওয়া ব্যক্তিদের উদ্দেশে মামদানি বলেন, ‟আপনাদের প্রত্যেকের হাতে একটি বিশেষ ক্ষমতা রয়েছে। আপনারাই ঠিক করবেন, আমেরিকা বলতে কী বোঝায়।চ

তবে বক্তব্যের একপর্যায়ে তিনি বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবতারও সমালোচনা করেন। নাম উল্লেখ না করলেও তিনি বলেন, কিছু প্রভাবশালী গোষ্ঠী এমন একটি আমেরিকার ধারণা প্রতিষ্ঠা করতে চায়, যেখানে কেবল নির্বাচিত কিছু মানুষেরই স্বাধীনতা থাকবে।

তার ভাষায়, ‟তাদের কাছে আমেরিকা ততই ছোট হয়ে যায়, যত বেশি মানুষকে স্বাগত জানায়। তারা মনে করে, এই দেশ শুধু নির্দিষ্ট উচ্চারণ, নির্দিষ্ট বর্ণ বা নির্দিষ্ট পরিচয়ের মানুষের জন্য।

মামদানি আরও বলেন, মানুষের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করে রাজনৈতিক সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা নতুন কিছু নয়। তিনি নাগরিকদের বিভেদের রাজনীতি থেকে দূরে থাকার আহ্বান জানান।দেশপ্রেম প্রসঙ্গে নিউইয়র্কের মেয়র বলেন, প্রকৃত দেশপ্রেম মানে দেশের ত্রুটি অস্বীকার করা নয়। বরং অন্যায়ের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ, ন্যায়বিচারের দাবি এবং দেশের উন্নতির জন্য কাজ করাই প্রকৃত দেশপ্রেমের পরিচয়। এদিকে একই দিনে যুক্তরাষ্ট্রের ২৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে সাউথ ডাকোটার মাউন্ট রাশমোরে ভাষণ দেওয়ার কথা রয়েছে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের। হোয়াইট হাউস জানিয়েছে, সেখানে আতশবাজি, সামরিক ব্যান্ড, বিমান প্রদর্শনী এবং সশস্ত্র বাহিনীর ছয়টি শাখাকে সম্মান জানিয়ে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, একই জাতীয় দিবসে ট্রাম্প ও মামদানির বক্তব্য যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন, নাগরিকত্ব এবং জাতীয় পরিচয় নিয়ে চলমান রাজনৈতিক বিতর্ককে আরও স্পষ্টভাবে সামনে নিয়ে এসেছে।

চীন-বাংলাদেশ সম্পর্কের অগ্রগতি

৫ পৃষ্ঠার পর

করিডর (বিএমসিইসি) এবং তিস্তা নদীর সমন্বিত ব্যবস্থাপনা ও পুনরুদ্ধার প্রকল্পে বেইজিংয়ের সম্পৃক্ততা।

সাম্প্রতিক চীন সফরের সময় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের কাছে এই করিডর প্রকল্পের প্রস্তাব দেয় চীন।

গত বৃহস্পতিবার এক সংবাদ ব্রিফিংয়ে বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন বলেন, 'এক দশকেরও বেশি আগে চীন এই করিডরের প্রস্তাব দিয়েছিল। তখন এতে ভারতকেও অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনায় ছিল। তবে ভারত এ বিষয়ে কোনো প্রতিক্রিয়া জানায়নি।'

এখনো এই প্রকল্পে ভারতসহ অন্যান্য দেশের অংশগ্রহণের সুযোগ উন্মুক্ত রয়েছে বলেও জানান ইয়াও ওয়েন।

এছাড়া, তিস্তা প্রকল্পে বাংলাদেশি বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে যৌথভাবে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনায় অংশ নিয়ে বাংলাদেশকে সহায়তা করতে সম্মত হয়েছে চীন। দেশটির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এই প্রকল্প কোনো তৃতীয় দেশকে লক্ষ্য করে নয়।

২০১১ সালে সব প্রস্তুতি সম্পন্ন হলেও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের বিরোধিতার কারণে তিস্তার পানি বণ্টন চুক্তি সই হয়নি। এরপরই বাংলাদেশ এ প্রকল্পে চীনের সহযোগিতা চায়।

রণধীর জয়সওয়াল বলেন, 'এ বিষয়ে ভারতের অবস্থান আনুষ্ঠানিকভাবে ঢাকাকে জানানো হয়েছে।'

তবে তিস্তা প্রকল্পের বিষয়ে ভারতের অবস্থান কী, তা তিনি স্পষ্ট করেননি। তিনি জানান, নয়াদিল্লি প্রতিবেশী অঞ্চলের সব ধরনের অগ্রগতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী যথাযথ প্রতিক্রিয়া জানাবে।

'বাংলাদেশে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ভারতের উন্নয়ন অংশীদারত্ব পারস্পরিকভাবে সম্মত রোডম্যাপের ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়। এগুলো নিয়মিতভাবে পর্যালোচনাও করা হয়,' বলেন রণধীর। তিনি আরও জানান, বৃহত্তর আঞ্চলিক নীতি ও দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত স্বার্থের আলোকে বাংলাদেশ-সংক্রান্ত সব অগ্রগতি মূল্যায়ন অব্যাহত রাখবে ভারত।

আড়াই শতাব্দীর মহাকাব্য, যুক্তরাষ্ট্রের

৮ পৃষ্ঠার পর

বেশি আতশবাজি। যেটি হতে যাচ্ছে ইতিহাসের বৃহত্তম আতশবাজির প্রদর্শনী। সবচেয়ে বড় চমকটি অপেক্ষা করছে টাইমস স্কয়ারে। শীতের রাতের চিরচেনা 'বল ড্রপ' ঐতিহ্য ভেঙে এই প্রথমবারের মতো জুলাইয়ের তপ্ত রাতে নামানো হচ্ছে সেই আইকনিক ক্রিস্টাল বল। আটটি ভিন্ন টাইম জোনকে ছুঁয়ে যেতে আটবার নামবে এই বল, যার কেন্দ্রে রয়েছে 'গিভিং ফোর্থ' উদ্যোগের মাধ্যমে এই দিনটিকে জাতীয় সেবামূলক দিন হিসেবে গড়ে তোলার এক মানবিক আহ্বান।

রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসির ন্যাশনাল মলে বসেছে 'গ্রেট আমেরিকান স্টেট ফেয়ার', যেখানে ৫০টি অঙ্গরাজ্যের সংস্কৃতি, খাবার ও ঐতিহ্যের এক মহামিলন ঘটেছে। এর ঠিক পাশেই ইউএস ক্যাপিটালের পশ্চিম লনে ঐতিহ্যবাহী 'এ ক্যাপিটল ফোর্থ' কনসার্টটি এবার ৪ জুলাইয়ের পরিবর্তে একদিন আগেই, অর্থাৎ ৩ জুলাই অনুষ্ঠিত হয়েছে। আলফোনসো রিবেরিওর সঞ্চালনায় সেখানে পারফর্ম করেছেন প্যাটি লাবেলে, শিকাগো এবং ট্রেস অ্যাডকিন্সের মতো কিংবদন্তি শিল্পীরা। তবে এই বিপুল আয়োজনের মাঝেও রয়েছে ভ্রূকুটি। রাজধানী যখন ১০০ ডিগ্রি ফারেনহাইটের তীব্র দাবদাহে পুড়ছে এবং জারি করা হয়েছে 'হিট অ্যালার্ট', ঠিক তখন রাজনৈতিক বিভাজনের কারণে বেশ কয়েকজন শিল্পীর অনুষ্ঠান বয়কটের ঘটনা উৎসবের রঙ কিছুটা হলেও মলিন করেছে।

এরপরও সব প্রতিকূলতা আর বিতর্কের ঊর্ধ্বে উঠে ২০২৬ সালের এই স্বাধীনতা দিবস আমেরিকানদের কাছে একতার প্রতীক। ২৫০ বছরের দীর্ঘ পথচলা কেবল একটি জাতির টিকে থাকার গল্প নয়, বরং বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্যের এক রঙিন দর্পণ। আজকের দিনটি আগামী শতাব্দীর জন্য এক নতুন সংকল্পের সূচনা, যেখানে ১৭৭৬- এর গৌরব আর ভবিষ্যতের সম্ভাবনা মিলেমিশে একাকার হয়ে ইতিহাসের পাতায় অমলিন হয়ে থ াকবে।

বাংলাদেশের সরকারি প্রতিষ্ঠান

৫ পৃষ্ঠার পর

অ্যান্ড অ্যাকাউন্টেবিলিটি শীর্ষক এই প্রকল্পটি সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা, অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণ, কেনাকাটা, ডেটা সিস্টেম এবং নিরীক্ষা বা অডিট ব্যবস্থার সংস্কারে সহায়তা করবে।

২০২৫ সালের ১২ জুন অনুমোদিত এই প্রকল্পের আওতায় সরকারের পাঁচটি প্রধান প্রতিষ্ঠানের আধুনিকায়ন করা হবে। প্রতিষ্ঠানগুলো হলো- বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর), পরিকল্পনা বিভাগ, বাংলাদেশ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অথরিটি (বিপিপিএ) এবং কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেলের কার্যালয় (ওসিএজি)।

বিশ্বব্যাংকের মতে, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বজায় রাখা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনে শক্তিশালী সরকারি প্রতিষ্ঠান অপরিহার্য। প্রকল্পটির মাধ্যমে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোকে (বিবিএস) একটি সমন্বিত জাতীয় তথ্য ইকোসিস্টেম তৈরি করতে সহায়তা করা হবে, যাতে তথ্য-প্রমাণ ভিত্তিক নীতি প্রণয়নের জন্য উচ্চমানের ডেটা উৎপাদন ও ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) জন্য এই উদ্যোগটি অটোমেশন, ই-ইনভয়েসিং এবং সমন্বিত ডিজিটাল সিস্টেমের মাধ্যমে কর প্রশাসনকে আধুনিকীকরণের ওপর গুরুত্ব দেবে, যা কর পরিপালন বৃদ্ধি এবং অভ্যন্তরীণ রাজস্ব সংগ্রহকে ত্বরান্বিত করবে।

পরিকল্পনা বিভাগকে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা চালিত বিশ্লেষণ এবং রিয়েল-টাইম মনিটরিং সরঞ্জামের মাধ্যমে সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করতে সহায়তা দেওয়া হবে।

নিউ ইয়র্কের ব্রঙ্কসে “গোল্ডেন এজ বাংলা মেলা’ অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক: গত ২৮ জুন (রোববার) ব্রঙ্কসের বাংলা বাজার এলাকায় পার্ডি স্ট্রীটে (মেট্রোপলিটান অ্যাভিনিউ ও সেন্ট রেমন্ড এভিনিউয়ের মাঝে) এই মেলার আয়োজন করা হয়। মেলার শুভ উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ও গোল্ডেন এজ হোম কেয়ারের সিইও শাহ নেওয়াজ।

পথমেলায় শাহ নেওয়াজ তার বক্তব্যে বলেন, এসব মেলার মাধ্যমে মেন দেশীয় শিল্প-সংস্কৃতি প্রবাসে তুলে ধরা আমাদেও দায়িত্ব, তেমনী মানুণের সেবা করাও আমাদের দায়িত্ব। হোমকেয়ার সার্ভিস সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শাহ নেওয়াজ গ্রুপ মানুষের সেবা দিয়ে আসছে।

উদ্বোধনী মঞ্চে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, গোল্ডেন এজ হোম কেয়ারের ভাইস প্রেসিডেন্ট রানু নেওয়াজ, ব্রঙ্কস কমিউনিটি বোর্ড নাইনের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ এন মজুমদার, এনওয়াইপিডি লেফটেন্যান্ট বিলাল উদ্দিন, অবসরপ্রাপ্ত ডিটেকটিভ মাসুদ রহমান, আহাদ আলী সিপিএ, রিয়েলটর সালেহ উদ্দিন, ব্রোকার আকিব হোসেন, এডভোকেট রেজওয়ানা সেতু প্রমুখ ।

চট্টগ্রামে নিউ ইয়র্কের ছড়াটে-র জমজমাট ছড়া সন্ধ্যা

পরিচয় ডেস্ক: ছড়া শব্দ নয়, ছড়ার প্রতিটি শব্দ রক্ত কণা, মানুষের অন্তরে টগবগ করবে্র এমন প্রত্যয়ী উচ্চারণে জমজমাট ছড়ার অনুষ্ঠান হয়ে গেল গত ১৯ জুন শুক্রবার সন্ধ্যায় থিয়েটার ইনস্টিটিউট চট্টগ্রামের (টিআইসি) গ্যালারি মিলনায়তনে। শামস চৌধুরী রুশো সম্পাদিত ছড়াটের সম্মিলন ও পাঠ উন্মোচন উপলক্ষে খড়িমাটি এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, ছড়া কেবল বিনোদনের বিষয় নয়; এটি সমাজসচেতনতা ও মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করার একটি শক্তিশালী মাধ্যম। তাঁরা আরও বলেন, ছড়ার প্রাণ হলো ছন্দ। অন্ত্যমিল ও গঠনগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে

সুস্পষ্ট ধারণা ছাড়া প্রকৃত ছড়া রচনা সম্ভব নয়। আলোচনায় অংশ নেন ছড়াকার ও নাট্যজন সনজীব বড়ুয়া, কবি ও সাংবাদিক ওমর কায়সার, ছড়াকার উৎপল কান্তি বড়ুয়া, শিশুসাহিত্যিক জসিম মেহবুব এবং ছড়াকার মিজানুর রহমান শামীম। অনুষ্ঠানের শুরুতে ‘ছড়াটে’-এর সর্বশেষ সংখ্যার পাঠ উন্মোচন করা হয় হয়। এই আয়োজনে আলেক্স আলীম, বাসুদেব খাস্তগীর, মাহবুবা চৌধুরী, মুকুল চৌধুরী, রুনা তাসমিনা, সুবর্ণা দাশ মুনমুনসহ ২৫ জন ছড়াকার স্বরচিত ছড়া পাঠ করেন। পুরো অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন কবি মনিরুল মনির।

আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলা ও মহীশূরের ভূমিকা

৮ পৃষ্ঠার পর

মূলত একটি রাজ্য-পৃষ্ঠপোষকতায় চালিত বেসরকারি যুদ্ধজাহাজ। পেনসিলভানিয়ার বণিকদের সুরক্ষায় এবং ব্রিটিশ ব্লকেড ভাঙার জন্য জাহাজটি নিয়োজিত ছিল। এর কামান সংখ্যা ছিল ১৬টি। এর কমান্ডিং অফিসার ছিলেন মার্কিন নৌবাহিনীর অন্যতম কিংবদন্তি ক্যাপ্টেন জশুয়া বার্নি।

১৭৮২ সালের ৮ এপ্রিল, দেলাওয়ার উপসাগরের মোহনায় মার্কিন জাহাজ 'হায়দর আলি'র সাথে ব্রিটিশ রয়্যাল নেভির যুদ্ধজাহাজ ‘এইচএমএস জেনারেল মঙ্ক’ (যার কামান সংখ্যা ছিল ২০টি) এর মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।

ক্যাপ্টেন জশুয়া বার্নি অত্যন্ত চতুরতার সাথে একটি ভুল সিগন্যাল বা নির্দেশ মুখে উচ্চারণ করেন, যা ব্রিটিশ ক্যাপ্টেন শুনে বিভ্রান্ত হন। কিন্তু বার্নির নাবিকরা আগে থেকেই আসল পরিকল্পনা জানত। এই বিভ্রান্তির সুযোগ নিয়ে 'হায়দর আলি' ব্রিটিশ জাহাজটিকে ধাক্কা দেয়। ফলে তাদের কামানগুলো অকেজো হয়ে পড়ে। মাত্র আধ ঘণ্টার অত্যন্ত তীব্র ও রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের পর, ব্রিটিশ জাহাজ "এইচএমএস জেনারেল মঙ্ক মার্কিন জাহাজ 'হায়দর আলি'র কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়।

এই জয়টিকে আমেরিকান স্বাধীনতা যুদ্ধের অন্যতম সেরা এবং নিখুঁত নৌ-কৌশলগত বিজয় হিসেবে গণ্য করা হয়। পরবর্তীতে 'এইচএমএস জেনারেল মঙ্ক' জাহাজটির নাম বদলে 'জেনারেল ওয়াশিংটন' রাখা হয়েছিল।

আমেরিকার মাটিতে ভারতীয়দের ক্ষীণ পদচিহ্ন

ব্রিটিশ সামুদ্রিক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে আঠারো শতকের শেষভাগে অল্পসংখ্যক ভারতীয় আমেরিকায় পৌঁছেছিলেন। নথিতে তারা “ইস্ট ইন্ডিয়ান” বা “লাস্কার” নামে পরিচিত। তাদের মধ্যে পিটার মেয়ার নামে এক নাবিক আমেরিকান জাহাজে কাজ করে ব্রিটিশ বাণিজ্যকে ব্যাহত করার কাজে অংশ নেন। পিটার মেয়ার নামটি ছিল পরিবর্তিত নাম।

এক জাতির স্বাধীনতা, আরেক জাতির পতন

ভারতের যুদ্ধক্ষেত্রে ব্রিটিশদের ব্যস্ততা আমেরিকার স্বাধীনতাকে সহজ করে তোলে। ১৭৮৩ সালের প্যারিস চুক্তিতে তা নিশ্চিত হয়। কিন্তু মহীশূরের জন্য এর ফল ছিল ভয়াবহ। আমেরিকার তেরো উপনিবেশ হারিয়ে ব্রিটেন পূর্বে তার সাম্রাজ্য বিস্তারে আরও উন্মত্ত হয়ে ওঠে। একের পর এক আক্রমণের পর ১৭৯৯ সালে সেরিঙ্গাপাটম পতন হয়। টিপু সুলতান যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেন। সিপাহী বিদ্রোহের পর তাঁর পরিবারবর্গকে মহিশূর থেকে কলিকাতা (বর্তমানের কোলকাতা)-য় নির্বাসিত করা হয়।

সমুদ্রের দুই প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা দুই জাতির ভাগ্য যেন একই ইতিহাসের দুই পৃষ্ঠা। একদিকে স্বাধীনতার উত্থান। অন্যদিকে সাম্রাজ্যের নির্মম ছায়ায় এক রাজ্যের পতন।

উদযাপনের মঞ্চে শুধুই ‘ট্রাম্প শো’

৮ পৃষ্ঠার পর

দিয়েছেন, চলতি মাসের শেষের দিকে ওয়াশিংটন ডিসির ন্যাশনাল মলে পরিকল্পিত ১৬ দিনব্যাপী ‘গ্রেট আমেরিকান স্টেট ফেয়ার’ নামের উদযাপনে যেন তাকেই মূল আকর্ষণ বা প্রধান চরিত্র হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। শিল্পীদের পরিবর্তে এই অনুষ্ঠানটি ট্রাম্পের ভাষায় একটি ‘বিশাল মেক আমেরিকা গ্রেট এগেন

র্যালি’তে পরিণত হবে কি না তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে এটি প্রমাণ করে যে, প্রেসিডেন্ট নিজেকে সরাসরি আমেরিকার স্বাধীনতা দিবসের উদযাপনে সম্পৃক্ত করছেন। ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকেই ট্রাম্প প্রায়ই বলে আসছেন, চার বছরের বিরতির কারণে তিনি এখন এমন এক ঐতিহাসিক সময়ে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করছেন যখন দেশটিতে বিশ্বকাপ ফুটবল, লস অ্যাঞ্জেলেসে ২০২৮ সালের গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক এবং আমেরিকার ২৫০তম স্বাধীনতা দিবসের মতো বড় বড় ঘটনা ঘটছে। দেশাত্মবোধে ভরপুর এই লাল-সাদা-নীল রঙের স্বাধীনতা দিবসের জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজনটির প্রতি প্রেসিডেন্টের বিশেষ আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। আমেরিকার এই ২৫০তম বার্ষিকী তদারকির জন্য এক দশক আগে মার্কিন কংগ্রেস একটি অফিশিয়াল কমিশন গঠন করলেও ট্রাম্প-সমর্থিত গোষ্ঠীগুলো নিজস্ব অর্থায়নে 'ফ্রিডম ২৫০' নামে একটি প্রতিদ্বন্দ্বী কমিটি গঠন করেছে। তাদের আয়োজনের তালিকায় রয়েছে ন্যাশনাল মলের স্টেট ফেয়ার, হোয়াইট হাউসের ভেতরে একটি ইউএফসি ফাইট বা মারামারি প্রতিযোগিতা, ওরাল্যান্ডোতে শারীরিক কসরত প্রতিযোগিতা, আগস্ট মাসে ওয়াশিংটনের রাস্তায় গ্র্যান্ড প্রিক্স রেস এবং আগামী ৪ জুলাই ইতিহাসের সবচেয়ে বড় আতশবাজি প্রদর্শনী।

ট্রাম্প প্রায়ই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে তৈরি নিজের ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শেয়ার করে এসবের প্রচারণা চালাচ্ছেন। স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের অংশ হিসেবে ওয়াশিংটন ডিসির সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্পেও হাত দিয়েছেন ট্রাম্প। লাফায়েত পার্কসহ শহরের এক ডজনেরও বেশি ফোয়ারা মেরামত করা হচ্ছে। লিংকন মেমোরিয়াল এবং ওয়াশিংটন মনুমেন্টের মাঝখানের বিখ্যাত রিফ্লেক্টিং পুলটির সংস্কার কাজ চলছে, যা নিয়ে অবশ্য সাধারণ মানুষের মিশ্র প্রতিক্রিয়া রয়েছে।

এছাড়া মেমোরিয়াল ব্রিজের কাছে চারটি ব্রোঞ্জের ঘোড়ার মূর্তিতে ২৩.৭৫ ক্যারেট সোনার প্রলেপ দেওয়া হচ্ছে এবং পোটোম্যাক নদীর ওপর একটি ২৫০ ফুট উঁচু তোরণ নির্মাণের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। পেশায় সাবেক রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী ট্রাম্প গত সপ্তাহের মন্ত্রিসভার বৈঠকে প্রায় ২০ মিনিট কেবল এই নির্মাণকাজ নিয়েই কথা বলেন এবং জানান, ওয়াশিংটন ডিসিকে এখন খুব সুন্দর দেখাচ্ছে।

শুধু সৌন্দর্যবর্ধনই নয়, ট্রাম্পের প্রশাসন এই ঐতিহাসিক উৎসবের সঙ্গে বর্তমান প্রেসিডেন্টকে সরাসরি জড়িয়ে ফেলার নানামুখী পদক্ষেপ নিচ্ছে। গত মার্চ মাসে মার্কিন ট্রেজারি বিভাগ ট্রাম্পের ছবি সংবলিত একটি স্মারক স্বর্ণমুদ্রার অনুমোদন দিয়েছে। এমনকি ট্রেজারি সেক্রেটারি স্কট বেসেন্ট নিশ্চিত করেছেন যে, ট্রাম্পের মুখচ্ছবি সংবলিত একটি বিশেষ ২৫০ ডলারের নোট তৈরির কাজ চলছে, যদিও জীবিত কোনো প্রেসিডেন্টের ছবি মুদ্রায় বা নোটে বসাতে কংগ্রেসের অনুমোদনের প্রয়োজন হয়।

ট্রাম্পের এসব পদক্ষেপের তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন দেশটির বিরোধী দল ডেমোক্র্যাটরা। প্রতিনিধি পরিষদের ডেমোক্রেটিক নেতা হাকিম জেফরিস সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্স-এ লিখেছেন, "নিজেকে নিয়ে মাতামাতি বন্ধ করুন। আগামী ৪ঠা জুলাইয়ের বার্ষিকী কোনো স্বঘোষিত রাজার জন্য নয়, এটি আমেরিকার পথচলাকে উদযাপনের দিন।" ডেমোক্র্যাটদের এই সমালোচনাকে ট্রাম্প প্রশাসন 'দেশপ্রেমহীনতা' বলে উড়িয়ে দিলেও, বিশ্লেষকরা মনে করছেন এই উদযাপনের কারণে পুরো জাতি এখন আরও বেশি বিভক্ত হয়ে পড়ছে। সূত্র: বিবিসি

বিশ্বকাপ ব্যর্থতার পর জার্মানির

১৮ পৃষ্ঠার পর

‘বিষয়টি এখন আর আমার হাতে নেই। তবে তারা (কর্তৃপক্ষ) চাইলে আমি দায়িত্ব চালিয়ে যেতে তৈরি আছি। যদি কেউ আমাকে না চায়, তাহলে সেটা সরাসরি আমাকে বলতে হবে।’

তিনি আরও বলেন, ‘আমি পালিয়ে যাওয়ার মানুষ নই। আমি কাজ করে যেতে চাই, তবে ফুটবলে সবসময় সব বিষয় নিজের নিয়ন্ত্রণে থাকে না। যদি ডিএফবি (জার্মান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন) চায়, তাহলে আমি আসন্ন ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়ন ও নেশন্স লিগে কাজ করতে প্রস্তুত।’

বিগত ৪০ বছরের মধ্যে বিশ্বকাপের নকআউট ম্যাচে ডাগআউটে দাঁড়ানো সর্বকনিষ্ঠ কোচ হিসেবে রেকর্ড গড়া নাগেলসমানের সঙ্গে ডিএফবির চুক্তি ছিল ২০২৮ সালের ইউরো পর্যন্ত। ২০২৩ সালে দায়িত্ব নেয়ার পর ঘরের মাঠে ইউরোতে দলকে কোয়ার্টার ফাইনালে তুলেছিলেন তিনি। তবে নিজের প্রথম বিশ্বকাপে সমর্থকদের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হন তিনি। নাগেলসমানের বিদায়ের পর এখন জার্মানির নতুন প্রধান কোচ কে হবেন, তা নিয়েই শুরু হয়েছে জোর আলোচনা। বিভিন্ন সূত্রের তথ্য অনুযায়ী, দায়িত্ব গ্রহণের দৌড়ে সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছেন জার্মানির সাবেক কোচ য়্যুর্গেন ক্লপ। জানা গেছে, জার্মান ফুটবল অ্যাসোসিয়শন খুব শিগগিরই ক্লপের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক যোগাযোগের উদ্যোগ নিতে পারে। এর আগে ক্লপ দীর্ঘ সময় ইংল্যান্ডের শীর্ষ পর্যায়ে কোচিং করিয়ে সফলতা অর্জন করেছেন। জাতীয় দলের দায়িত্ব নেয়ার সম্ভাবনা নিয়ে অতীতেও তার নাম আলোচনায় এলেও এবার পরিস্থিতি ভিন্ন বলে মনে করা হচ্ছে। বিশ্বকাপে ব্যর্থতার পর নতুন করে দল গঠনের লক্ষ্যে অভিজ্ঞ ও সফল একজন কোচের দিকেই ঝুঁকতে পারে ডিএফবি।

আনন্দ উচ্ছ্বাসে সম্পন্ন হলো রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন এর বার্ষিক বনভোজন ২০২৬

পরিচয় রিপোর্ট: বৃষ্টিস্নাত দিনেও প্রাণের মিলনমেলা, আন্তরিকতা এবং উৎসবমুখর পরিবেশে রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশনের এবারের বার্ষিক বনভোজন সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। নিউ জার্সি স্টেটের উইন্ডসর টাউনশীপ এর মার্সার কাউন্টি পার্কে দিনব্যাপী এই আয়োজনে রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশনের সদস্যবৃন্দ ও তাঁদের পরিবার-পরিজন, শুভানুধ্যায়ী এবং আমন্ত্রিত অতিথিদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে পুরো অনুষ্ঠান প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

বনভোজনে ছিল মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, শিশু ও বড়দের জন্য বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলা, রাফেল ড্র, পুরস্কার বিতরণ এবং সুস্বাদু খাবারের আয়োজন। অংশগ্রহণকারীদের হাসি-আনন্দ ও উচ্ছ্বাসে মুখর ছিল পুরো অনুষ্ঠানস্থল।

এবারের বনভোজনে সংগীত পরিবেশন করেন জনপ্রিয় শিল্পী রোকসানা মির্জা ।

বনভোজনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ সোসাইটি নিউ ইয়র্কের সাবেক প্রেসিডেন্ট ও বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এর চেয়ারম্যান বিশিষ্ট ব্যবসায়ি এম আজিজ, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গ্রেটার ওয়াশিংটন ডিসি এলাকার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও চাঁদপুর এর কৃতি সন্তান কবির পাটোয়ারী ও পারভীন পাটোয়ারী, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন ইনক্ এর উপদেষ্টা এবং বাংলাদেশ সোসাইটি নিউ ইয়র্কের সাবেক একমাত্র মহিলা প্রেসিডেন্ট নার্গিস আহমেদ, ডাঃ গোলাম মোস্তফা (কাঞ্চন), রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন এর স্থায়ী সদস্য- ফার্মাসিষ্ট রফিকুর রহমান, বীর মুক্তিযোদ্ধা মজিবুর রহমান মিয়া, এবারের বনভোজনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও সংগঠনের সাবেক সভাপতি হারুন ভুঁইয়া , মোস্তফা হোসেন মুকুল, বাবুল চৌধুরী, ফারুক হোসেন মজুমদার, মামুন মিয়াজী প্রমুখ । সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী মনিরুজ্জামান মজুমদার, বীর মুক্তিযোদ্ধা মনির হোসেন, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট ও ঢাকা জিলা এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট বিশিষ্ট ব্যবসায়ী দুলাল বেহদু, কবির রতন, তপন জামান, শীতাংশু গুহ, বাংলাদেশ সোসাইটি নিউ ইয়র্কের ভাইস প্রেসিডেন্ট কামরুজ্জামান কামরুল ও সাধারন সম্পাদক মোহাম্মদ আলী , বাংলাদেশ সোসাইটি নিউ ইয়র্ক এর নির্বাচন কমিশনার মিয়া মোঃ দুলাল, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী নূর আলী স্বপন প্রমুখ।

অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন- সাধারণ সম্পাদক সোহেল গাজী, সিনিয়র সহ-সভাপতি সাইফুল ইসলাম ও বনভোজন সদস্য সচিব আবু তাহের, রাফেল -ড্র পরিচালনা করেন আব্দুর রহিম ভুঁইয়। খেলাধুলা পরিচালনা করেন- নিয়াজ মোর্শেদ, নুরুল আমিন, মামুন মজুমদার, মোঃ ইকবাল হোসেন মানিক, শাহাদাত হোসেন ।

এবারের বনভোজনে সংগঠনের কর্মকাণ্ডে বিশেষ অবদানের জন্য চাঁদপুর এর কৃতি সন্তান কবির পাটোয়ারী ও পারভীন পাটোয়ারী, সংগঠনের সাবেক সভাপতি হারুন ভুঁইয়া , মোস্তাফা হোসেন মুকুল, বাবুল চৌধুরী, ফারুক হোসেন মজুমদার এবং মামুন মিয়াজী, বীর মুক্তিযোদ্ধা মনির হোসেনক, তপন জানানকে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয় । সংগঠনের সভাপতি বিপ্লব সাহা রাজুর সভাপতিত্বে এবং সিনিয়র সহ-সভাপতি সাইফুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক সোহেল গাজীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদানকালে প্রধান অতিথি কবির পাটোয়ারী ও পারভীন পাটোয়ারী রুপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশনের সকল কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত থাকার প্রত্যয় ব্যক্ত করে বলেন চাঁদপুর তাঁদের প্রাণের ভুমি, ভালোবাসার জায়গা। নার্গিস আহমেদ বলেন আমি চাঁদপুরেরই গর্বিত সন্তান। রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন এর কর্মকান্ডে সন্তোষ প্রকাশ ও আশাবাদ ব্যক্ত করে তিনি বলেন আগামী দিনগুলোতেও সংগঠনটি চাঁদপুরবাসীর কল্যাণে নিরলসভাবে তৎপর থাকবে । আরো শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ডাঃ গোলাম মোস্তফা (কাঞ্চন), রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন এর স্থায়ী সদস্য- ফার্মাসিষ্ট রফিকুর রহমান, অতিথি এস্টোরিয়া ডিজিটাল ট্রাভেলের সত্বাধিকারী নজরুল ইসলাম প্রমুখ।

সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বলেন, রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন শুধু একটি সামাজিক সংগঠন নয়; এটি প্রবাসে বসবাসরত চাঁদপুরবাসীর পারস্পরিক বন্ধন, সম্প্রীতি ও ভালোবাসার একটি শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম। এ ধরনের আয়োজন সদস্যদের মধ্যে সৌহার্দ্য বৃদ্ধি করার পাশাপাশি নতুন প্রজন্মের কাছে নিজেদের শিকড়, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য তুলে ধরতে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে।

সমাপনী বক্তব্যে রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন ইনক্ এর সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক, কার্যকরী কমিট ও আমন্ত্রিত অতিথি দের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। ভবিষ্যতেও প্রবাসী চাঁদপুরবাসীর ঐক্য, ভ্রাতৃত্ববোধ এবং সামাজিক সম্প্রীতি জোরদারে বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মানবকল্যাণমূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন।

ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে বনভোজন আয়োজনকে সফল করতে নিরলস পরিশ্রম করা কার্যকারী কমিটি ও আয়োজক কমিটি, স্বেচ্ছাসেবক, স্পন্সর, সদস্য এবং উপস্থিত সকল অতিথির প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। সবার সম্মিলিত সহযোগিতা ও অংশগ্রহণে এবারের বনভোজন স্মরণীয় এবং সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে।

“রাজকীয়” বিদায় অনুষ্ঠানে শেষ হলো লায়ন্স গভর্নর আসেফ বারীর ২০২৫-২০২৬ কার্যকাল

পরিচয় ডেস্ক: গত ২৭শে জুন নিউইয়র্কের অভিজাত ভেন্যু লিওনার্ডস পালাজ্জোতে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ২০২৫-২০২৬ কার্যবছরের বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত প্রথম লায়ন্স জেলা গভর্নর লায়ন আসেফ বারীর সফল কার্যবছর। বিকেল গড়িয়ে সান্ধ্যকালীন এই রাজকীয় আয়োজন রূপ নেয় এক ঐতিহাসিক মুহূর্তে। লায়ন্স ডিস্ট্রিক্ট ২০-আর ২ এর অন্তর্গত ৪৫টি লায়ন্স ক্লাবের প্রতিনিধিসহ ডিস্ট্রিক্ট এর প্রাক্তন জেলা গভর্নরগন, নিউইয়র্কের অন্যান্য লায়ন্স ডিস্ট্রিক্টের গভর্নরসহ নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশী কমিউনিটির গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের অন্যতম অতিথি হিসেবে নিউইয়র্কের সদ্য বিদায়ী সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামস এই রাজকীয় আয়োজনে যোগ দিয়ে অনুষ্ঠানের মাত্রাকে আরো উচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যায়। অনুষ্ঠান শুরুর পূর্বে অতিথিদের মাঝে বাহারী রকমের সান্ধ্যকালীন খাবার পরিবেশন করা হয়।

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় অনুষ্ঠানের মূল চমক আমেরিকা তথা বিশ্বের জনপ্রিয় প্রয়াত সঙ্গীত শিল্পী কিংবদন্তি পপ তারকা মাইকেল জ্যাকসনকে উৎসর্গ করে গভর্নর আসেফ বারী মাইকেল জ্যাকসন পোশাকে সেজে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হলে-হল ভর্তি অতিথিরা আনন্দে ফেটে পড়েন এবং মাইকেল জ্যাকসনের সর্বাধিক জনপ্রিয় গান “বিলি জিনচ এর ছন্দে আগত অতিথিরা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে আসেফ বারীর নাচের তালে তালে নিজেরাও একাট্ট হয়ে নাচে অংশ গ্রহন করেন। আর এই পুরো অনুষ্ঠানের পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন গভর্নর আসেফ বারীর সুযোগ্য “পার্টনার ইন সার্ভিসচ এবং মুনশাইন লায়ন্স ক্লাবের চার্টার্ড প্রেসিডেন্ট লায়ন মুনমুন হাসিনা বারী।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে লায়ইজমের প্রথানুসারে দুই দেশের জাতীয় সঙ্গীত, প্লেজ অব এলিজেন্স ও লায়ন টোস্টের মাধ্যমে মূল পর্ব শুরু হয়। অনুষ্ঠানের সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন বর্ষীয়ান লায়ন আহসান হাবীব। এই পর্বে লায়ন গভর্নর আসেফ বারী বিদায়ী ভাষণ উপস্থাপন করেন এবং এ সময় তাঁর পাশে ছিলেন সহধর্মীনি ও পার্টনার ইন সার্ভিস লায়ন মুনমুন হাসিনা বারী, বড় ছেলে লায়ন মুহিব বারী, একমাত্র কন্যা লায়ন সাবাহ বারী ও ছোট ছেলে লায়ন আদিব বারী।

আসেফ বারী তাঁর বিদায়ী ভাষণে একে একে লায়ন জেলা ২০-আর ২ এর কেবিনেট মেম্বার, প্রাক্তন গভর্নর এবং ২০২৫-২০২৬ কার্যবছরে তাঁর পাশে থেকে ডিস্ট্রিক্ট কে সফল ও পূর্ণ লায়ন্স ডিস্ট্রিক্টের মর্যাদা অর্জনের জন্য যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এ সময় গভর্নর বারী উল্লেখ করেন- পুরো একটি বছর তাঁর সহধর্মীনি এবং পার্টনার ইন সার্ভিস লায়ন মুনমুন বারী তাকে পাশে থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতা ও বুদ্ধি পরামর্শ দিয়ে বছরটিকে সফল করার জন্য তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

এ সময় মুনমুন বারী আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। পরিশেষে গভর্নর তাঁর কার্যকালীন সময়ে যদি কোন ভুল-ত্রুটি করে থাকেন তার দায়-দায়িত্ব তাঁর ঘাড়ে নিয়ে ভবিষ্যতে লায়ন্স ডিস্ট্রিক্টকে আরো গতিবান ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে তাঁর সহযোগিতার হাত প্রসারিত রাখার অঙ্গিকার রেখে বিদায়ী বক্তব্য শেষ করেন।

এরপর লায়ন্স জেলা ২০-আর ২ এর কাউন্সিল প্রেসিডেন্ট স্টিভ তাঁর বক্তব্যে জেলা গভর্নর আসেফ বারী ২০২৫-২০২৬ সালের কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং বক্তব্যে উল্লেখ করেন আসেফ বারী লায়ন জেলাকে একটি অনন্য উচ্চমাত্রায় নিয়ে গেছেন এবং লায়ন ডিস্ট্রিক্টে তিনি একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র এবং উদাহরণ হয়ে থাকবেন। অতঃপর একে একে বাংলাদেশী কমিউনিটির সম্মানিত অতিথিরা গভর্নর আসেফ বারীকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানের তৃতীয় পর্ব ছিল ঐতিহাসিক আকর্ষনীয় পর্ব, এই পর্বে গভর্নর আসেফ বারী রাজার বেশে হাতে তরবারী নিয়ে অনুষ্ঠান স্থলে উপস্থিত হলে আমন্ত্রিত দেশী-বিদেশী অতিথিরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠেন এবং চমকপ্রদ এই রাজসিক পোষাকে মনে হয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর কোন এক রাজা তাঁর রানীকে নিয়ে রাজদরবারে প্রবেশ করেছেন।

এ সময় সুদূর পাঞ্জাব থেকে আগত ঢোলী তাঁর হাতের জাদুকরি ঢোলীর বাদ্য বাজিয়ে সকলকে মাতোয়ারা করে তুলেছিল উপস্থিত সকলকে। ডিজে আলোকসজ্জায় এ ভাংড়া সঙ্গীতের তালে তালে পুরো ৩০ মিনিট জুড়ে অনুষ্ঠান স্থল হয়ে উঠেছিল এক নান্দনিক আবেশে। এ সময় অভ্যাগত অতিথিরা ছন্দের তালে তালে দারুন একটা সময় উপভোগ করেছেন।

পরিশেষে অনুষ্ঠানের কনভেনর প্রাক্তন গভর্নর লায়ন মেদাদিসী উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত হবার জন্য সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং পার্টনার ইন সার্ভিস লায়ন মুনমুন বারী আজকের এই অনুষ্ঠান সফল করার জন্য তাঁর টিম লায়ন আহসান হাবীব, লায়ন হাবিবুল বাহার ও লায়ন সাইফুল ইসলামকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠান শেষে সুস্বাদু বাহারি ডিনার অতিথিদের মাঝে পরিবেশন করা হয়।আর এভাবেই জেলা গভর্নর আসেফ বারীর একটি সফল লায়ন কার্যবছরের বিদায় অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

গভীর শোক ও শ্রদ্ধায় স্মরণ করা হলো প্রয়াত রানা দাসকে

পরিচয় ডেস্ক: অনেকদিনের নিউ ইয়র্ক সিটির বাসিন্দা সিলেটের বনেদী পরিবারের সন্তান শ্রী রানা দাস। স্ত্রী,১ পুত্র,১ কন্যাসহ থাকতেন নিউইয়র্কের ইস্ট এলমহার্ষ্টস্থ নিজ বাসায়। তিনি ছিলেন সদা হাস্যোজ্জ্বল,অসীম মানসিক শক্তির অধিকারী। দুবছরের বেশি সময় দুরারোগ্য ব্যধি কান্সারের সাথে সাহসিকতার সাথে লড়াই করে অবশেষে গত ২৭ জুন নিউ ইয়র্কের মেমোরিয়াল স্লোন ক্যাটারিং ক্যানসার সেন্টারে ৫৭ বছর বয়সে পরপারে চলে গেলেন রানা। তার চলে যাওয়ার খবরে স্বজনদের মাঝে নেমে আসে গভীর শোক।

গত ৩০ জুন মঙ্গলবার উডসাইডের গুলশান টেরেসে প্রথম সার্বজনীন আয়োজনে সম্পন্ন হলো তার স্মরণসভা। স্বজনদের গানে প্রাণে অশ্রুসিক্ত স্মৃতিচারণে শেষ হলো স্মরণ সভা। ধর্ম, বর্ণ, মত-সব বিভাজন ভুলে কমিউনিটির অসংখ্য স্বজন, ছুটে এসেছিলেন তাঁদের ভালোবাসার মানুষ রানাকে শেষবার এর মতো বিদায় জানাতে। এসেছিলেন বিদেশি প্রতিবেশী,সহকর্মী- অনেকেই। সংগীত, স্মৃতিচারণ আর স্বজন-সুধীজনের কান্নাভেজা কথ

ায় বারবার ফিরে এসেছে রানা। প্রতিটি উচ্চারণে ছিল ভালোবাসা, প্রতিটি বিরতিতে ছিল রানাকে হারানোর বেদনার দীর্ঘশ্বাস। ফুলে ফুলে ঢাকা কাসকেট-এ বাক্সবন্দি রানা'র সামনে দাঁড়িয়ে কমিউনিটির শুভানুধ্যায়ীরা তার স্মৃতিচারণ করেছেন।

বাবার কফিনের পাশে দাঁড়িয়ে দুই সন্তান। স্বামীর কফিনের সামনে নির্বাক স্ত্রী কল্পনা দাস । হলভর্তি মানুষের মাঝেও ছিল নীরবতা।যেন পিনপতনের শব্দও শোনা যায়, আর তার ফাঁকে ফাঁকে ভেসে আসে চাপা কান্না, দীর্ঘশ্বাস, বিলাপ।

প্রয়াত রানা দাসের ছেলে ও মেয়ে অনুষ্ঠানে কথা বলেছে। তখন সামনের সারিতে নিশ্চুপ বসে ছিলেন তাঁর স্ত্রী।

উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ স্মৃতিচারণ করে বলেছেন, কোনো নেতা নয়, কোনো সেলিব্রিটিও নয়। নিজেকে কখনো বিশেষ কেউ হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা কখনো করেননি। দূরারোগ্য ব্যধি কান্সারে ভুগলেও সদা হাসিমুখ, প্রাণবন্ত অবয়ব, আশাবাদী উজ্জ্বল চাহনী, নিজের আনন্দময় জীবনের অর্হনিশ চর্চা অব্যাহত রেখেছিলেন।

স্মরণসভাটি ঞ্চালনা করেন কানাডা থেকে আগত সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব শক্তিব্রত হালদার মানু। সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন জুয়েল চৌধুরী, জয় দে, কান্তি দাস, ঝিলম চৌধুরীসহ রানার স্বজন ও অনুরাগী। কমিউনিটির নানা পর্যায়ের বিশিষ্টজন স্মৃতিচারণ করেন এবং তাঁর মানবিক জীবনদর্শনের কথা তুলে ধরেন।

প্রয়াত রানার শ্বেতাঙ্গ প্রতিবেশী জেসি স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন, "রানা আমাকে বাংলা শেখাতে গিয়ে বলতেন‚আমরা পরিবার‛ আজ বুঝতে পারছি, তাঁর পরিবার শুধু রক্তের সম্পর্কের মানুষ ছিল না; ভালোবাসার বন্ধনে জড়িয়ে থাকা অসংখ্য মানুষ ছিল তাঁর পরিবার।চ

উপস্থিতদের অনেকেই মনে করিয়ে দেন, জীবনকে বড় করে তোলে পদবি বা খ্যাতি নয়; মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে নেওয়ার ক্ষমতাই একজন মানুষের প্রকৃত পরিচয়।

পরিবারের পক্ষ থেকে শোকবার্তা, ফুল ও উপস্থিতির মাধ্যমে ভালোবাসা জানানো সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার, ২ জুলাই বিকেল ৪টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত কোরোনার কপোলা মিগলিওরে ফিউনারেল চ্যাপেলে ফেয়ারওয়েল অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। শুক্রবার ৩ জুলাই সকাল সাড়ে ৮টায় ইস্ট এলমহার্স্টের অল সোলস চ্যাপেল অ্যান্ড ক্রিমেটরিতে শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে।

মুসলিম আইনজীবীকে বিচারক নিয়োগ দিলেন

৬৬ পৃষ্ঠার পর

নিয়োগের পর যুক্তরাষ্ট্রের বিচারব্যবস্থায় শরিয়াহ আইনের প্রভাব এবং একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা নিয়ে নতুন করে বিতর্ক ও উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে।

ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর এবং মুসলিম আমেরিকান অধিকার সংগঠন 'কেয়ার' (ঈঅওজ) এই নিয়োগকে স্বাগত জানালেও কট্টরপন্থীদের পক্ষ থেকে তীব্র সমালোচনা করা হচ্ছে।

বিচারক হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার আগে হ্যারিস এম সৈয়দ লস অ্যাঞ্জেলেস কাউন্টির বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করে আলোচনায় এসেছিলেন। কাউন্টির অবসরকালীন বা রিটায়ারমেন্ট তহবিলগুলোর বিনিয়োগ সুদ-ভিত্তিক হওয়ার কারণে তিনি এই আইনি পদক্ষেপ নেন, যা ইসলামিক শরিয়াহ অর্থায়নের নিয়মের (সুদ বা রিবা নিষিদ্ধকরণ) পরিপন্থী।

তিনি সরকারি চাকরিজীবী হিসেবে তাঁর ধর্মীয় বিশ্বাসের সুরক্ষায় শরিয়াহ-সম্মত বিনিয়োগের বিকল্প সুবিধা দেওয়ার দাবি জানিয়েছিলেন এবং এটিকে তাঁর বিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন।

এই নিয়োগের পর কলোরাডোভিত্তিক ডানপন্থী ও রক্ষণশীল বিভিন্ন ফোরাম এবং সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাক্টিভিস্টরা দাবি করছেন, এটি যুক্তরাষ্ট্রের আদালত ব্যবস্থার ওপর একটি সুপরিকল্পিত প্রভাব বিস্তারের অংশ। তারা ২০২৪ সালে 'কেয়ার'-এর নির্বাহী পরিচালক নিহাদ আওয়াদ-এর দেওয়া একটি বক্তব্যের সূত্র ধরে এই আশঙ্কা প্রকাশ করছেন। সে সময় আওয়াদ মুসলিম শিক্ষার্থীদের আইন, সাংবাদিকতা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং চলচ্চিত্র নির্মাণে স্কলারশিপ দিয়ে আগামী ১৫-২০ বছরের মধ্যে হাজার হাজার আইনজীবী ও নীতিনির্ধারক তৈরির একটি কৌশলগত পরিকল্পনার কথা বলেছিলেন।

সমালোচকদের দাবি, এই ধরনের নিয়োগের মাধ্যমে আমেরিকার বিচারব্যবস্থায় একটি বড় পরিবর্তন আনার চেষ্টা করা হচ্ছে। উগ্রপন্থী ও বর্ণবাদবিরোধী গবেষক দল 'রেয়ার ফাউন্ডেশন'-এর প্রধান অ্যামি মেক সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ (সাবেক টুইটার) লিখেছেন, যিনি সরকারি সুযোগ-সুবিধাকে শরিয়াহ আর্থিক নিয়মের সাথে মেলাতে মামলা লড়েছেন, তিনি এখন আমেরিকার অন্যতম বড় আদালত ব্যবস্থার বিচারকের আসনে বসেছেন। টেক্সাস ও ফ্লোরিডার মতো স্টেটের গভর্নরদের দ্বারা সমালোচিত সংগঠন 'কেয়ার' এই নিয়োগকে স্বাগত জানানোয় তারা একে বিচারব্যবস্থায় অনুপ্রবেশ হিসেবে দেখছেন।

তবে এই সমস্ত সমালোচনার বিপরীতে ক্যালিফোর্নিয়া প্রশাসন এবং নাগরিক অধিকার কর্মীরা এই নিয়োগকে মেধা এবং যোগ্যতার ভিত্তিতে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে দেখছেন। 'কেয়ার-এলএ' হ্যারিস সৈয়দকে একজন অত্যন্ত সৎ ও দক্ষ 'আমেরিকান মুসলিম আইনজীবী' হিসেবে প্রশংসা করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের নীতিনির্ধারকদের একাংশের মতে, বিচার বিভাগে বৈচিত্র্য আনা এবং সব ধর্মের নাগরিকদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করাই এই নিয়োগের মূল লক্ষ্য, যা যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারকে আরও সমুন্নত করবে।

এ কে এম শহীদ উল্লাহ | সালামত উল্লাহ | মফিজুর রহমান | মোহাম্মদ রব মিয়া | নাজমুল হাসান মানিক

রফিকুল ইসলাম | রমেশ চন্দ্র দেবনাথ | গোলাম সরওয়ার | খোকন মোশাররফ | আবুল কালাম

নিউ ইয়র্কে বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির ট্রাস্টি বোর্ড'র ১০ সদস্যদের দায়িত্ব গ্রহণ

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাংলাদেশিদের অন্যতমবৃহৎ সামাজিক ও আঞ্চলিক সংগঠন বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটি ইউএসএ ইনকের নতুন ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা হয়েছে।

গত শুক্রবার (২৬ জুন) ব্রুকলীনে বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির নিজস্ব ভবনে সংগঠনের এক যৌথ সভায় কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নবগঠিত এই ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যদের নাম ঘোষণা করা হয়। সভায় উপস্থিত নতুন ট্রাস্টিদের কার্যনির্বাহী কমিটির কর্মকর্তা ও উপদেষ্টারা ফুল দিয়ে বরণ করে নেন।

নবগঠিত ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যরা হলেন- এ কে এম শহিদ উল্যাহ, সালামত উল্যাহ, মফিজুর রহমান, মোহাম্মদ রব মিয়া, নাজমুল হাসান মানিক, রফিকুল ইসলাম ভূঁইয়া, রমেশ চন্দ্র দেবনাথ, গোলাম সারোয়ার, খোকন মোশরাফ ও আবুল কালাম। সংগঠন সূত্রে জানা গেছে, নবগঠিত এই ট্রাস্টি বোর্ড জুলাই থেকে জুন ২০৩০ পর্যন্ত চার বছর মেয়াদে দায়িত্ব পালন করবে। নতুন ট্রাস্টি বোর্ডের প্রথম সভায় সদস্যরা নিজেদের মধ্য থেকে একজন চেয়ারম্যান মনোনীত করবেন। বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির সভাপতি জাহিদ মিন্টুর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক এ এস এম মাইনউদ্দিন পিন্টুর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত এই যৌথ সভায় বক্তব্য রাখেন নবনির্বাচিত ট্রাস্টি সালামত উল্যা, নাজমুল হাসান মানিক, গোলাম সারোয়ার ও খোকন মোশারফ।

এছাড়াও সভায় আরও বক্তব্য রাখেন উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য নাজির ভান্ডারি, মমিনুল ইসলাম, শাহআলম, মাইনুল উদ্দিন মাহবুব, শাহ নাসের স্বপন, মালেক খান; কার্যনির্বাহী কমিটির সহ-সভাপতি তাজু মিয়া, সহ-কোষাধ্যক্ষ জামাল উদ্দিন, সাংগঠনিক সম্পাদক নুরুল ইসলাম বাবু, প্রচার সম্পাদক রুদ্র মাসুদ এবং সদস্য মাহমুদুল হক প্রমুখ। যৌথ সভায় বক্তারা বাংলাদেশ সেমেট্রি কার্যক্রমের মূল্যায়ন এবং বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির আগামী দিনের কর্মপরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। একই সঙ্গে আসন্ন বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন নিয়েও উপস্থিত সদস্যরা গুরুত্বপূর্ণ মতামত ব্যক্ত করেন।

ওয়াশিংটন ডিসিতে লস অ্যাঞ্জেলেস ৪০তম ফোবানার ‘মিট অ্যান্ড গ্রীট’ সম্পন্ন, ব্যাপক সাড়া

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিতে সাড়ম্বরে সম্পন্ন হয়েছে আগামী ৪, ৫ ও ৬ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী লস অ্যাঞ্জেলেস অনুষ্ঠিতব্য ৪০তম ফোবানা কনভেনশনের হোস্ট ও কনভেনর কমিটির মিট অ্যান্ড গ্রীট ও মতবিনিময় সভা। গত শনিবার (২৭ জুন) গ্রেটার ওয়াশিংটন ডিসি এলাকার ভার্জিনিয়ার স্প্রিংহিলের ডেরা রেস্তোরাঁয় এই গেট টুগেদার অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে স্থানীয় বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন, ফোবানা সদস্য, ব্যবসায়ী ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত হয়ে আসন্ন এই কনভেনশন সফল করতে পূর্ণ সমর্থনের আশ্বাস দেন।

ফোবানার নির্বাহী সচিব অ্যান্থনি গোমেজ পিউসের উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ৪০তম ফোবানার কনভেনর ড. জয়নাল আবেদীন। তিনি ওয়াশিংটন ও ভার্জিনিয়াবাসীকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, ফোবানার ইতিহাসে ওয়াশিংটন সবচেয়ে সমৃদ্ধ একটি শহর। আমরা আশা করছি, বিগত বছরগুলোর মতো এবারও সবার আন্তরিক সহযোগিতা ও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ থাকবে।

অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ফোবানা চেয়ারম্যান রবিউল করিম বেলাল। তিনি বলেন, লস অ্যাঞ্জেলেস কনভেনশনকে ঘিরে ওয়াশিংটনের প্রবাসীদের এই স্বতঃস্ফূর্ততা সত্যিই দৃষ্টান্তমূলক। ফোবানা একটি ঐতিহ্যবাহী সংগঠন, একে আরও এগিয়ে নিতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।

মতবিনিময় সভায় সাবেক চেয়ারম্যান আলমগীর হোসেন এবং নির্বাহী কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান এম রহমান জহির বলেন, ড. জয়নাল আবেদীন ফোবানার একজন প্রবীণ ও দক্ষ সংগঠক। তার নেতৃত্বে লস অ্যাঞ্জেলেস ফোবানা একটি অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে। হোস্ট কমিটির মেম্বার সেক্রেটারি ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ ইকবাল ক্যালিফোর্নিয়ার লস অ্যাঞ্জেলেস, সান ফ্রান্সিসকো, সান দিয়েগোসহ সব শহরের প্রবাসীদের কনভেনশনে অংশ নেওয়ার আমন্ত্রণ জানান।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সাবেক নির্বাহী সচিব আবীর আলমগীর, সাবেক কোষাধ্যক্ষ ড. প্রিয়লাল কর্মকার, ফ্লোরিডার ওরল্যান্ডোর সদস্য বাবুল হাই এবং ফান্ড রাইজিং চেয়ারম্যান কাজী নাহিদ। তারা জানান, দূরত্বের কথা বিবেচনা করে হোস্ট কমিটি এবার সিলভার প্যাকেজে বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা করেছে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও ব্যবসায়ীরা ফোবানার পাশে থাকার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। বিশেষ অতিথি ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি অফ সাইন্স এন্ড টেকনোলজির চ্যান্সেলর ইঞ্জিনিয়ার আবু বকর হানিপ ৪০তম ফোবানা কনভেনশনের সাফল্য কামনা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সম্পৃক্ত থাকার ঘোষণা দেন। ফোবানার অন্যতম স্পন্সর মাজহারুল হক অনুষ্ঠানমঞ্চে হোস্ট কমিটির কাছে একটি বড় অঙ্কের অনুদান হস্তান্তর করেন।

এছাড়া “বাগডিসি”র পক্ষ থেকে নুরুল আমিন লস অ্যাঞ্জেলেস যাওয়ার ঘোষণা দেন এবং সংগঠনের পক্ষে ১৭টি সিলভার প্যাকেজ নিশ্চিত করেন। সব মিলিয়ে ওয়াশিংটনের এই মিট অ্যান্ড গ্রীট অনুষ্ঠান থেকেই সর্বমোট ৫০ হাজার ডলার অনুদানের ঘোষণা আসে।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন ৩৮তম ফোবানার মেম্বার সেক্রেটারি শিল্পী আবু রুমি, বাইটপো সভাপতি লেখক শামসুদ্দিন মাহমুদ, বাগডিসি-র সাবেক সভাপতি করিম সালাউদ্দিন, বাইয়ের সভাপতি দিলশাদ চৌধুরী, শোয়েব চৌধুরী, রেদোয়ান চৌধুরী, মাহমুদ মেনন, কচি খান, এ টি এম আলম, কাজল, প্রদীপ ঘোষ ও জাহিদ খান প্রমুখ।

শনিবার রাতে ফোবানার প্রতিনিধি দল স্থানীয় কমিউনিটির একটি ওপেন এয়ার কনসার্টে যোগ দেন। জনপ্রিয় শিল্পী পথিক হাসান ও মোজার এই কনসার্টে ফোবানা চেয়ারম্যান ও কনভেনর মঞ্চে গিয়ে ওয়াশিংটনবাসীকে লস অ্যাঞ্জেলেস ফোবানার আনুষ্ঠানিক দাওয়াত দেন। এরপর প্রতিনিধি দল শিল্পী আবু রুমির বাসভবনে নৈশভোজ ও এক ঘরোয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

পরদিন ২৮ জুন রোববার সকালে ফোবানার সাবেক ট্রেজারার ড. প্রিয়লাল কর্মকারের বাসভবনে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে লস অ্যাঞ্জেলেস ফোবানা সফল করার কৌশলগত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এই সভায় ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি অফ সাইন্স এন্ড টেকনোলজির চ্যান্সেলর ইঞ্জিনিয়ার আবু বকর হানিপ ৪০ তম ফোবানা কনভেনশনের ডায়মন্ড স্পন্সর হওয়ার ঘোষণা দিলে উপস্থিত সবাই তাকে ধন্যবাদ জানান।

দুই দিনব্যাপী এই সফল গণসংযোগ ও মতবিনিময় শেষে ফোবানার হোস্ট কমিটির মেম্বার সেক্রেটারি ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ ইকবাল এবং কনভেনর ড. জয়নাল আবেদীন ওয়াশিংটন ও ভার্জিনিয়ার সর্বস্তরের প্রবাসী, ব্যবসায়ী ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানান। -জুয়েল সাদত প্রেরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

০১ অক্টোবর থেকে বাংলাদেশকনস্যুলেট জেনারেল, নিউ ইয়র্কে কনস্যুলার ফি শুধুমাত্র ডেবিট ও ক্রেডিটকার্ডের মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, নিউ ইয়র্ক-এর কনস্যুলারসেবাকে আরও স্বচ্ছ, নিরাপদ, আধুনিক ও জবাবদিহিমূলককরার লক্ষ্যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে, আগামী ০১ অক্টোবর২০২৬ তারিখ হতে কনস্যুলেটে স্ব-শরীরে উপস্থিত হয়ে সেবাগ্রহণের ক্ষেত্রে সকল প্রকার কনস্যুলার ফি শুধুমাত্র ডেবিটঅথবা ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে পরিশোধ করা যাবে।

এ পরিপ্রেক্ষিতে, ০১ অক্টোবর ২০২৬ তারিখ হতে স্ব-শরীরে সেবাগ্রহণের ক্ষেত্রে মানি অর্ডার অথবা ব্যাংক সার্টিফাইড চেক গ্রহণকরা হবে না।

তবে, ডাকযোগে প্রেরিত আবেদনসমূহের ক্ষেত্রে এ নীতিপ্রযোজ্য হবে না। এসব আবেদনের জন্য বিদ্যমান নিয়মঅনুযায়ী পূর্বের ন্যায় মানি অর্ডার অথবা ব্যাংক সার্টিফাইডচেকের মাধ্যমে ফি পরিশোধ করা যাবে।

শর্তাবলি: সেবাগ্রহীতাদের কনস্যুলেটে আগমনের সময় বৈধ ও সক্রিয়ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড সঙ্গে রাখার জন্য অনুরোধ করাহচ্ছে।

নগদ অর্থ বা অন্য কোনো বিকল্প পদ্ধতিতে ফি গ্রহণ করা হবেনা।

ডাকযোগে প্রেরিত আবেদনসমূহের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ফিপরিশোধের বিধি-বিধান অপরিবর্তিত থাকবে।

বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, নিউ ইয়র্ক প্রবাসীবাংলাদেশিদের জন্য সর্বোচ্চ মানসম্পন্ন, দক্ষ ও সময়োপযোগীকনস্যুলার সেবা প্রদান করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ সিদ্ধান্তের সফলবাস্তবায়নে সম্মানিত প্রবাসী বাংলাদেশিদের আন্তরিকসহযোগিতা একান্তভাবে কামনা করা হচ্ছে। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে অভিবাসন অভিযানে ব্যাপক ধরপাকড়

৬৬ পৃষ্ঠার পর

তবে স্বাধীনভাবে সরকারি তথ্য বিশ্লেষণকারী গবেষকদের প্রতিবেদনে কিছুটা ভিন্ন চিত্র উঠে এসেছে। সরকারি নথিপত্রের ভিত্তিতে করা এক বিশ্লেষণে দেখা যায়, বর্তমানে প্রতিদিন এক হাজারেরও বেশি ব্যক্তিকে আটক করা হচ্ছে। এসব আটকের প্রায় অর্ধেকই স্থানীয় কারাগার, আটককেন্দ্র অথবা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হেফাজত থেকে হয়েছে। এদিকে নিউইয়র্কের আইনজীবীদের একটি সংগঠনের বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, শহরটিতে প্রশাসনিকভাবে আটক হওয়ার সংখ্যা ২০১৭ অর্থবছরের তুলনায় প্রায় ৩৫ শতাংশ বেড়েছে। তাদের তথ্যমতে, আটক হওয়া শত শত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আগে কোনো ফৌজদারি মামলার রেকর্ড ছিল না। আবার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগে মামলা বিচারাধীন রয়েছে। অন্যদিকে সরকারি নথিপত্র বিশ্লেষণ করে গবেষকেরা জানিয়েছেন, চলতি বছরের জুলাই মাসের শুরুতেই নিউইয়র্কে অভিবাসন কর্তৃপক্ষের আটকের সংখ্যা ২০২৪ সালের পুরো বছরের মোট আটকের সংখ্যাকেও ছাড়িয়ে গেছে।

এই অভিযান এমন সময়ে জোরদার করা হয়েছে, যখন সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আদালত জন্মসূত্রে নাগরিকত্বের বিদ্যমান নীতিতে পরিবর্তন আনার বিষয়ে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ আবেদন নাকচ করে দিয়েছে। ফলে যুক্তরাষ্ট্রে জন্ম নেওয়া অধিকাংশ শিশুর নাগরিকত্বের বর্তমান সাংবিধানিক ব্যবস্থা বহাল রয়েছে। বিশ্লেষকদের মতে, অভিবাসন ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রে কঠোর অবস্থানের ধারাবাহিকতায় সাম্প্রতিক অভিযান নতুন করে জাতীয় পর্যায়ে আলোচনা তৈরি করেছে। যদিও প্রশাসনের দাবি, এই অভিযানের লক্ষ্য অপরাধে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া, তবু স্বাধীন তথ্য বিশ্লেষণ বলছে, আটক হওয়া সবার বিরুদ্ধে গুরুতর অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার রেকর্ড নেই। ফলে অভিযানটি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে বিতর্কও অব্যাহত রয়েছে।

বর্ণাঢ্য আয়োজনে জ্যামাইকায় ‘আশা রেস্টুরেন্ট অ্যান্ড পার্টি হল’র উদ্বোধন

পরিচয় ডেস্কঃ বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশী অধ্যুষিত নিউইয়র্কের জ্যামাইকায় বর্ণাঢ্য আয়োজনে উদ্বোধন হলো ‘আশা রেস্টুরেন্ট অ্যান্ড পার্টি হল’। আশা গ্রুপের অন্যতম প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্র শুরু করলো নতুন এই রেস্টুরেন্ট।

এ উপলক্ষ্যে গত ২৬ জুন ১৭৬-২২ জ্যামাইকা এভিনিউ, নিউইয়র্ক ১১৪৩২ ঠিকানায় এর ‘গ্র্যান্ড ওপেনিং’ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশের অন্যতম জনপ্রিয় চিত্র নায়ক অমিত হাসন ও সঙ্গীত শিল্পী রিজিয়া পারভীন সহ অতিথিদের সাথে নিয়ে ‘লাল-সবুজ’ এর এক গুচ্ছু বেলুন উড়িয়ে আর ফিতা কেটে প্রতিষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন আশা গ্রুপের চেয়ারম্যান আকাশ রহমান ও ভাইস চেয়ারম্যান এশা রহমান। এছাড়াও আশা গ্রুপ ও নতুন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটির সাফল্য কামনায় বিশেষ দোয়া মুনাজাত করা হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দোয়া মুনাজাত শেষে উপস্থিত সকলের মাঝে সুস্বাদু খাবার পরিবেশিত হয়। বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশীসহ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে অতিথিগণ নতুন এই রেস্টুরেন্ট ও পার্টি হলের আধুনিক পরিবেশ, মানসম্মত সেবা এবং বৈচিত্র্যময় খাবারের প্রশংসা করেন। অনুষ্ঠানে আগত একাধিক শুভাকাঙ্খী আকাশ রহমান ও এশা রহমান-কে ফুলের তোড়া দিয়ে শুভেচ্ছা জানান।

অনুষ্ঠানে আকাশ রহমান তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বলেন, প্রবাসে বাঙালীদের কর্মস্থানই আশা গ্রুপের মূল লক্ষ্য। এজন্যই একে একে আশা গ্রুপ বড় করা হচ্ছে। তিনি বলেন, আশা রেষ্টুরেন্টে সবসময় ভালো খাবার পরিবেশন করা হবে। কোন বাসী খাবার পরিবেশিত হবে না। আশা রেষ্টুরেন্টের সকল ক্রেতাই আমাদের অতিথি হিসেবে গণ্য হবেন।

রেষ্টুরেন্টটির উদ্বোধন ঘোষণা করে এশা রহমান তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে উপস্থিত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, আমাদের ক্রেতারা তৃপ্তি নিয়ে খেতে পারলেই আশা রেষ্টুরেন্ট প্রতিষ্ঠা স্বার্থক হবে। তিনি বলেন, অনেক পরিশ্রম করে আমরা আশা গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করেছি। সবাইকে নিয়েই আমরা এগিয়ে যেতে চাই।

আশা রেষ্টুরেন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে শুভেচ্ছা জানান, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান ও সঙ্গীত শিল্পী রিজিয়া পারভিন সহ মর্টগেজ ব্যাংকার জান ফাহিম, আবৃত্তি শিল্পী আহসান হাবীব, জেএমসি’র সেক্রেটারী ও জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী রিনা সাহা, অভিনেতা তরিকুল ইসলাম মিঠু, ইউএস-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ইউএসবিসিসিআই) সভাপতি লিটন আহমেদ, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট আশরাফুজ্জামান, উৎপল দত্ত, নূরজাহান ভূইয়া রিতু প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালানা করেন আশা গ্রুপের অপর প্রতিষ্ঠান সাপ্তাহিক সাদাকালো’র নির্বাহী সম্পাদক মোহাম্মদ কাশেম।

প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে জানানো হয়, রেস্টুরেন্টের নিচতলায় রয়েছে আধুনিক ও সুপরিসর একটি দৃষ্টিনন্দন পার্টি হল। যেখানে বিয়ে, জন্মদিন কিংবা করপোরেট গেট-টুগেদারের মতো সামাজিক অনুষ্ঠানের সব ধরনের পেশাদার আয়োজন করা সম্ভব। ‘আশা রেস্টুরেন্ট অ্যান্ড পার্টি হল’ হবে নিউ ইয়র্কের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য মিলনকেন্দ্র। যেখানে পারিবারিক অনুষ্ঠান, কর্পোরেট ইভেন্ট ও বিভিন্ন সামাজিক আয়োজন সুচারুভাবে সম্পন্ন করা যাবে।

কয়েকদিন আগেই রেষ্টুরেন্ট চালু হলেও আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের দিন অতিথিদের জন্য ছিলো স্পেশাল চিকেন বিরিয়ানি। এছাড়াও ছিলো বিফ বিরিয়ানি, হাঁসের মাংস, চালের রুটি, স্পেশাল সবজি, ফিশসহ নানা পদের মজাদার খাবার।

কর্তৃপক্ষ আরো জানায়, ক্রেতাদের রসনাতৃপ্তিতে প্রতিদিনই থাকবে লাইভ ফুড কাউন্টার ও নানা স্বাদের স্পেশাল “সিগনেচার” আইটেম। উদ্যোক্তারা আরও জানান, উন্নত সেবা ও মান বজায় রেখে গ্রাহকদের সন্তুষ্টি অর্থাৎ ‘কোয়ানটিটি নয়, কোয়ালিটি’-ই তাদের মূল লক্ষ্য। আগ্রহী গ্রাহকরা বুকিং বা যেকোনো তথ্যের জন্য ৬৪৬-৭৪৪-৫৯৩৪ নম্বরে যোগাযোগ করতে পারবেন। খবর ইউএনএ’র।

১৫৭ বছরের ইতিহাসে প্রথম, নিউইয়র্ক সিটির রেন্ট-স্ট্যাবিলাইজড এপার্টমেন্ট লিজে ভাড়া বাড়ানো হবেনা

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্ক সিটির প্রায় ২৪ লাখ ভাড়া-নিয়ন্ত্রিত (রেন্ট-স্ট্যাবিলাইজড) ভাড়াটের জন্য বড় স্বস্তির খবর এসেছে। নিউইয়র্ক সিটি রেন্ট গাইডলাইন্স বোর্ড (আরজিবি) ৭-১ ভোটে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, আগামী দুই বছরের জন্য ভাড়া-নিয়ন্ত্রিত অ্যাপার্টমেন্টের ভাড়া বাড়ানো হবে না। ফলে ২০২৬ সালের ১ অক্টোবর থেকে ২০২৭ সালের ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে নবায়ন হওয়া এক বছর ও দুই বছর উভয় মেয়াদের লিজেই ভাড়া বৃদ্ধির হার থাকবে শূন্য শতাংশ। নিউইয়র্কের ১৫৭ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম দুই বছরের লিজের ক্ষেত্রেও ভাড়া বৃদ্ধি পুরোপুরি স্থগিত রাখা হলো।

গত ২২ জুন সোমবার সন্ধ্যায় ম্যানহাটনের ইস্ট হার্লেমের এল মিউজিও দেল বারিও থিয়েটারে অনুষ্ঠিত ভোটাভুটির ফল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই উপস্থিত শত শত ভাড়াটে উল্লাসে ফেটে পড়েন। কেউ আনন্দে কেঁদেছেন, কেউ স্লোগান দিয়েছেন, আবার অনেকে রাস্তায় নেমে বিজয় উদযাপন করেছেন। ভোটের আগে ভাড়াটেরা 'ভাড়া স্থির রাখুন' ও 'রোলব্যাক চাই' লেখা প্ল্যাকার্ড হাতে সমাবেশ করেন।

নিউইয়র্ক সিটিতে প্রায় ১০ লাখ রেন্ট-স্ট্যাবিলাইজড অ্যাপার্টমেন্ট রয়েছে, যেখানে বসবাস করেন প্রায় ২৪ লাখ মানুষ। এসব ভবনের বেশিরভাগই ১৯৭৪ সালের আগে নির্মিত ছয় বা তার বেশি ইউনিটের আবাসন অথবা সরকারি কর-ছাড় ও ভর্তুকিপ্রাপ্ত ভবন। নতুন সিদ্ধান্তের ফলে এসব বাড়ির ভাড়াটেরা অন্তত দুই বছর অতিরিক্ত ভাড়ার চাপ থেকে মুক্ত থাকবেন।

ভাড়াটে সংগঠনগুলোর দাবি, দীর্ঘদিনের আন্দোলনের ফলেই এই সিদ্ধান্ত এসেছে। মেয়র নির্বাচনের আগে হাজারো ভাড়াটে ভাড়া স্থির রাখার দাবিতে প্রচারণা চালান এবং বিষয়টি নির্বাচনী আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসেন। নির্বাচিত হওয়ার পর নিউইয়র্ক সিটির মেয়র জোহরান মামদানি এই সিদ্ধান্তকে ভাড়াটেদের জন্য 'ঐতিহাসিক বিজয়' বলে অভিহিত করেন।

চায়নাটাউনভিত্তিক সংগঠন সিএএএভির (ঈঅঅঠ) ভাড়াটে নেতা লিন্ডা লিন বলেন, শ্রমজীবী ও অভিবাসী ভাড়াটেরা সংগঠিত হয়ে এই অর্জন সম্ভব করেছেন। তাঁর ভাষায়, এটি কেবল শুরু, ভবিষ্যতেও ভাড়াটেদের অধিকার আদায়ের আন্দোলন চলবে।

তবে ভোটের আগে বোর্ডে নাটকীয় পরিস্থিতিরও সৃষ্টি হয়। মালিকপক্ষের প্রতিনিধি ক্রিস্টিনা স্মিথ ভোটের কয়েক ঘণ্টা আগে পদত্যাগ করেন। তিনি অভিযোগ করেন, বোর্ড নিজেদের উপাত্ত উপেক্ষা করে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। এরপরও কোরাম বজায় থাকায় ভোট অনুষ্ঠিত হয়। মালিকপক্ষের আরেক প্রতিনিধি মাকসিম ওয়িন দীর্ঘ বক্তব্যের পর শেষ পর্যন্ত ভাড়া বৃদ্ধি শূন্য রাখার পক্ষেই ভোট দেন। ফলে সিদ্ধান্তটি ৭-১ ভোটে অনুমোদিত হয়।

ভাড়াটে সংগঠনগুলোর দাবি, গত কয়েক বছরে বাড়ির মালিকদের আয় উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে, অথচ অনেক ভবনে তাপ, গরম পানি ও রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে অভিযোগও বেড়েছে। তাদের মতে, উচ্চ মূল্যস্ফীতি, ফেডারেল সামাজিক সহায়তা কর্মসূচিতে কাটছাঁট এবং জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির এই সময়ে ভাড়া না বাড়ানোর সিদ্ধান্ত লাখো পরিবারের জন্য বড় স্বস্তি নিয়ে এসেছে। কমিউনিটি সার্ভিস সোসাইটির হিসাব অনুযায়ী, এই সিদ্ধান্তের ফলে আগামী চার বছরে নিউইয়র্কের ভাড়াটেরা সম্মিলিতভাবে প্রায় ৭ বিলিয়ন ডলার সাশ্রয় করতে পারবেন।

অন্যদিকে বাড়ির মালিকদের সংগঠনগুলো এই সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করেছে। রিয়েল এস্টেট বোর্ড অব নিউইয়র্কের প্রেসিডেন্ট জেমস হোয়েলান বলেন, পরিচালন ব্যয় ক্রমাগত বাড়লেও বোর্ড তা বিবেচনায় নেয়নি। তাঁর মতে, রাজনৈতিকভাবে জনপ্রিয় হলেও এই সিদ্ধান্ত দীর্ঘমেয়াদে আবাসন সংকট আরও জটিল করবে। নিউইয়র্ক অ্যাপার্টমেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান নির্বাহী কেনি বার্গোসও একই ধরনের উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, এতে পুরোনো ভবনের রক্ষণাবেক্ষণ ব্যাহত হতে পারে।

তবে নিউইয়র্ক সিটির স্বাধীন বাজেট দপ্তরের তথ্য বলছে, ভাড়া-নিয়ন্ত্রিত ভবনের আর্থিক সংকট মূলত সীমিতসংখ্যক মালিকের মধ্যে কেন্দ্রীভূত এবং অধিকাংশ মালিক এখনও আর্থিকভাবে স্থিতিশীল অবস্থায় রয়েছেন।

সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর শত শত ভাড়াটে রাস্তায় নেমে উদযাপন করেন। ভাড়াটে সংগঠনের নেতারা বলেন, এই রায় শুধু ভাড়া স্থির রাখার সিদ্ধান্ত নয়, বরং সংগঠিত আন্দোলনের শক্তিরও প্রমাণ। তাঁদের মতে, নিউইয়র্কে দীর্ঘদিন ধরে আবাসন নীতিতে প্রভাবশালী রিয়েল এস্টেট লবির বিপরীতে এবার ভাড়াটেদের কণ্ঠই গুরুত্ব পেয়েছে।

১৮ অক্টোবর বাংলাদেশ সোসাইটি নিউ ইয়র্ক এর নিবার্চনে ৩৫ হাজারের বেশী সংখ্যক ভোটার তালিকাভুক্ত

পরিচয় ডেস্ক: আগামী ১৮ অক্টোবর ২০২৬ এ নির্ধারিত বাংলাদেশ সোসাইটি নিউ ইয়র্ক কার্যকরী পরিষদের ২১টি পদের এর নিবার্চনের ভোট প্রদানে সদস্যপদ গ্রহণ বা নবায়ন করেছেন লাইফ মেম্বার ১ হাজার ২৬ সহ ৩৫ হাজার ৩২১ জন। তবে চুড়ান্ত ভোটার তালিকায় এ সংখ্যা কিছুটা কমে যেতে পারে একই ব্যক্তির একাধিক

সদস্যপদের ফর্ম জমা হওয়ার কারণে। এবার সদস্য নিবন্ধন প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশ সোসাইটির আয় হয়েছে ৬ লাখ ৭০ হাজার ডলার। গত ৩০ জুন ছিল আসন্ন নির্বাচনে ভোটার তালিকাভুক্ত হওয়ার শেষদিন। এর ফলে বাংলাদেশ সোসাইটি নিউ ইয়র্ক বর্তমানে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশী বংশোদ্ভূতদের সববৃহৎ সংগঠন। বাংলাদেশ সোসাইটি নিউ ইয়র্কের গত ৫০ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম রেকর্ড সংখ্যক সদস্য নিবন্ধিত হওয়ায় সোসাইটির নির্বাহী কমিটি এবং বোর্ড অফ ট্রাস্টিজ-এর পক্ষ থেকে কমিউনিটির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়েছে।

ট্রাম্পের ক্ষমতা খর্ব করে যুক্তরাষ্ট্র

৬ পৃষ্ঠার পর

ক্ষমতা কেবল কংগ্রেসকে দিয়েছে এবং ইরানের মতো প্রেসিডেন্টের নিজস্ব ইচ্ছায় যুদ্ধকে নিষিদ্ধ করেছে।এর অর্থ হলো-কংগ্রেসের অনুমোদন ছাড়া প্রেসিডেন্ট নিজের একক সিদ্ধান্তে ইরানের বিরুদ্ধে কোনো যুদ্ধ শুরু করতে পারেন না। তবুও তিনি সেই পথে হেঁটেছেন।

কে কীভাবে ভোট দিয়েছেন?

রিপাবলিকান পার্টির চারজন সিনেটর দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়ে এই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছেন। অন্যদিকে, ডেমোক্র্যাট দলের একজন ছাড়া বাকি সবাই প্রস্তাবটির পক্ষে রায় দিয়েছেন। দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়ে ভোট দেওয়া চার রিপাবলিকান সিনেটর হলেন-লুইজিয়ানার বিল ক্যাসিডি, আলাস্কার লিসা মুরকোভস্কি, মেইনের সুসান কলিন্স এবং কেনটাকির র্যান্ড পল।

জাপান বধের পর ব্রাজিল শিবিরে বড়

১৮ পৃষ্ঠার পর

সমতা ফেরানো গোলটি করা কাসেমিরোও রক্ষা পাননি। যোগ করা সময়ের তৃতীয় মিনিটে কুঁচকির চোটে পড়ে মাঠ ছাড়তে হয় অভিজ্ঞ এই তারকাকে। প্রাথমিক চিকিৎসার পরও খেলা চালিয়ে যেতে না পারায় তাকে মাঠ থেকে উঠে যেতে হয়, যার বদলি হিসেবে ফ্যাবিনিও মাঠে নামেন। যদিও ম্যাচের শেষদিকে তাকে দলের সঙ্গে জয় উদযাপনে ফুরফুরে মেজাজে দেখা গেছে, তবে চোটের তীব্রতা নিয়ে ভক্তদের মধ্যে উদ্বেগ কাটেনি। আগামী ৬ জুলাই (বাংলাদেশ সময় রাত ২টা) নিউইয়র্কের নিউজার্সি স্টেডিয়ামে কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে আইভরি কোস্ট অথবা নরওয়ের মুখোমুখি হবে ব্রাজিল। কিন্তু সেই নকআউট ম্যাচে এই দুই মিডফিল্ডারের থাকা নিয়ে তৈরি হয়েছে বড় অনিশ্চয়তা। পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের হেক্সা মিশনের এই সন্ধিক্ষণে কাসেমিরো ও পাকুয়েতার মতো অভিজ্ঞ খেলোয়াড়দের ফিটনেস আনচেলত্তির জন্য এখন সবচেয়ে বড় মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। চোটের বিস্তারিত পরীক্ষার পরেই জানা যাবে, কোয়ার্টার ফাইনালের মঞ্চে তারা আদৌ ফিরতে পারবেন কি না।

জর্জিয়ায় সোনালী ব্যাংক পিএলসি ও সোনালী এক্সচেঞ্জ কোং ইনক.-এর চেয়ারম্যানের সফর

বৈধ চ্যানেলে অধিক রেমিট্যান্স প্রেরণের আহ্বান

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সর্ববৃহৎ বাণিজ্যিক ব্যাংক সোনালী ব্যাংক পিএলসি-এর পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত চেয়ারম্যান (চলতি দায়িত্ব) এবং সোনালী এক্সচেঞ্জ কোংইনক., যুক্তরাষ্ট্র-এর পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান (Owner's Representative) জনাব মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান সম্প্রতি জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যে সোনালী এক্সচেঞ্জের ব্যবসায়িক কার্যক্রম, রেগুলেটরি বিষয়াবলি এবং প্রবাসী বাংলাদেশিদের সঙ্গেমতবিনিময়ের উদ্দেশ্যে ব্যবসায়িক সফর করেন।

গত ১৪ জুন তিনি বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব জর্জিয়া আয়োজিত বৈশাখী মেলা১৪৩৩-এ অংশগ্রহণকরেন। অনুষ্ঠানে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাংলাদেশিপ্রবাসীদের বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, বৈদেশিক মুদ্রাররিজার্ভ বৃদ্ধি এবং বৈধ রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধিতে অনন্যঅবদানের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

তিনি বলেন, দেশের টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নে বৈধ ব্যাংকিংচ্যানেলে রেমিট্যান্স প্রেরণের গুরুত্ব অপরিসীম। তিনিপ্রবাসীদের সোনালী এক্সচেঞ্জের নিরাপদ, দ্রুত ও নির্ভরযোগ্যসেবার মাধ্যমে অধিক পরিমাণে রেমিট্যান্স বাংলাদেশেপাঠানোর আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে সোনালী এক্সচেঞ্জ কোং ইনক.-এর প্রেসিডেন্ট ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (CEO) জনাব মোহাম্মদ মহসিনকবীর প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন রেমিট্যান্স সেবা, ডিজিটাল সুবিধাএবং Sonali Exchange (SECI) Mobile App-এর ব্যবহারসম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপনা করেন। তিনি জানান, গ্রাহকরা যুক্তরাষ্ট্রের ৮টি লাইসেন্ট স্টেট এর যেকোনো স্থানথেকে মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে দ্রুত, নিরাপদ এবং প্রতিযোগিতামূলক বিনিময় হারে বাংলাদেশে অর্থ প্রেরণকরতে পারেন।

১৫ জুন ২০২৬ তারিখ সোনালী এক্সচেঞ্জ এর আটলান্টা বুথে আয়োজিত গ্রাহক সমাবেশে চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান বাংলাদেশি কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, ব্যবসায়ী, গ্রাহক এবং রেমিট্যান্স প্রেরণকারীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। তিনি সোনালী এক্সচেঞ্জের গ্রাহকসেবা আরও সম্প্রসারণ, ডিজিটাল রেমিট্যান্স সেবার প্রসার এবংবৈধ রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধিতে সকলের সহযোগিতা কামনাকরেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে জনাব মোহাম্মদ মহসিন কবীরবলেন, সোনালী এক্সচেঞ্জের শাখা ও বুথের পাশাপাশি মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে ঘরে বসেই নিরাপদে বাংলাদেশে অর্থ প্রেরণ করা সম্ভব। তিনি সোনালী এক্সচেঞ্জ এর ডিজিটাল রেমিট্যান্স প্লাটফর্ম তথা মোবাইল এ্যাপ ব্যবহার এর বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার তথ্যাদি সকলকে অবহিত করেন। তিনি উপস্থিত গ্রাহকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেনএবং ডিজিটাল রেমিট্যান্স সেবা ব্যবহারের আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশি কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ, ব্যবসায়ী, রেমিট্যান্স প্রেরণকারী এবং সোনালী এক্সচেঞ্জের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

পরিচয়
PARICHOY
PUBLISHED FROM NEW YORK
শেষের পাতা
Issue 1687
Saturday, July 04, 2026

যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে অভিবাসন অভিযানে ব্যাপক ধরপাকড়, পাঁচ দিনে ১০ হাজারের বেশি আটক

পরিচয় ডেস্ক: সমগ্র যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে অভিবাসন আইন বাস্তবায়নে ব্যাপক অভিযান চালিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন ও শুল্ক প্রয়োগকারী (ইউএসসিআইএস) সংস্থা জানিয়েছে, পাঁচ দিনে পরিচালিত অভিযানে ১০ হাজারের বেশি ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্র নিরাপত্তা বিভাগ (হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্ট) দাবি করেছে, আটক হওয়া ব্যক্তিদের প্রায় ৭০ শতাংশের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অপরাধের অভিযোগ রয়েছে অথবা তারা আগে কোনো অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন।

হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, সাম্প্রতিক অভিযানের মূল লক্ষ্য ছিল বৈধ কাগজপত্র ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানকারী এবং অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত ব্যক্তিদের আইনের আওতায় আনা। হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের দাবি, জননিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং অভিবাসন আইন কার্যকর করতেই যুক্তরাষ্ট্রব্যাপী এ অভিযান পরিচালিত হচ্ছে।

বাকি অংশ ৬২ পৃষ্ঠায়

পাসপোর্টে এবার ট্রাম্পের ছবি!

আমেরিকার ২৫০ বছরের জন্মদিনে ট্রাম্পের ‘পেট্রিয়ট পাসপোর্ট’ ঘিরে বিতর্ক

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের ২৫০ তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ডোনাল্ড

বাকি অংশ ৫৫ পৃষ্ঠায়

৯০ দিনের বেশি অভিবাসী আটক রাখতে আদালতের অনুমতি লাগবে

ফেডারেল আপিল কোর্টের রায়ে চাপে ট্রাম্প প্রশাসন

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসনবিষয়ক কঠোর নীতির বিরুদ্ধে বড় ধরনের আইনি ধাক্কা খেল প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন। দেশটির একটি ফেডারেল আপিল আদালত রায় দিয়েছে, কোনো অভিবাসীকে ৯০ দিনের বেশি আটক রাখতে চাইলে সরকারকে অবশ্যই আদালতে তার যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে হবে। অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ের পর কোনো ব্যক্তিকে অনির্দিষ্টকাল জামিনের সুযোগ ছাড়া আটকে রাখা যাবে না। এই রায়ে টেক্সাস, লুইজিয়ানা ও মিসিসিপিসহ পঞ্চম সার্কিট আপিল আদালতের আওতাভুক্ত অঙ্গরাজ্যগুলোতে আটক থাকা হাজারো অভিবাসীর ওপর প্রভাব পড়তে পারে।

গত বৃহস্পতিবার ২ জুলাই লুইজিয়ানা স্টেটের নিউ অরলিন্সভিত্তিক পঞ্চম সার্কিট আপিল আদালত ২-১ ভোটে এই সিদ্ধান্ত দেন। আদালতের সংখ্যাগরিষ্ঠ

বাকি অংশ ৫৫ পৃষ্ঠায়

মুসলিম আইনজীবীকে বিচারক নিয়োগ দিলেন ক্যালিফোর্নিয়ায় গভর্নর

পরিচয় ডেস্ক: ক্যালিফোর্নিয়ার লস অ্যাঞ্জেলেস কাউন্টি সুপিরিয়র কোর্টের বিচারক হিসেবে হ্যারিস এম সৈয়দ নামের এক মুসলিম আইনজীবীকে নিয়োগ দিয়েছেন গভর্নর গ্যাভিন নিউসম।

এই

বাকি অংশ ৬১ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্রে ক্রেডিট কার্ডের বকেয়া বিল ১.২৫ ট্রিলিয়ন ডলার

শোধ করতে হিমশিম খাচ্ছেন আমেরিকানরা

নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছেন অনেকে

পরিচয় ডেস্ক: নিউ ইংল্যান্ডের এক ব্যস্ত হাসপাতালে সারা দিন অপারেশনস ডিরেক্টর হিসেবে হাড়ভাঙা খাটুনির পরও রাতে বাড়ি ফিরে দুচোখের পাতা এক করতে পারেন না ক্যাথরিন ক্লার্ক। বিছানায় শুয়ে কেবলই ভাবেন, কোথায় ভুল হলো তার?

বছরে ১ লাখ ৯৪ হাজার ডলার বেতন পান ক্যাথরিন। তবু তার চেজ স্যাফায়ার ক্রেডিট কার্ডের বকেয়া বিল

বাকি অংশ ৫৫ পৃষ্ঠায়

মেয়র মামদানির নেতৃত্বে নিউ ইয়র্ক সিটি তার ইতিহাসে সবচেয়ে নিরাপদ প্রথম ছয় মাস অতিবাহিত করেছে

পরিচয় ডেস্ক: মেয়র মামদানির নেতৃত্বে নিউ ইয়র্ক সিটি তার ইতিহাসে সবচেয়ে নিরাপদ প্রথম ছয় মাস (জানুয়ারি থেকে জুন ২০২৬) অতিবাহিত করেছে।

নিউ ইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্ট এর তথ্য অনুসারে এ সময় হত্যাকাণ্ডের হার ২৫% কমে সর্বনিম্নে নেমে এসেছে। চুরির ঘটনা ১৬% কমে গত প্রায় এক দশকের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ে পৌঁছেছে। এছাড়া, নিউ ইয়র্ক সিটির ইতিহাসে গোলাগুলির ঘটনাও ছিল সর্বনিম্ন। এর কোনোটিই কাকতালীয় নয়। দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই মেয়র মামদানি অপরাধ দমনে একটি সামগ্রিক বা সমন্বিত কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করেছেন; তিনি মানসিক

বাকি অংশ ৫৭ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্র দশ লাখ অভিবাসীকে বহিষ্কারের ঘোষণায় উদ্বিগ্ন কানাডা

নজরুল ইসলাম মিন্টু: যুক্তরাষ্ট্রে ট্রাম্প প্রশাসনের কঠোর অভিবাসন অভিযানে বড় আইনি সমর্থন দিয়েছে মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট। আদালতের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তের পর দশ লাখেরও বেশি অভিবাসীর সামনে বহিষ্কারের ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে, এর ধাক্কা সরাসরি এসে পড়বে কানাডার সীমান্তে। যুক্তরাষ্ট্রে অনিশ্চয়তায় থাকা বহু অভিবাসী এখন কানাডার দিকে রওনা হতে পারেন। তবে কানাডায় পা রাখলেই আশ্রয় মিলবে, এমন ধারণা হবে এক মারাত্মক ভুল।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যুক্তরাষ্ট্রে সাময়িক সুরক্ষা হারানো অভিবাসীদের একটি বড় অংশ কানাডাকে শেষ আশ্রয় হিসেবে দেখতে শুরু করবে। কেউ সরকারি সীমান্ত প্রবেশপথে আসবে, কেউ অনিয়মিত পথে ঢোকার চেষ্টা করবে। কিন্তু কানাডার আইন এখন আগের চেয়ে অনেক কঠোর। সীমান্ত পার হলেই শরণার্থী আবেদন গ্রহণ করা হবে না। বরং ভুল পথে

বাকি অংশ ৫২ পৃষ্ঠায়

এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিংয়ের চূড়ায় উঠে ব্যানার প্রদর্শন ও বিয়ের প্রস্তাব, গ্রেপ্তার ২ জন

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্ক সিটির ঐতিহাসিক এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিংয়ের সুউচ্চ চূড়ায় উঠে বিশ্ব শান্তির জন্য একটি বড় ব্যানার প্রদর্শন করেছেন এক রুশ যুগল। যাদের দেখে মনে হচ্ছিল, বিয়ের প্রস্তাব দেওয়ার লক্ষ্যেই সুপরিকল্পিতভাবে এই আয়োজন করা হয়েছে। তবে এই কাণ্ড ঘটানোর পর ওই যুগলকে গ্রেপ্তার করেছে নিউ ইয়র্ক পুলিশ।

কালো রঙের পোশাক পরা অ্যাঞ্জেলিনা নিকোলাউ (৩৩) ও ইভান কুজনেতসভ (৩২) ম্যানহাটনের ফুটপাত থেকে প্রায় ১ হাজার ৪৫৪ ফুট (৪৪৩ মিটার) উঁচুতে থাকা ভবনটির অ্যান্টেনা স্পায়ারের কাছে অবস্থান নেন। সেখানে তারা একটি কালো ব্যানার মেলে ধরেন। তাতে বড় সাদা অক্ষরে লেখা ছিল‘ভালোবাসার শক্তি যখন ক্ষমতার প্রতি আকর্ষণকে জয় করবে, পৃথিবী তখনই শান্ত হবে’।

দুপুর সাড়ে ১২টার কিছু সময় পর আকাশ থেকে ধারণ করা ভিডিওতে দেখা যায়, ওই যুগল ধীরগতিতে

বাকি অংশ ৫২ পৃষ্ঠায়